গৌরবের ২৫ বছর

ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম-এনডিপি

এনডিপি ভবন, বাগবাড়ি, শহীদ নগর, কামারখন্দ, সিরাজগঞ্জ-৬৭০৩
টেলিফোন: ০৭৫১-৬৩৮৭০-৭১, ফ্যাক্স: +৮৮-০৭৫১-৬৩৮৭৭
ই-মেইল: akhan_ndp@yahoo.com
web: www.ndpbd.org

গৌরবের ২৫ বছর

25 NATIONAL DEVELOPMENT PROGRAMME 1992 2017 NDP • NDP • গৌরবের ২৫ বছর

রজত জয়ন্তী

ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম-এনডিপি

সূচিপত্র	পৃষ্ঠা নম্বর
শুভেচ্ছা বাণী	২-৬
পথ চলার ২৫ বছর	৭
এনডিপি'র পটভূমি	৮
নিবন্ধন	৮
নির্বাহী পরিষদ	৮
সাধারণ পরিষদ	৯-১০
উপদেষ্টা পরিষদ	১০
এনডিপি'র ভিশন, মিশন ও উদ্যেশ্যাবলী	১০
কর্ম এলাকা ও উপকারভোগী	১০
একনজরে এনডিপি'র ২৫ বছরের প্রবৃদ্ধির চিত্র	১২
স্ব-উদ্যোগে এনডিপি'র পথ চলা	১৩-১৪
বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন বিভাগের সাথে পথ চলা	১৫-১৯
পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউণ্ডেশন (পিকেএসএফ)- এর সাথে পথ চলা	২০-২৫
UN Organizations: UNICEF, UNDP and WFP'র সাথে পথ চলা	২৬-৩৪
DFID: CLP-SHIREE-CLS এর সাথে পথ চলা	৩৫-৩৮
CARE-Bangladesh-এর সাথে পথ চলা	৩৯-৪২
SDC-Inter Cooperation-Swisscontact-এর সাথে পথ চলা	৪৩-৪৬
European Union (EU) এর সাথে পথ চলা	৪৭
Manusher Jonno Foundation (MJF) এর সাথে পথ চলা	৪৮
Sights Savers International এর সাথে পথ চলা	৪৯
Campaign for Popular Education (CAMPE) এর সাথে পথ চলা	৫০
Heifer International-Bangladesh এর সাথে পথ চলা	৫১
NGO Forum এর সাথে পথ চলা	৫২-৫৩
অন্যান্য সংস্থার সাথে পথ চলা	৫৪-৫৬

প্রকাশকাল
জানুয়ারি ২০১৭ খ্রিষ্টাব্দ
পৌষ ১৪২৩ বঙ্গাব্দ

প্রকাশনায়
ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম-এনডিপি

সম্পাদক
মোঃ আলাউদ্দিন খান, নির্বাহী পরিচালক

গ্রন্থনায়
ড. এ বি এম সাজ্জাদ হোসেন, পরিচালক (পরিকল্পনা, পরিবীক্ষণ, গবেষণা এবং মূল্যায়ন)
মোল্লা আব্দুল্লাহ আল মেহদী, ব্যবস্থাপক (রিসার্চ এন্ড ডকুমেন্টশন)

সার্বিক সহযোগিতায়
মোঃ মাফিজুল ইসলাম, পরিচালক (কর্মসূচি)
মোসলেম উদ্দিন আহমেদ, উপ-পরিচালক (মাইক্রো-ফাইন্যান্স)
মিলন কুমার রায়, উপ-পরিচালক (অর্থ ও হিসাব)
কাজী মাসুদুজ্জামান, সহকারি পরিচালক (পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন)
মোঃ রফিকুল ইসলাম, সহকারী পরিচালক (উন্নয়ন)
মোঃ আব্দুল হালিম, প্রকল্প সমন্বয়কারী (সিভাউ)

আলোকচিত্র ও লেখনি
নুরুন নাহার, ব্যবস্থাপক (মানব সম্পদ ও প্রশাসন)
মীর তানসেন হোসেন, ব্যবস্থাপক (অর্থ ও হিসাব)
নুরুন নাহার চৌধুরী লাকী, ব্যবস্থাপক (প্রশিক্ষণ)
মোঃ শামছুল আলম, মার্কেট ডেভেলপমেন্ট ম্যানেজার (এনডিপি-এমফোরসি)
শেখ মিজানুর রহমান, প্রকল্প ব্যবস্থাপক (আইসিভিজিডি)
মোছাঃ আকতারি বেগম, প্রকল্প সমন্বয়কারী (এসএসএনপি)
মোঃ হাবিবুর রশিদ, প্রকল্প সমন্বয়কারী (ডিসিআরসি)
রঘুনাথ, প্রকল্প সমন্বয়কারী (সৌহার্দ্য III)
দুলাল কুমার রায়, প্রকল্প সমন্বয়কারী (উজ্জীবিত)
মোঃ নাজমুল হুদা, উপ-ব্যবস্থাপক (পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন)

কম্পিউটার কম্পোজ
মোল্লা আব্দুল্লাহ আল মেহদী, ব্যবস্থাপক (রিসার্চ এন্ড ডকুমেন্টেশন)
নয়নী তালুকদার (প্রশাসনিক কর্মকর্তা)

প্রচ্ছদ
সন্‌জয় চৌধুরী

মুদ্রন ও কম্পিউটার ডিজাইন
ডিজিটাল মেসেজ্, বগুড়া-৫৮০০
০১৭১১ ৩১ ৫৯ ৩৭

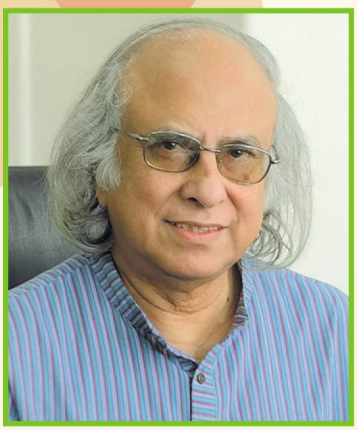

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)

চেয়ারম্যানের শুভেচ্ছা বাণী

আমি জেনে খুবই আনন্দিত যে, সিরাজগঞ্জের অতি পরিচিত বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন এনডিপি আজ ১ জানুয়ারী ২০১৭ তারখে ২৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে রজত জয়ন্তী পালন করছে। এ উপলক্ষে আমি এনডিপি'র সকল পর্যায়ের কর্মী, কর্মকর্তা, প্রকল্প অংশগ্রহনকারী, অংশীজন, সাধারণ পরিষদ ও নির্বাহী পরিষদসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সকলকে আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। উদ্যোমী কয়েক যুবকের প্রচেষ্টায় ১৯৯২ সালে কামারখন্দ উপজেলার বাগবাড়ি গ্রাম এর মধ্য দিয়ে যাত্রা শুরু করে বর্তমানে ছয়টি জেলায় ৩২টি উপজেলায় ৯২টি কার্যালয়ের মাধ্যমে বিভিন্ন আর্থিক ও উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। এনডিপি হাঁটি হাঁটি পা পা করে আজ অনেক বড় কলেবরে এগিয়ে যাচ্ছে।

এ সুদীর্ঘ সময়ে একটানা নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা নির্বাহী পরিচালক মোঃ আলাউদ্দিন খান কে অভিনন্দন জানাই। পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউণ্ডেশনের প্রথম সারির পার্টনারদের মধ্যে এনডিপি অন্যতম। বিভিন্ন অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে অর্থায়ন, সমৃদ্ধি কর্মসূচি, ডিসিআরসি প্রকল্প, কৃষি ও প্রাণিসম্পদ ইউনিটসহ অন্যান্য কার্যক্রমে পিকেএসএফ আর্থিক ও কারিগরি সহযোগিতা প্রদান করছে।

স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে এনডিপি তার কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। আগামী দিনে আমি এনডিপি'র সাফল্য কামনা করছি। একঝাঁক উদ্যোমী কর্মী বাহিনী স্বাস্থ্য, শিক্ষা, কৃষি, পরিবেশ, জ্বালানী, খাদ্য-নিরাপত্তা ও মানবাধিকার নিয়ে কাজ করছে যা অত্যন্ত আশাব্যঞ্জক। নারীর ক্ষমতায়ন ও জেন্ডার সমতা অর্জনে এনডিপি'র ভূমিকা প্রশংসনীয়।

আমি বিভিন্ন সময়ে এনডিপি'র মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম পরিদর্শন করে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়েছি। আশা করি, এনডিপি প্রত্যন্ত অঞ্চলের অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে আরও বহুমাত্রিক কার্যক্রম পরিচালনা করবে। সমাজ ও দেশের প্রতি প্রত্যেকটি উন্নয়ন সংস্থার অনেক দায়িত্ব রয়েছে। এনডিপি সরকারের সকল রীতিনীতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল জেনে আমার ভালো লাগছে। সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় সিরাজগঞ্জ অঞ্চলের মানুষ আরও এগিয়ে যাক এই কামনা করি।

পিকেএসএফ'র প্রধান লক্ষ্য হলো সকল বঞ্চনা থেকে মানুষের মুক্তি এবং প্রত্যেকের মানবমর্যাদায় প্রতিষ্ঠা লাভ। সেই লক্ষ্যে ক্ষুধা ও দারিদ্রমুক্ত, শোষণহীন এবং সকলের ন্যায্য অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে সমাজ প্রতিষ্ঠায় প্রত্যেককে যার যার অবস্থান থেকে কাজ করতে হবে। এনডিপি সে আদর্শ সমুন্নত রেখে তার কর্মসূচি গ্রহন ও বাস্তবায়ন করবে এই আমার প্রত্যাশা।

(ড. কাজী খলীকুজ্জামান আহমদ)

গণসাক্ষরতা অভিযান

নির্বাহী পরিচালকের শুভেচ্ছা বাণী

সিরাজগঞ্জের শীর্ষ স্থানীয় এনজিও ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম-এনডিপি ১ জানুয়ারী ২০১৭ খ্রী: রজত জয়ন্তী পালন করছে জেনে আমি আনন্দিত ও গর্বিত। বেসরকারি সংস্থা হিসেবে দীর্ঘ ২৫ বছর নিরলস ভাবে কাজ করে যাওয়া মোটেও সহজ ব্যাপার নয়। নানা চড়াই উৎরাই পেরিয়ে ১৯৯২ সালে প্রতিষ্ঠা পাওয়া এনডিপি আজ একটি সুসংগঠিত সংস্থা। কয়েকজন উদ্যোগী তরুণের প্রচেষ্টায় ১৯৯২ সালে কামারখন্দ উপজেলার বাগবাড়ি গ্রামে এটির যাত্রা শুরু হয়েছিল। এ সুদীর্ঘ সময়ে সংগঠনটিকে এক টানা নেতৃত্ব দিয়েছেন প্রতিষ্ঠাতা নির্বাহী পরিচালক মো. আলাউদ্দিন খান। এজন্য তাঁকে আন্তরিক অভিবাদন জানাই।

সমাজের পিছিয়ে পড়া মানুষের সেবা করার যে মানসিকতা একটি বেসরকারি উন্নয়ন সংগঠনকে অনন্য করে তোলে, এনডিপি'র সে মানসিকতা রয়েছে। নারীর ক্ষমতায়ন, নারী শিক্ষা, প্রবীণ, প্রতিবন্ধী ও জেন্ডার সমতা এনডিপি'র অন্যতম ফোকাস কার্যক্রম। গ্রামের সুবিধা বঞ্চিত মানুষের জন্য কাজ করতে করতে এনডিপি সকল বাধা বিপত্তি পেরিয়ে আজ ছাব্বিশ বছরে পা রাখছে ভেবে খুবই ভাল লাগছে। আজকের এই দিনে আমি এনডিপি'র সকল পর্যায়ের কর্মী, কর্মকর্তা, প্রকল্প অংশগ্রহণকারী, অংশীজন, সাধারণ পরিষদ, নির্বাহী পরিষদ সহ সকল পক্ষকে আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

এনডিপি সুবিধা বঞ্চিত শিশুদের ঝরে পড়া রোধে গণসাক্ষরতা অভিযানের সাথে 'প্রত্যাশা' প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। সংগঠনটির কার্যক্রম বাস্তবায়ন কৌশল মানসম্পন্ন ও আধুনিক। নিজস্ব অর্থায়নে প্রবীণ ও প্রতিবন্ধিতা কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে জেনে আমি এনডিপিকে অভিনন্দন জানাচ্ছি এবং সংগঠনটির উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি কামনা করছি। আশা করছি এনডিপি প্রান্তিক জনগোষ্ঠির জীবনমান উন্নয়নে আরও নিবিড়ভাবে কাজ করে যাবে।

এনডিপি'র রজত জয়ন্তী উৎসব ২০১৭ সফল হোক। শুভ হোক সকল প্রয়াস।

(রাশেদা কে. চৌধুরী)

জেলা প্রশাসক
সিরাজগঞ্জ

শুভেচ্ছা বাণী

বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর থেকেই সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি সংস্থাসমূহ (এনজিও) জনগণের আর্থসামাজিক উন্নয়নে নানা ধরণের কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। জেলার গ্রামীণ জনগোষ্ঠির জীবনমান উন্নয়নেও এনজিও কাজ করে যাচ্ছে। যমুনা নদী বিধৌত সিরাজগঞ্জ একটি সম্ভাবনাময় জেলা। ইতোমধ্যেই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকার সিরাজগঞ্জের উন্নয়নে বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ করেছে।

সিরাজগঞ্জ জেলার অন্যতম বেসরকারি সংস্থা ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম-এনডিপি'র কার্যক্রম সৃজনশীল ও জনবান্ধব। এনডিপি নিজস্ব অর্থায়নে এবং দাতা সংস্থার সহযোগিতা নিয়ে বর্তমানে ছয়টি জেলায় কাজ করছে বলে আমি জেনেছি। আমি জেনে খুশী হয়েছি যে, জেন্ডার, নারীর ক্ষমতায়ন, প্রবীণ ও প্রতিবন্ধীদের জন্য এনডিপি নিজস্ব তহবিল থেকে কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। এনডিপি নিজস্ব অফিসে দক্ষ কর্মী বাহিনী দ্বারা কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে।

আমি আশা করি, আগামী দিনে টেকসই উন্নয়ন অভিষ্ট (এসডিজি) অর্জনে স্বাস্থ্য, শিক্ষা, খাদ্য নিরাপত্তা ও জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে বাস্তবভিত্তিক কর্মসূচি হাতে নিবে।

আমি এনডিপি'র ১ জানুয়ারি ২০১৭ খ্রি. এর রজত জয়ন্তী পালনের সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

(কামরুন নাহার সিদ্দীকা)

অ্যাডভোকেট শহীদুল ইসলাম খান (সাবেক এমপি)
সহকারি অ্যাটর্নী জেনারেল, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ও উপদেষ্টা, এনডিপি

শুভেচ্ছা বাণী

মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত স্বাধীন বাংলাদেশকে স্বনির্ভর করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলা, দারিদ্র দূরীকরণ ও আত্মনির্ভরশীল কর্মসূচি সৃজনকল্পে সিরাজগঞ্জ জেলার কিছু সংখ্যক আত্মপ্রত্যয়ী ব্যক্তিবর্গের উদ্যোগে ১৯৯২ সালের ১লা জানুয়ারী ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম (এনডিপি) একটি বেসরকারী সংস্থা হিসেবে আত্মপ্রকাশ ও কার্যক্রম শুরু করে।

সূচনালগ্নের নানা প্রতিকুলতা ও বন্ধুর পথ পেরিয়ে আজ এই সংস্থাটি শৈশব অতিক্রম করে যৌবনে উপনীত হয়েছে। শুরু থেকেই একজন অকুতোভয় যোদ্ধার মতো যুদ্ধ করেছি এনডিপিকে একটি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলার জন্য। আজ যখন দেখি এনডিপি তার অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনে অনেকটাই সফল, তখন আমার বেশ গর্ব হয় আর অতীতের অকল্পনীয় কষ্টগুলো ভুলে যাই।

পরবর্তীতে, আমার জীবনের কর্ম ব্যস্ততা ও সামাজিক আরো কর্মকান্ডে জড়িত হওয়ায় এনডিপিকে সময় না দিতে পারলেও সবসময় চেষ্টা করেছি ছায়া হয়ে পাশে থাকার। এরপরও যখনই সময় পেয়েছি এই সংস্থার বিভিন্ন কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেছি এবং গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম বাস্তবায়নে নানা উপদেশ ও মতামত প্রদান করেছি।

নিজেকে বেশ গর্বিত মনে হয়, যখন দেখি এই প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে হাজারো লোকের ও পরিবারের আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে। বর্তমান নির্বাহী পরিচালকের বলিষ্ঠ নেতৃত্ব ও সিদ্ধান্তের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানটি আজ এ পর্যায়ে উপনীত হয়েছে। আজ তিন লক্ষেরও বেশি পরিবার প্রতিষ্ঠানটি হতে উপকৃত হয়েছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। প্রতিষ্ঠানটির কর্ম চাঞ্চল্য ও মনোরম পরিবেশ আমাকে আন্দোলিত ও মুগ্ধ করে। এই ২৫ বছর চলার পথে অনেক সহযোদ্ধাকে হারিয়েছি, আমি তাদের গভীর শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করি।

সংস্থাটির নানা কার্যক্রমের রূপকার এক ঝাঁক মেধাবী, পরিশ্রমী ও সুশৃঙ্খল কর্মী বাহিনী নিরলসভাবে কাজ করে ও নানা ত্যাগের মাধ্যমে এই পর্যায়ে নিয়ে এসেছে। আমি তাদেরকে আন্তরিক অভিনন্দন ও ধন্যবাদ জানাই।

এনডিপি যাতে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে আরো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে এবং স্বনির্ভর হয় এটাই কামনা করি। আমি দোয়া করি এনডিপি আরও অনেক দূর এগিয়ে যাক আর এই ২৫ বছর পূর্তি উৎসব সফল হোক।

(মোঃ শহীদুল ইসলাম খান)

চেয়ারপারসন
এনডিপি নির্বাহী কমিটি

শুভেচ্ছা বাণী

আপনাদের সবাইকে এনডিপি'র রজত জয়ন্তীর শুভেচ্ছা জানাই। ২০১৭ ইংরেজী নতুন বছরের প্রথম দিনে এনডিপি ২৫ বছর পেরিয়ে ছাব্বিশ বছরে পদার্পণ করছে এজন্য আমি আনন্দিত। ১৯৯২ সালে ছোট্ট পরিসরে এনডিপি যাত্রা শুরু করেছিল। বর্তমানে এনডিপি জাতীয় পর্যায়ের একটি বেসরকারী সংস্থা হিসেবে ইতোমধ্যে সুনাম কুড়িয়েছে। খুব কাছে থেকে এনডিপি'র উন্নয়ন অগ্রযাত্রায় অংশগ্রহন করতে পারছি বলে নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করি। এনডিপি'র অগ্রগতির জন্য আমি নির্বাহী পরিচালক মোঃ আলাউদ্দিন খানকে অভিনন্দন জানাই। এক ঝাঁক দক্ষ ও নিষ্ঠাবান কর্মী বাহিনীর অক্লান্ত পরিশ্রমে এনডিপি আজ সিরজগঞ্জে শীর্ষস্থানীয় বেসরকারী সংগঠন। আজকের এই দিনে আমি এনডিপি'র সকল স্তরের কর্মী শুভাকাঙ্খী ও প্রকল্প অংশগ্রহণকারীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই। আমাদের সাধারন পরিষদের যারা পরলোক গমন করেছেন তাদের বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করছি। বিশেষ করে সদ্য প্রয়াত শ্রদ্ধেয় রেজাউল করিম খান চৌধুরীর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করছি।

এ সুদীর্ঘ পথচলায় বিভিন্নভাবে আমাদের বন্ধু দাতা সংগঠন, পরামর্শকবৃন্দ, প্রশাসন যেভাবে সার্বিক সহযোগিতা দিয়েছেন তার জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এনডিপি বর্তমানে ছয়টি জেলায় কাজ করছে। আগামীতে এর কর্মপরিধি আরও বৃদ্ধি করা হবে। এ জন্য সবার সহযোগিতা চাই। সংগঠন পরিচালনার অন্যতম প্রক্রিয়া হিসেবে প্রতি বছর এনডিপি পরিচালনা পরিষদের সাধারন সভা হয়। সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে এর পরিচালনা পর্ষদ গঠিত হয়। নিয়মিত আর্থিক হিসাব নিরীক্ষা করা হয়। সরকারের ভ্যাট-ট্যাক্স নীতিমালা অনুসরণ করে কার্যক্রম পরিচালিত হয়। আগামী দিনে এ ধারা অব্যাহত থাকবে।

ভবিষ্যতে এনডিপি এর পলিসি মোতাবেক সুষ্ঠুভাবে এগিয়ে চলবে সে আশাবাদ ব্যক্ত করছি। আসুন আমরা সবাই মিলে এনডিপি'কে আরও জনবান্ধব সংগঠন হিসেবে গড়ে তুলি।

Mahjabeen Masud

(মাহজাবিন মাসুদ)

পথ চলার পঁচিশ বছর

আজ ১ জানুয়ারি ২০১৭ রবিবার। ১৯৯২ সালের এই দিনেই যাত্রা শুরু করেছিল ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম-এনডিপি। দেখতে দেখতে ২৫টি বছর পেরিয়ে গেলো। পঁচিশ পুর্তির এই দিনে পরম করুনাময় আল্লাহ তাআলার কাছে অবনত চিত্তে শুকরিয়া আদায় করছি। এনডিপি'র শুভাকাঙ্খী, সহকর্মী, অংশীজন, উন্নয়ন সহযোগি সংস্থা সহ সকল পক্ষকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আমাদের যে সকল সহকর্মী, নির্বাহী পরিষদ সদস্য ও সংস্থা সংশ্লিষ্ট অংশীজন পরলোক গমন করেছেন তাদের বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করছি। ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমার নিজ গ্রাম বাগবাড়ির মানুষকে যারা সারাক্ষণ এনডিপি'কে অতন্দ্র প্রহরীর মত দেখভাল করছেন।

এনডিপি'র শুরু সিরাজগঞ্জ জেলার বন্যাদুর্গত মানুষকে সহায়তা করার মধ্য দিয়ে। আমরা শোষিত, বঞ্চিত, প্রান্তজনকে উন্নয়নের মূল ধারায় নিয়ে আসতে অব্যহতভাবে কাজ করে যাচ্ছি। এনডিপি আজ প্রায় ৮ শত কর্মীর সম্মিলনে এক বিশাল যৌথ পরিবার। সে পরিবারের আলোকবর্তিকা হিসেবে পথ দেখাচ্ছেন আমাদের সহযোগি বন্ধুরা। এনডিপি'র মূল শক্তি হল দক্ষ ও নিবেদিত প্রাণ কর্মী বাহিনী। আমরা প্রাতিষ্ঠানিকভাবে জবাবদিহিতা, নিরপেক্ষতা ও স্বচ্ছতাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিচ্ছি এবং আগামীতেও এধারা অব্যাহত থাকবে। ক্ষুধা ও দারিদ্রমুক্ত দেশ ও সমাজ বিনির্মানে এনডিপি'র যে স্বপ্ন সে তুলনায় অর্জন খুবই সামান্য, বাকি আছে এখনও অনেক কাজ। এই বাকি কাজগুলো করার জন্য চাই উন্নয়ন সহযোগি সংস্থাসহ সকলের সর্বাত্নক সহযোগিতা।

স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশের উন্নয়নে এনজিওসমূহ একটা গঠনমূলক ভুমিকা পালন করে আসছে। এই উন্নয়নের অগ্রযাত্রায় এনডিপি সরকারের বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকান্ডের সাথে একাত্ম হয়ে কাজ করছে। সরকারের টেকসই উন্নয়ন পরিকল্পনাই আমাদের পরিকল্পনার সারবস্তু। প্রশাসন ও জনপ্রতিনিধির কাছে আমরা জবাবদিহি করতে কখনো দ্বিধা করিনি। সংস্থার গঠনতন্ত্রের বিধান মোতাবেক প্রতিবছর নিয়মিত বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) করছি। প্রতি বছরই বাৎসরিক আয়-ব্যয়ের হিসাব বহিঃ নিরীক্ষক দ্বারা নিরীক্ষা করা হচ্ছে। ছয়মাস অন্তর অন্তর আমরা সংস্থার কার্যক্রম বিষয়ে সাধারন মানুষকে অবহিত করার লক্ষ্যে "এনডিপি বার্তা" নামে প্রকাশনা বের করছি এবং প্রতি বছর সংস্থার কার্যক্রমের অগ্রগতি প্রকাশের জন্য "বার্ষিক প্রতিবেদন" প্রকাশ করে আসছি। এটি স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, স্থানীয় প্রশাসন সহ বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগি সংস্থা ও অন্যান্য অংশীজনের মাঝে নিয়মিত বিতরণ করা হচ্ছে। এনডিপি'র প্রধান কার্যালয়, প্রকল্প কার্যালয় ও শাখা অফিসগুলো নিয়মিতভাবে মনিটরিং ও সুপারভিশন করা হচ্ছে। এসডিজি'র "টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা" অর্জনে দারিদ্র বিমোচনের পাশাপাশি জলবায়ু পরিবর্তন কার্যক্রমের উপর বিশেষ জোর দিয়ে বর্তমান কার্যক্রম বাস্তবায়ন চলছে। জেন্ডার, মানবাধিকার ও নারীর অধিকার আমাদের ক্রসকাটিং ইস্যু। এনডিপি মনে করে দেশের অর্ধেক নারী জনগোষ্ঠিকে বাদ দিয়ে উন্নয়ন সম্ভব নয়, তারই প্রতিফলন কর্মসূচি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে ৯০ ভাগ অংশগ্রহনকারী হলো নারী এবং সেই সঙ্গে কর্মী নিয়োগে ক্ষেত্রেও নারী, প্রতিবন্ধী, ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠিকে সমান গুরুত্ব দিচ্ছি। এছাড়াও প্রতিবছর কর্মীদের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির পাশাপাশি সংস্থার বিধি অনুসারে মাতৃত্বজনিত ছুটি, অর্জিত ছুটি সহ অন্যান্য সুযোগ দিতে আমরা কার্পন্য করছি না।

পরিশেষে, সকলের সার্বিক মঙ্গল ও শুভকামনা করছি। আল্লাহ আমাদের সহায় হোন।

(মোঃ আলাউদ্দিন খান)
প্রতিষ্ঠাতা ও নির্বাহী পরিচালক
এনডিপি

এনডিপি'র পটভূমি

বাংলাদেশ পৃথিবীর মধ্যে একটি অন্যতম প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রবণ দেশ। এই দুর্যোগ আমাদের এগিয়ে যাওয়ার পথে বড় অন্তরায়। প্রতি বছরই বাংলাদেশকে বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলা করতে হয়। এই দুর্যোগগুলোর মধ্যে বন্যা অন্যতম। ১৯৮৮ সালের স্মরণকালের ভয়াবহ বন্যা এবং পরবর্তী ১৯৯০ সালের বড় বন্যায় দেশের উত্তর জনপদ ব্যপক ক্ষতিগ্রস্থ হয়। এরই পরিপ্রেক্ষিতে দেশি বিদেশী বিভিন্ন সংস্থা বন্যাকালীন এবং বন্যা পরবর্তী বিভিন্ন ধরনের ত্রাণ বিতরণ করে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থদের সাময়িক সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করেন। ঐ সময় বর্তমান এনডিপি'র নির্বাহী পরিচালক দেশি বিদেশী ঐসব সংস্থাকে ত্রাণ বিতরণ কাজে বিভিন্নভাবে সহযোগিতা প্রদান করেন। এমনই পরিস্থিতিতে নির্বাহী পরিচালক মনে মনে ভাবেন এই ত্রাণ দ্বারা বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থ গরীব দুঃস্থদের সাময়িক সমাধান হলেও স্থায়ী কোন সমাধান নয়। এজন্য তিনি ১৯৯১ সালের গোড়ার দিকে কয়েকজন বন্ধুকে নিয়ে গরীব/দুঃস্থদের জন্য স্থায়ী কোন কিছু করা যায় কিনা চিন্তা করতে থাকেন। এরই সূত্র ধরে বন্ধুদের সাথে বিভিন্ন সময় আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেন স্থায়ী সংগঠন করার। যার ফলস্বরূপ ১লা জানুয়ারী ১৯৯২ ইং সালে সিরাজগঞ্জ সমাজসেবা অধিদপ্তর থেকে নিবন্ধিত করে ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম-এনডিপি'র পথ চলা শুরু হয়।

নিবন্ধন

ক্র:নং	নিবন্ধনকারী প্রতিষ্ঠানের নাম	নিবন্ধন নম্বর	তারিখ
০১	সমাজসেবা অধিদপ্তর, সিরাজগঞ্জ	সিরাজ-২২৫/৯২	২৮.০৩.১৯৯২
০২	এনজিও বিষয়ক ব্যুরো	৮৮০	০২.০১.১৯৯৫
০৩	পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর	২২৬	০১.০১.২০০৮
০৪	মাইক্রো-ফাইনান্স রেগুলেটরি অথরিটি	০১২২৯-০০৩৩২-০০২২২	২৯.০৪.২০০৮
০৫	প্যাডোর-ইউরোপীয়ান ইউনিয়ন অন লাইন রেজিস্ট্রেশন	বিডি-২০০৯-ইকিউই-৩০০৬৫০৭৯১৬	২০০৯ (নবায়ন ২৮.১০.১৩)
০৬	ডাটা ইউনিভার্সাল নাম্বারিং সিস্টেম (ডিইউএনএস)	৭৩১৫৭৫৬১৪	৩০.০৭.২০১৩
০৭	স্যাম (ইউএস ফেডার‍্যাল গভার্নেন্স সিস্টেম ফর এ্যাওয়ার্ড ম্যানেজমেন্ট)-অন লাইন রেজিস্ট্রেশন	৭৩১৫৭৫৬১৪/এসভিজি০৬	৩০.০৭.২০১৩

নির্বাহী পরিষদ

মাহজাবীন মাসুদ
চেয়ারপারসন

মোঃ আব্দুস সামাদ
সহ-সভাপতি

মোঃ আলাউদ্দিন খান
সাধারন সম্পাদক

তাসমেরী হোসেন মুক্তি
কোষাধ্যক্ষ

শাহনাজ মাহফুজা পারভীন
সদস্য

মোঃ শাহ আলম খান
সদস্য

মোছাঃ মরিয়ম খাতুন
সদস্য

সাধারন পরিষদের তালিকা

২৯ জন সদস্য নিয়ে গঠিত সাধারন পরিষদ এনডিপি'র সর্বোচ্চ নীতিনির্ধারণী পরিষদ। এই কমিটি সাধারনত: প্রতি বছর একবার বার্ষিক সাধারন সভা করে থাকেন। কিন্তু প্রয়োজন হলে জরুরী সভা করে থাকেন। এই কমিটি হতে একটি নির্বাহী পরিষদ গঠন করা হয় যার সদস্য সংখ্যা মোট সাতজন এবং এর মেয়াদ ৩ বছর। এই নির্বাহী পরিষদ-ই সাধারন পরিষদের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করে। নির্বাহী পরিষদ প্রধান নির্বাহী'কে নিয়োগ দিয়ে থাকেন। নিম্নে সাধারন পরিষদ ও নির্বাহী পরিষদের তালিকা

ক্র: নং	নাম	পিতা/স্বামী	পেশা
১	মো: শহীদুল ইসলাম খান	মরহুম মকছেদ আলী খান	আইনজীবি, সহকারী অ্যাটর্নী জেনারেল, সুপ্রীম কোর্ট, ঢাকা
২	মো: আব্দুস সামাদ	মরহুম বানু আকন্দ	সহকারি অধ্যাপক (অবঃ), চান্দাইকোনা কলেজ
৩	মো: আলাউদ্দিন খান	মরহুম মকছেদ আলী খান	নির্বাহী পরিচালক, এনডিপি
৪	ডা: জহুরুল হক রাজা	মরহুম আব্দুল করিম মিয়া	চিকিৎসক, চেয়ারম্যান, প্রাইম হাসপাতাল
৫	মো: আনোয়ার হোসেন খান	মরহুম আব্দুস সামাদ খান	প্রধান শিক্ষক, রিজিয়া মকছেদ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়
৬	মো: আব্দুল হামিদ খান	মরহুম আব্দুল আজিজ খান	সাংবাদিকতা
৭	মো: লিয়াকত আলী খান	মরহুম আকবর আলী খান	চাকুরী, সোনালী ব্যাংক
৮	মো: শরিফ আহমেদ	মরহুম বেলায়েত হোসেন	চাকুরী
৯	মো: শাহরিয়ার ফারুক	মরহুম আকতার হোসেন	চাকুরী
১০	মিসেস নাসিমা খান	মো: আলাউদ্দিন খান	হাউস ম্যানেজার
১১	মিসেস বুলবুল নাহার	মো: শহীদুল ইসলাম খান	অধ্যক্ষ, শহীদুল বুলবুল কারিগরি কলেজ
১২	শ্রীমতি শিবানী রানী ঘোষ	শ্রী সুরেশ চন্দ্র ঘোষ	সহকারি শিক্ষিকা, সোহাগপুর পাইলট উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়
১৩	মোছা: আমিনা খাতুন	পিতা-মরহুম গিয়াস উদ্দিন	চাকুরী (সমাজসেবা বিভাগ)
১৪	মো: আছির উদ্দিন	মো: নঈম উদ্দিন মোল্লা	চাকুরী (মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ বিভাগ)
১৫	আবু মোহাম্মদ শেখ	মো: আব্দুল জোব্বার শেখ	ব্যবসায়ী
১৬	মো: আব্দুস সালাম ভূইয়া	মরহুম সাখাওয়াত হোসেন	ব্যবসায়ী
১৭	তাসমেরী হোসেন মুক্তি	মো: আজমল হোসেন	প্রভাষক, কোনাবাড়ী শহীদুল বুলবুল ডিগ্রী কলেজ
১৮	আলেয়া আকতার বানু	ডা: জহুরুল হক রাজা	প্রধান শিক্ষিকা, ডা: নওশের আলী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়
১৯	মোছা: রুখসানা পারভীন	মো: হায়দার আলী খান	হাউস ম্যানেজার
২০	মো: রেজাউল করিম রোকনী	মরহুম মোহাম্মদ হোসেন	ব্যবসায়ী রোকনী
২১	মোছা: আশা সুলতানা	মো: গোলাম কিবরিয়া	সহকারি শিক্ষিকা, ফুলকোচা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়
২২	মোছা: মরিয়ম খাতুন	মো: আশরাফুল ইসলাম	হাউস ম্যানেজার
২৩	মোছা: হাসিয়া খাতুন	মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ	লাইব্রেরিয়ান, শহীদুল বুলবুল কারিগরি কলেজ
২৪	মাহ্ জাবিন মাসুদ	এ কে মাসুদ আহমেদ	ইউএন কর্মকর্তা (অবসরপ্রাপ্ত)

ক্র: নং	নাম	পিতা/স্বামী	পেশা
২৫	মোঃ নাছিম সরকার	মৃত আবুল হোসেন সরকার	আইনজীবি, সিরাজগঞ্জ জেলা জজ কোর্ট
২৬	মো: শাহ আলম খান	মরহুম আব্দুর রাজ্জাক খান	আইনজীবি, সিরাজগঞ্জ জেলা জজ কোর্ট
২৭	শাহনাজ মাহফুজা পারভীন	মো: নাসির উদ্দিন	অধ্যক্ষ, সবুজ কানন স্কুল এন্ড কলেজ
২৮	ব্যরিষ্টার আসিফ ইমতিয়াজ খান	মো: শহিদুল ইসলাম খান	আইনজীবি
২৯	নাসরিন সুলতানা	মো: নুরুল ইসলাম	প্রভাষক, কোনাবাড়ী শহীদুল বুলবুল ডিগ্রী কলেজ

উপদেষ্টা পরিষদ

ক্র: নং	নাম	পদবী	পেশা
১	দিলরুবা হায়দার	প্রধান উপদেষ্টা	সাবেক সহকারি কান্ট্রি রিপ্রেজেন্টেটিভ, ইউএনডিপি, ঢাকা অফিস
২	জয়ন্ত অধিকারি	উপদেষ্টা	নির্বাহী পরিচালক, সিসিডিবি
৩	মোঃ শাহ আলম	উপদেষ্টা	যুগ্ম সচিব (অবসর)
৪	মোঃ শহিদুল ইসলাম খান	উপদেষ্টা	সাবেক সংসদ সদস্য, সুপ্রীম কোর্ট আইনজীবি
৫	ড. আরিফুল রহমান সিদ্দিকি	উপদেষ্টা	কর্মসূচি কর্মকর্তা(কৃষি), রয়াল ড্যানিশ এ্যাম্বাসী, ঢাকা

এনডিপি'র ভিশন, মিশন ও উদ্যেশ্যাবলী

ভিশন: পরিবেশগতভাবে ভারসাম্যপূর্ণ, শোষণ ও বৈষম্যহীন একটি দারিদ্রমুক্ত সমাজ যেখানে জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকল শিশু, নারী ও পুরুষের সমমর্যাদায় সম্মানের সাথে বসবাস করবে, তাদের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠা ও উপভোগ করবে এবং মূল স্রোতধারার সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রক্রিয়ায় সরাসরি যুক্ত থাকবে।

মিশন: সামাজিক সমাবেশ, সচেতনতা বৃদ্ধি, জনসংগঠন সৃষ্টি ও উন্নয়ন, এডভোকেসী ও লবিং এবং পরিবেশ বান্ধব বিভিন্ন কর্মকান্ডের মাধ্যমে পিছিয়ে পড়া শিশু, নারী, পুরুষ, আদিবাসী, ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী এবং প্রতিবন্ধিদের অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আর্থ-সামাজিক ক্ষমতায়ন। মানব সম্পদ উন্নয়ন ও প্রশিক্ষনের মাধ্যমে নেতৃত্বের উন্নয়ন, দক্ষ উদ্যেক্তা সৃষ্টি এবং মানব সম্পদের পরিপূর্ণ বিকাশ ও নিপীড়িত সুবিধাবঞ্চিত পরিবারের নারীকে কেন্দ্র করে পারিবারিক আয় ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির দ্বারা দারিদ্র দূরীকরণ।

উদ্দেশ্য: দরিদ্র, নিরক্ষর, ভূমিহীন, শিশু, নারী ও পুরুষদের সংগঠিতকরণ যাতে তারা নিজেরাই নিজেদের আর্থ-সামাজিক, মানব মর্যাদা প্রতিষ্ঠা এবং সাংস্কৃতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন, ব্যবস্থাপনা এবং নিয়ন্ত্রন করার ক্ষমতা অর্জন করতে পারে।

কর্ম এলাকা ও উপকারভোগী

এনডিপি প্রতিষ্ঠার পর সিরাজগঞ্জ জেলায় কার্যক্রম শুরু করলেও সমাজ উন্নয়নের বিষয় মাথায় রেখে এর কর্ম এলাকা বেড়েছে। মোট ৭টি জেলায় এনডিপি'র কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়েছে। বর্তমানে ৬টি জেলায় কার্যক্রম চললেও পর্যায়ক্রমে কর্মপরিধি আরো বাড়বে বলে এনডিপি আশা করে। নিচে এনডিপি'র কর্ম এলাকার সংক্ষিপ্ত চিত্র তুলে ধরা হলো।

ক্রমিক নং	বিভাগ	জেলা	উপজেলা	ইউনিয়ন	গ্রাম	উপকারভোগীর সংখ্যা (প্রায়)
১	রাজশাহী	সিরাজগঞ্জ	৯টি=সদর, কাজীপুর, রায়গঞ্জ, তাড়াশ, শাহজাদপুর, উল্লাপাড়া, কামারখন্দ, বেলকুচি, চৌহালী	৮২	১,৩৮৮	২,১০,০০০
২		বগুড়া	০৫টি =সদর, গাবতলী, শাহজাহানপুর, ধুনট, শেরপুর	১৯	১৪১	১৫,০০০
৩		পাবনা	০৬টি = বেড়া, ভাঙ্গুরা, চাটমোহর, সার্থিয়া, ফরিদপুর, ঈশ্বরদী	১৬	১৬৪	২৫,০০০
৪		নাটোর	০৬টি = সদর, বড়াইগ্রাম, গুরুদাসপুর, লালপুর, বাগাতিপাড়া, নলডাঙ্গা	৩১	৩১৮	৪০,০০০
৫	ঢাকা	টাঙ্গাইল	০১টি = ভূয়াপুর	৩	১৬	১,৫০০
৬		জামালপুর	০৪টি = সরিষাবাড়ী, ইসলামপুর, দেওয়ানগঞ্জ, বকশীগঞ্জ	১৪	১১৮	৯,৫০০
৭	রংপুর	কুড়িগ্রাম	০২টি = রেমারী, রাজিবপুর	৮	১১৫	২,২০০
মোট	৩	৭টি	৩৩টি	১৭৩	২,২৬০	৩,০৩,২০০

এক নজরে এনডিপি'র ২৫ বছরের প্রবৃদ্ধির চিত্র

এনডিপি'র বিগত ২৫ বছরের কার্যক্রম সংক্রান্ত অগ্রগতির চিত্র:

ক্র: নং	বিবরন	সাল				
		১৯৯২-১৯৯৬	১৯৯৭-২০০১	২০০২- ২০০৬	২০০৭-২০১১	২০১২- ২০১৬
১	অফিস সংখ্যা	১২	২২	৪২	৬২	৮৪
২	উপকারভোগীর সংখ্যা (পরিবার)	৭৫,০০০	১০০,০০০	১৫০,০০০	২০০,০০০	৩০০,০০০
৩	প্রকল্প/ কর্মসূচির সংখ্যা	৭	১১	১৪	২১	২৫
৪	কর্মএলাকা (উপজেলা সংখ্যা)	৭	১৫	২০	২৫	৩৫
৫	জেলার সংখ্যা	১	৩	৪	৬	৬

এনডিপি'র বিগত ২৫ বছরের ষ্টাফ সংক্রান্ত অগ্রগতির চিত্র:

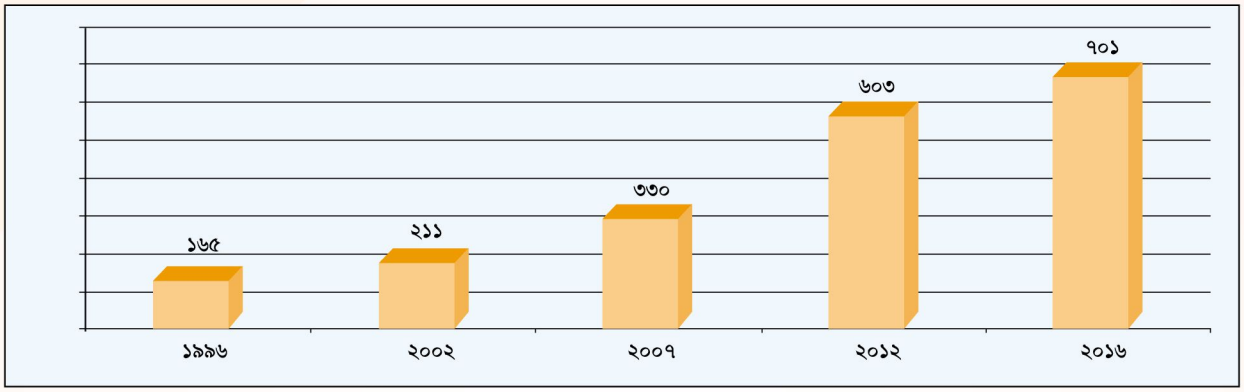

এনডিপি'র বিগত ২৫ বছরের আর্থিক অগ্রগতির চিত্র:

ক্র: নং	বিবরন	সাল				
		১৯৯৫	২০০০	২০০৫	২০১০	২০১৬
১	মোট সম্পদ ও স্থিতি (টাকা)	১,২৯১,৫৭০	১৮,৮০৪,৩৭৯	৪৮,২৪৮,৫১৪	৪৩৯,১৯১,৬৫০	১,৫০৬,০৩৭,২২৩
২	মূলধন তহবিল (টাকা)	৮৫২,৩৯১	৫,১৩৭,৩১৮	২৪,১৯৬,৭৩৪	৯৪,৬৮৫,২০২	৫২৬,৩১০,৩৭১
৩	মোট আয় (টাকা)	১,১৬৭,৬২৭	১২,৮৩২,৮৭০	১০৮,৭১১,৯৩২	২০১,৯৫৫,১৯৯	৪১১,৯৫১,১০৭
৪	মোট ব্যয় (টাকা)	৩৬১,২৩৬	১০,৫৬২,২২৮	১০১,৭৭২,৬০৫	১৮৩,৬৫৯,৮৬৯	৩০৩,১৬৩,২১৬
৫	নীট লাভ (টাকা)	৮০৬,৩৯১	২,২৭০,৬৪২	৬,৯৩৯,৩২৭	১৮,২৯৫,৩৩০	১০৮,৭৮৭,৮৯১
৬	বাজেট (টাকা)	৫,০১৮,৫৩৮	৪০,৪২৫,২০০	১৬৫,০৫৮,৩২৩	১,১৮২,৭৮৪,২৫৩	৩,২৭৭,৬৭৭,৪৩৯

এনডিপি'র বিগত ২৫ বছরের মাইক্রো-ফাইন্যান্স কর্মসূচি সংক্রান্ত অগ্রগতির চিত্র:

ক্র: নং	বিবরন	সাল				
		১৯৯৫	২০০০	২০০৫	২০১০	২০১৬
১	শাখা	৬	৭	১২	২৮	৪৮
২	সমিতি	২৭৫	৫১০	৯১৯	২,৪২৩	৪,৭৬৯
৩	সদস্য	৬,৫২০	১০,২২০	২,১৩৭	৫৬,৮৭৪	৮১,৯৮০
৪	ঋণী সদস্য	৩,৯৮৭	৮,২১৩	১৫,১৯৪	৪৮,৩১৬	৬৭,০৩৮
৫	ঋণ স্থিতি	৩,০৪৯,২৮৯	২৯,২২৩,৫৩১	৫৫,৪৫৭,০৬৪	৪১০,২৪৯,৬১৩	১,২৬২,৪৮৫,৪২৭
৬	সঞ্চয় স্থিতি	১,৭২০,০০৫	১৩,৩৬২,৭১৯	২৭,৭২৫,৮৩৬	১০৮,১৬৯,৮৪৬	৩৩৩,৩২৫,৫০০
৭	কর্মী	২৩	৪৭	১০০	২৫১	৩৭৮

স্ব-উদ্যোগে এনডিপি'র পথ চলা

সূচনালগ্ন থেকে এনডিপি কার্যক্রম পরিচালনার জন্য দাতা সংস্থার আর্থিক সহায়তার উপর নির্ভরশীল। সাধারনত: দাতা সংস্থাসমূহ তাদের স্ব-স্ব সংস্থার মিশন ও ভিশনকে সামনে রেখে প্রকল্প তৈরী করে। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় এ সকল প্রকল্প এনডিপি'র লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং এলাকার চাহিদার তুলনায় অপ্রতুল। উল্লেখিত প্রয়োজন বিচেনায় রেখে এনডিপি স্ব-উদ্যোগে এবং নিজ অর্থায়নে কিছু কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা শুরু করে। ২০০৯ সালে এনডিপি ছোট পরিসরে স্বাস্থ্য সেবা কার্যক্রম শুরু করে এবং ধীরে ধীরে কার্যক্রমের কলেবর বৃদ্ধি করতে থাকে। ২০১০ সালে শিক্ষা সহায়তা কর্মসূচি, ২০১১ সাল থেকে প্রতিবন্ধিতা ও উন্নয়ন কর্মসূচি, ২০১৩ সালে আইন সহায়তা কর্মসূচি এবং ২০১৬ সালে প্রবীণ কল্যাণ কর্মসূচি শুরু করে। এ সকল কর্মসূচি মূলত: এনডিপি'র মাইক্রো-ফাইন্যান্স কর্মসূচির উদ্বৃত্ব তহবিল থেকে পরিচালনা করা হয়।

স্ব-উদ্যোগে এনডিপি'র পথ চলার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেয়া হলো:

স্বাস্থ্য সেবা কর্মসূচি

২০০৯

২০০৯ সালে এনডিপি সম্পূর্ন নিজস্ব অর্থায়নে এই কর্মসূচিটি বাস্তবায়ন শুরু করে। এনডিপি মূলত: সিএলপি-১ প্রকল্পের স্বাস্থ্য সেবা কার্যক্রমের শিক্ষণ থেকে স্বাস্থ্য সেবা কর্মসূচির ধারণা গ্রহন করে এবং স্বল্প খরচে মা ও শিশু স্বাস্থ্য ও পুষ্টি নিশ্চিত করার জন্য কর্মসূচিটি বাস্তবায়ন করা শুরু করে। প্রথম দিকে ১ জন প্যারামেডিক ১টি শাখা অফিস থেকে সেবা প্রদান শুরু করে। বর্তমানে ১৪ জন স্বাস্থ্য সহকারী এই কর্মসূচিতে কর্মরত রয়েছে। কর্মসূচির প্রধান প্রধান কার্যক্রমগুলোর মধ্যে প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা, পুষ্টি শিক্ষা, সেনিটেশন, পরিবাব পরিকল্পনা, প্রসূতি ও কিশোরীদের স্বাস্থ্য, ডায়াবেটিক টেষ্ট, প্রেগন্যান্সি টেষ্ট, প্রি এন্ড এন্টি ন্যাটাল কেয়ার সার্ভিস ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এ কর্মসূচি বাস্তবায়নের ফলে সমাজের অবহেলিত জনগোষ্ঠী বিশেষত: নারীদের স্বাস্থ্যসেবা গ্রহনের হার বৃদ্ধি পেয়েছে। পর্যায়ক্রমে এনডিপি'র সকল শাখা অফিসগুলোতে স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করার পরিকল্পনা রয়েছে।

শিক্ষা সহায়তা কর্মসূচি

২০১০

শিক্ষার মান উন্নয়ন ও ঝরেপড়া রোধ করার জন্য এনডিপি নিজ অর্থায়নে ২০১০ সাল থেকে শিক্ষা সহায়তা কর্মসূচি বাস্তবায়ন শুরু করে। সৌহার্দ্য-১ কর্মসূচির প্রাক প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রমের শিক্ষণ থেকে এনডিপি নিজ উদ্দ্যেগে ১০ টি শিক্ষা কেন্দ্র নিয়ে এ প্রকল্পের যাত্রা শুরু হয়। পরবর্তীতে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির শিশুদের সহায়তার জন্য শিক্ষা চর্চা কেন্দ্র নামে ১০টি কেন্দ্র যোগ করে। বর্তমানে এ কর্মসূচির আওতায় ৫টি প্রাক প্রাথমিক শিক্ষা কেন্দ্রে এবং ৩৫ টি শিক্ষা চর্চাকেন্দ্র পরিচালিত হচ্ছে। মোট ১,৬০০ জন ছাত্র-ছাত্রী এ সকল শিক্ষাকেন্দ্র হতে নিয়মিত শিক্ষা গ্রহন করছে। মোট ৪০ জন শিক্ষিকা এ কর্মসূচিতে কর্মরত রয়েছে। এছাড়ও এনডিপি ২০১৩ সাল থেকে দরিদ্র মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের বৃত্তি প্রদান করছে। এ পর্যন্ত পিএসসি ৪৪ জন, জেএসসি ৩৭ জন ও এসএসসি ৫ জন সহ মোট ৮৬ জন মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীকে বৃত্তি প্রদান করা হয়েছে। মাসিক বৃত্তির হার পিএসসি ৩০০ টাকা, জেএসসি ৫০০ টাকা এবং এসএসসি ১,০০০ টাকা। এনডিপি'র শিক্ষা কর্মসূচির ফলে ঝরে পড়া হার কমেছে এবং ছাত্র-ছাত্রীগণ স্কুল গুলোতে তুলনামূলক ভাল রেজাল্ট করছে।

প্রতিবন্ধীতা ও উন্নয়ন কর্মসূচি

২০১১

এনডিপি দীর্ঘদিন থেকে বিভিন্ন দাতাগোষ্ঠীর সহায়তায় প্রতিবন্ধিদের জন্য উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে আসছিল। কিন্তু ২০১১ সাল থেকে এনডিপি নিজ অর্থায়নে প্রতিবন্ধীতা ও উন্নয়ন কর্মসূচি'র মাধ্যমে সিরাজগঞ্জ জেলার ৫টি উপজেলাতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য কাজ করছে। এই কর্মসূচির আওতায় প্রতিবন্ধী দল গঠন, পরিবার পর্যায়ে কাউন্সিলিং, পিআরটি সেবা, এ্যাসিসটিভ ডিভাইস প্রদান, সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ, আয় ও দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ, সুদ মুক্ত ঋণ, প্রভৃতি সেবা প্রদান করা হয়। এ ছাড়াও প্রতিবন্ধীর অধিকার, প্রতিবন্ধী কার্ড, প্রবেশগম্যতা ও সরকারি সহযোগিতা পেতে এডভোকেসি করা হয়।

জেন্ডার এন্ড রাইটস কর্মসূচি

২০১১

২০১৩ সাল থেকে আইন সহায়তা কর্মসূচি নামে নারী অধিকার রক্ষা ও নারী নির্যাতন প্রতিরোধে এনডিপি নিজ অর্থায়নে এ কর্মসূচিটি বাস্তবায়ন শুরু করে। পরবর্তীতে ২০১৬ সালে জেন্ডার এন্ড রাইটস নামে কর্মসূচি নতুন নামকরণ করা হয় এবং কর্মসূচির কলেবর বৃদ্ধি করা হয়। বর্তমানে কর্মসূচিটি কামারখন্দ উপজেলার ৪টি ইউনিয়নে নিবিড়ভাবে কাজ করছে। নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তোলাই এ প্রকল্পের অন্যতম উদ্দেশ্য। মোট ৬ জন ষ্টাফ এ প্রকল্পে কাজ করছে। এ ছাড়াও অত্র প্রকল্পের আওতায় সিরাজগঞ্জ জেলার মধ্যে নির্যাতীত নারীকে আইনী সহায়ত প্রদান করা হয়।

প্রবীণ কল্যাণ কর্মসূচি

২০১৫

২০১৫ সালে সিরাজগঞ্জ জেলায় এনডিপি নিজস্ব অর্থায়নে প্রবীণ কল্যাণ কর্মসূচি শুরু করে। কর্মসূচিটি বাস্তবায়নের জন্য সিরাজগঞ্জ সদর থানা মোড়ে একটি অফিস আছে। প্রতিদিন বিকাল ৪টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত প্রবীণ সদস্যরা সমবেত হন এবং বিভিন্ন ধর্মীয় গ্রন্থের পাশাপাশি পত্রিকা ও টিভি দেখার সুযোগ পান। এছাড়া এই সময়ের মধ্যে তাদের জন্য চা পানের ব্যবস্থাও আছে। অন্যদিকে প্রতি সোমবার একজন এমবিবিএস ডাক্তার ও একজন স্বাস্থ্য সহকারি দ্বারা চিকিৎসা প্রদান করা হয়। প্রবীণ কল্যাণ কর্মসূচি এনডিপি'র কর্মক্ষেত্রে এক নতুন মাত্রা যোগ করেছে।

বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন বিভাগের সাথে পথ চলা

১৯৯৪ ২০১৭

১৯৯২ সলের ১ জানুয়ারী বাংলাদেশ সরকারের সমাজ সেবা অধিদপ্তর হতে নিবন্ধন গ্রহনের মধ্যে দিয়ে এনডিপি'র যাত্রা শুরু হয়। দারিদ্র বিমোচনে বাংলাদেশ সরকারকে সহযোগিতা করার লক্ষ্যে এনডিপি বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করে আসছে। এনডিপি এ যাবত যে সকল প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে সেগুলো বাস্তবায়নের জন্য কোন কোন ক্ষেত্রে উন্নয়ন সহযোগি সংস্থার সাথে, আবার কোন কোন ক্ষেত্রে সরকারের সংশ্লিষ্ট দপ্তরের সাথে চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। তবে সকল প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রেই এনডিপি সংশ্লিষ্ট সরকারি দপ্তর সমূহের সহযোগিতা ও দিকনির্দেশনা নিয়ে কাজ করছে। ১৯৯৪ সালে এনডিপি বয়স্ক শিক্ষা কার্যক্রমের মধ্যে দিয়ে সরকারি দপ্তরের সাথে সরাসরি কাজের সংযোগ তৈরী হয় যা অদ্যবধি চলমান রয়েছে।

বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন বিভাগের সাথে পথ চলা সংক্ষিপ্তভাবে তুলে ধরা হলোঃ

Non-Formal Education Project

১৯৯৪ - ২০০৩

নিরক্ষরতা দুরীকরণের জন্য বাংলাদেশ সরকারের Post Literacy and Continuing Education for Human Development Project-PLCEHDP প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য এনডিপি Bureau of Non Formal Education (BNFE) সাথে চুক্তি স্বাক্ষর করে। সিরাজগঞ্জ জেলার সিরাজগঞ্জ সদর, তাড়াশ, কামারখন্দ ও শাহজাদপুর, বগুড়া জেলার শেরপুর ও ধুনট, পাবনা জেলার চাটমোহর এবং নাটোর জেলার বড়াইগ্রাম উপজেলায় এ কার্যক্রমটি বাস্তবায়িত হয়। এ প্রকল্পের আওতায় ধারাবাহিকভাবে ১৯৯৪ সাল থেকে ২০০৩ সাল পর্যন্ত ৭টি পর্বে মোট ৬১৫টি শিক্ষা কেন্দ্র স্থাপনের মাধ্যমে ৩৬,০০০ জন বয়স্ক নারী-পুরুষকে নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে মুক্ত করার পাশাপাশি বিভিন্ন আয়বর্ধনমূলক কাজের প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে অর্থনৈতিকভাবে স্বচ্ছল করে তোলা হয়।

IFADEP SP - ২ (মৎস্য প্রকল্প)

১৯৯৬-২০০৫

IFADEP SP - ২ প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য এনডিপি Department of Fisheries (DoF) এর সাথে চুক্তি স্বাক্ষর করে। অত্র প্রকল্পের আওতায় ১৯৯৬ সালে থেকে ২০০৫ সাল পর্যন্ত সিরাজগঞ্জ জেলার সিরাজগঞ্জ সদর, রায়গঞ্জ, কামারখন্দ ও উল্লাপাড়া উপজেলায় মোট ৮৩টি পুকুর খনন করে ৭৫৬ জন মৎস্য চাষীকে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী করা হয়। এ প্রকল্পের খননকৃত পুকুরগুলোতে প্রতি বছর প্রায় ৬৫০ মে. টন মাছ উৎপাদিত হচ্ছে, যা চাষীদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের পাশাপাশি প্রোটিন চাহিদা পূরন করছে।

Secondary Town Infrastructure Development Project

১৯৯৯ - ২০০০

বাংলাদেশ সরকারের স্থানীয় সরকার ও প্রকৌশল অধিদপ্তর-এর আর্থিক ও কারিগরি সহায়তায় পরিচালিত প্রকল্পটি ১৯৯৯ সালে এনডিপি'র সাথে চুক্তি স্বাক্ষরের মাধ্যমে সিরাজগঞ্জ জেলার পৌরসভার বস্তিবাসিদের স্যানিটেশন সুবিধা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কার্যক্রম শুরু করেছিলো। ১৯৯৯ সাল থেকে ২০০০ পর্যন্ত চলমান কার্যক্রমের আওতায় মোট ৪৩৭টি স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন স্থাপন করা হয়। অত্র প্রকল্পের ফলে ৩,০০০টি পরিবারের স্যানিটেশন সুবিধা নিশ্চিত হয়। তাদের মধ্যে হাইজিন বিষয়ক সচেতনতা বৃদ্ধি পায় এবং ব্যবহারিক পর্যায়ে ইতিবাচক পরিবর্তন আসে, ফলশ্রুতিতে পানিবাহিত রোগ হ্রাস পায় এবং তাদের স্বাস্থের উন্নতি হয়।

Embankment Management Group (EMG) Project

২০০০-২০০৩

বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচির আর্থিক সহায়তায় পরিচালিত Embankment Management Group Project বাস্তবায়নের জন্য এনডিপি ২০০০ সালে Water Development Board এর সাথে চুক্তি স্বাক্ষর করে। প্রকল্পটি সিরাজগঞ্জ জেলার সিরাজগঞ্জ সদর, বেলকুচি, শাহজাদপুর ও কাজিপুর উপজেলায় বাস্তবায়িত হয়। ২০০০ সাল থেকে ২০০৩ সাল পর্যন্ত বাস্তবায়িত প্রকল্পটির ফলে ২০০ কিলোমিটার বাধ রাক্ষনাবেক্ষণ করা হয়। ৩৫০ জন নারীর ৩ বছর মেয়াদী কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়, ফলশ্রুতিতে তাদের অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধিত হয়। ৮৫ শতাংশ উপকারভোগী নারী দারিদ্রতার শিকল ভেঙ্গে স্বাবলম্বি হয়।

Routine Maintenance Project (RMP)

২০০২- ২০০২

বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচির অর্থায়নে পরিচালিত Routine Maintenance Project (RMP) প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য এনডিপি ২০০২ সালে বাংলাদেশ সরকারের স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের (এলজিইডি)-এর সাথে চুক্তি স্বাক্ষর করে। অত্র প্রকল্পটি সিরাজগঞ্জ জেলার সিরাজগঞ্জ সদর, বেলকুচি, রায়গঞ্জ ও উল্লাপাড়া উপজেলাতে বাস্তবায়িত হয়। এ প্রকল্পের ফলে অবকাঠমো তৈরী ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধিত হয়। মোট ১৪৭ জন হত-দরিদ্র নারী অত্র প্রকল্পের সাথে সংযুক্তি হবার ফলে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বি হয় এবং তাদের জীবন দারিদ্রতার অভিশাপ মুক্ত হয়।

Environmental Sanitation Hygiene and Water Supply in Rural Areas (ESHWSRA) Project

২০০২ - ২০০৬

UNICEF এর অর্থায়নে পরিচালিত প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য এনডিপি ২০০২ সালে Department of Public Health Engineering (DPHE)-এর সাথে চুক্তি স্বাক্ষর করে। বেলকুচি উপজেলার ৬টি ইউনিয়নে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হয়। ২০০২ থেকে শুরু করে ২০০৫ সাল পর্যন্ত বাস্তবায়িত প্রকল্পটি বেলকুচি উপজেলার সেনিটেশনের চিত্র সম্পূর্ণ পাল্টিয়ে দেয়। ৭টি ইউনিয়নের মধ্যে ৫টি ইউনিয়নকে খোলা পায়খানামুক্ত ঘোষণা করে এবং সেনিটেশন কাভারেজ ৮০ ভাগে উন্নীত করে এবং সুপেয় পানি প্রাপ্তি ১০০ ভাগ নিশ্চিত করে। ফলশ্রুতিতে পানি বাহিত রোগে শিশু মৃত্যুর হার হ্রাস পায়। সেনিটেশন ব্যবহারের ক্ষেত্রে ইতিবাচক পরিবর্তন আসে। ৭০ ভাগ মানুষ ল্যাট্রিন থেকে ফেরার পর সাবান বা ছাই ছাই দিয়ে হাত ধৌত করে।

Sanitation Hygiene Education and Water Supply in Bangladesh (SHEWA-B) Project

২০০৭ - ২০১১

ESHWSRA প্রকল্পটি সফলভাবে বাস্তবায়ন করার পরে ২০০৭ সালে দ্বিতীয়বারের মতো এনডিপি Department of Public Health Engineering (DPHE)-এর সাথে Sanitation Hygiene Education and Water Supply in Bangladesh (SHEWA-B) প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য চুক্তি সম্পাদন করে। জিওবি-ইউনিসেফ নামে পরিচিত প্রকল্পটি ২০০৭ সাল থেকে ২০১১ সাল পর্যন্ত সিরাজগঞ্জ জেলার কামারখন্দ উপজেলার ৪টি ইউনিয়নে বাস্তবায়িত হয়। এ প্রকল্পের ফলে কামারখন্দ উপজেলা সম্পূর্ণ খোলা পায়খানা মুক্ত হয়। ১০০ ভাগ মানুষের পানি ও সেনিটেশন সুবিধা নিশ্চিত হয়। সেনিটেশন ব্যবহারের ক্ষেত্রে আমুল পরিবর্তন আসে। শিশু, নারী ও কিশোর-কিশোরী সহ ৯৭ ভাগ মানুষ ল্যাট্রিন থেকে ফেরার পর সাবান বা ছাই ব্যবহার করে হাত ধৌত করে। পানি বাহিত রোগ জনিত শিশু মৃত্যুর হার ও মাতৃ মৃত্যুর হার বহুলাংশে হ্রাস পায়।

পাইকোশা পাইপ ওয়াটার সাপ্লাই প্রজেক্ট

২০০৯ - ২০১৭

সিরাজগঞ্জ জেলার কামারখন্দ উপজেলার পাইকোশা গ্রামে প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য ২০০৯ সালে Department of Public Health Engineering - DPHE-এর সাথে এনডিপি'র সাথে চুক্তি স্বাক্ষর হয়। আয়রন ও আর্সেনিক মুক্ত সুপেয় পানি প্রত্যেক বাড়িতে বাড়িতে সরবরাহের জন্য পাইকোশা গ্রামে একটি প্লান্ট স্থাপন করা হয় এবং প্রত্যেক গ্রাহকদের বাড়িতে পানির লাইন সংযোগ দেয়া হয়। অত্র প্রকল্পের ফলে কোন কষ্ট ছাড়াই ৮৫০টি উপকারভোগী পরিবার প্রতিনিয়ত সুপেয় পানি পাচ্ছে। প্রকল্পটি নিরাপদ পানি নিশ্চিতের পাশাপাশি পানি বাহিত রোগের ঝুকি সম্পূর্ণ হ্রাস করেছে

Maternity Allowance Project -মাতৃত্বকাল ভাতা কর্মসূচি

২০১০ -২০১৪

Maternity Allowance বাংলাদেশ সরকারের মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত একটি জাতীয় কর্মসূচি। মা ও শিশু মৃত্যুর হার কমিয়ে আনা এ প্রকল্পের অন্যতম লক্ষ্য। মোট ৪ পর্যায়ে এনডিপি এ প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়। এনডিপি ২০১০ সালে সিরাজগঞ্জ জেলার কামারখন্দ, বেলকুচি ও চৌহালি উপজেলা; ২০১১ সালে বেলকুচি উপজেলা; ২০১২ সালে বেলকুচি উপজেলা এবং ২০১৪ সালে বেলকুচি ও রায়গঞ্জ উপজেলাতে মাতৃত্বকালভাতা কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে। ২০১০ সাল থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত চলমান এ প্রকল্পের আওতায় ১,৩২৪ জন গর্ভবতী নারী ও প্রসূতি মা-কে গর্ভকালীন পরিচর্যা, খাদ্য, পুষ্টি ও চিকিৎসা সেবা বিষয়ক সচেতনতা মূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এ প্রকল্পের ফলে ৯৫% উপকারভোগী নারী সুস্থ-সবল শিশু প্রসবে সক্ষম হয়।

Vulnerable Group Development - ভিজিডি কর্মসূচি

২০১০ - ২০১৬

ভিজিডি কর্মসূচি বাংলাদেশ সরকারের একটি বৃহৎ কর্মসূচি। ২০১০ সালে এনডিপি প্রথমবারের মতো সিরাজগঞ্জ জেলার রায়গঞ্জ উপজেলাতে এ প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য বাংলাদেশ সরকারের মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়। অত্র প্রকল্পের আওতায় ভিজিডি কার্ডধারী নারীদের প্যাকেজ সেবা তথা সামাজিক সচেতনতা ও আয় বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। পরবর্তীতে ২০১৫ সালে কামারখন্দ ও চৌহালি উপজেলাতে একই প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য নতুন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ২০১০ সাল থেকে ২০১৬ সাল পর্যন্ত বাস্তবায়িত প্রকল্পটির আওতায় ৬,৮২৫ জন উপকারভোগীকে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয় এবং সঞ্চয় বৃদ্ধির মাধ্যমে স্বাবলম্বি করার প্রচেষ্টা করা হয়। অত্র প্রকল্পের ফলে ৫৬ শতাংশ পরিবার স্ব-কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে সক্ষম হয় এবং ৬৩ শতাংশ পরিবার দারিদ্রতার কশাঘাত থেকে মুক্ত হতে সক্ষম হয়। এছাড়াও অত্র প্রকল্পের ফলে নারী নির্যাতন, যৌতুক ও বাল্য বিবাহের হার বহুলাংশে কমে আসে।

Empowerment of Adolescent Girls and Boys through Organizing Them in Club

২০১২ - ২০১৫

বয়োসন্ধিকালের শারীরিক ও মানুষিক পরিবর্তন কিশোর-কিশোরীদের ভবিষ্যৎ নির্মানে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। সঠিক দিকনির্দেশনার অভাবে তারা ভুল পথে পরিচালিত হতে পারে। কিশোর-কিশোরীদের ভবিষ্যৎ নির্মানে সঠিক পরামর্শ প্রদান ও তাদের সক্ষমতা বিকাশে সহায়তার জন্য তথা প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য ২০১২ সালে বাংলাদেশ সরকারের মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর-এর সাথে এনডিপি'র চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। সিরাজগঞ্জ জেলার রায়গঞ্জ ও শাহজাদপুর উপজেলাতে বাস্তবায়িত প্রকল্পটির আওতায় ২২টি ক্লাব স্থাপনের মাধ্যমে ৬৬০ জন কিশোর-কিশোরীকে মানষিক সক্ষমতা বিকাশে সহযোগিতা প্রদান করা হয়। এ প্রকল্পটির ফলে বাল্য বিবাহের হার ৮৬ শতাংশ হ্রাস পায়। প্রজনন স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতনতার ফলে চিকিৎসা গ্রহনের হার ৪০ শতাংশ বৃদ্ধি পায়।

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউণ্ডেশন (পিকেএসএফ)- এর সাথে পথ চলা

২০০৫ ২০১৭

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউণ্ডেশন (পিকেএসএফ) বাংলাদেশের একটি স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠান। বাংলাদেশের ক্ষুদ্রঋণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানকে তহবিল সরবরাহের মাধ্যমে গ্রামীণ অর্থনীতিতে গতিশীলতা আনয়নের মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন করা এ প্রতিষ্ঠানের অন্যতম লক্ষ্য। এনডিপি ২০০৫ সালে আগষ্ট মাসে পিকেএসএফ-এর পার্টনার অর্গানাইজেশন (পিও) হিসেবে অধিভূক্ত হয়ে পথ চলা শুরু করে। নিঃসন্দেহে পিকেএসএফ-এর সাথে পথচলা এনডিপি'র জন্য একটি গৌরবের বিষয়। এনডিপি পিকেএসএফ এর সহযোগি প্রতিষ্ঠান হিসাবে ২০০৫ সাল থেকে শুরু করে দীর্ঘ এক যুগ ধরে ক্ষুদ্রঋণ ও অন্যান্য কার্যক্রম সফলতার সাথে বাস্তবায়ন করে চলেছে।

রজত জয়ন্তী

পিকেএসএফ এর সাথে পথ চলা সংক্ষিপ্তভাবে তুলে ধরা হলোঃ

মাইক্রো-ফাইন্যান্স ও মাইক্রো-ফাইন্যান্স প্লাস কর্মসূচি

এনডিপি নিজ উদ্যোগে ১৯৯২ সাল থেকে ঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করলেও ১৭ আগষ্ট ২০০৫ তারিখে পিকেএসএফ এনডিপি-কে সহযোগি প্রতিষ্ঠান হিসেবে অধিভূক্ত করে এবং মাত্র ১ লক্ষ টাকা ঋণ মঞ্জুর করে। পিকেএসএফ-এর ঋণ তহবিল এনডিপি'র ঋণ কার্যক্রমে আরো গতি আনে। মাত্র এক যুগের ব্যবধানে এনডিপি'র কার্যক্রমের পরিধি ১০ টি ব্রাঞ্চ থেকে ৪৯টি ব্রাঞ্চ এবং ১৮,০০০ সদস্য থেকে ৮২,০০০ সদস্যে উন্নীত হয়। মাইক্রো-ফাইন্যান্স কর্মসূচি'র মাধ্যমে এনডিপি এখন বিভিন্ন ক্যাটাগরি নির্ধারণ করে মোট ৮টি কম্পোনেন্ট জাগরণ, অগ্রসর, বুনিয়াদ, সুফলন, আইজিএ, সম্পদ সৃষ্টি, জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন, সাহস কর্মসূচির আওতায় ঋণ সহায়তা কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। ঋণের পরিমান কম্পোনেন্ট ভেদে ৫,০০০ থেকে ১৫,০০,০০০ টাকা। সময়ের চাহিদায় পিকেএসএফ ঋণ প্রদানের পাশাপশি ঋণ যথাযথ ব্যবহারে সক্ষমতা তৈরী, প্রযুক্তির হস্তান্তর এবং অন্যান্য সামাজিক সমস্যা সমাধানে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে, যা মাইক্রো-ফাইন্যান্স প্লাস নামে পরিচিত। বর্তমানে এনডিপি'র মাইক্রোফাইন্যান্স কর্মসূচি'র মাধ্যমে অর্জিত সার্ভিস চার্জ থেকে এবং উন্নয়ন সহযোগি সংস্থা'র অর্থায়নে ৭টি কার্যক্রম (প্রবীণ কল্যাণ, শিক্ষা সহায়তা, স্বাস্থ্যসেবা, উজ্জীবিত, কৃষি ও প্রানিসম্পদ, কেজিএফ ও সমৃদ্ধি কার্যক্রম) বাস্তবায়িত হচ্ছে।

২০০৫ - ২০১৭

মাইক্রো-ফাইন্যান্স কর্মসূচির অগ্রগতির চিত্র সংক্ষিপ্তভাবে তুলে ধরা হলোঃ

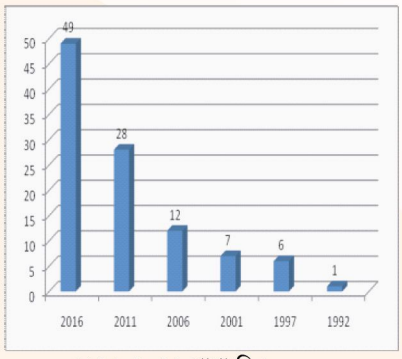

১৯৯২-২০১৬ শাখা চিত্র

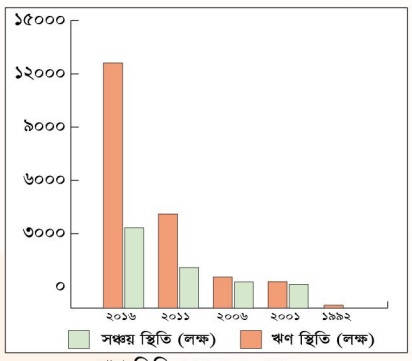

ঋণ স্থিতি ১৯৯২-২০১৬

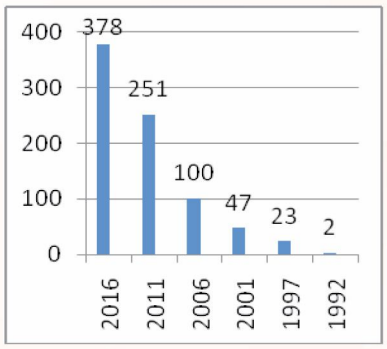

কর্মী সংখ্যা ১৯৯২-২০১৬

কৃষি ইউনিট ও প্রানিসম্পদ ইউনিট

২০০৫ - ২০১৭

মাইক্রো-ফাইন্যান্স প্লাস কর্মসূচির অন্যতম কম্পোনেন্ট হলো কৃষি ইউনিট ও প্রানিসম্পদ ইউনিটের মাধ্যমে ঋণ কর্মসূচির সদস্যদের কারিগরি সহায়তা প্রদান এবং প্রযুক্তি হস্তান্তর। দেশের কৃষিজ উৎপাদন বৃদ্ধি ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরনে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউণ্ডেশন (পিকেএসএফ) কৃষি ইউনিট ও প্রনিসম্পদ ইউনিট নামে দুটি পৃথক ইউনিট গঠন করে ও বিভিন্ন সহযোগি সংস্থার মাধ্যমে কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে আসছে। ২০১৩ সালে এনডিপি পিকেএসএফ-এর সাথে সমঝোতা স্বাক্ষরের মাধ্যমে ২০১৩-১৪ অর্থ বছর হতে সিরাজগঞ্জ সদর উপজেলার একটি শাখার মাধ্যমে প্রদর্শনী ভিত্তিক এ কর্মসূচিগুলো শুরু করে। পরবর্তীতে ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে সিরাজগঞ্জ সদর ও কামারখন্দ উপজেলায় ৪ টি শাখার মাধ্যমে কর্মসূচি বাস্তবায়ন শুরু হয়। এ যাবৎ কৃষি ইউনিটের আওতায় ১,৭৫৪ জন কৃষককে এবং প্রাণিসম্পদ ইউনিটের আওতায় ১,২৬৩ জন খামারিকে আধুনিক লাগসই প্রযুক্তি সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। সবজি উৎপাদনের জন্য জমিতে সেক্স ফেরোমন ফাদ, পিট কম্পোষ্ট, টাইকো কম্পোষ্ট ব্যবহারের ফলে উপকারভোগী কৃষকের ফসল ক্ষতিকারক পোকামাকড় হতে রক্ষা পাচ্ছে এবং উৎপাদিত ফসলের মান ভালো হচ্ছে ও তুলনামুলক দাম বেশি পাচ্ছে। প্রকল্পের কার্যক্রমের দেখাদেখি অন্যান্য আরও ৬০ ভাগ কৃষক এই পদ্ধতি অনুসরন করে সফল হয়েছে এবং আর্থিকভাবে লাভবান হয়েছে। অন্যদিকে কৃষককে কারিগরি সহায়তা প্রদান করার ফলে তাদের ফসল উৎপাদনে রাসায়নিক সারের পরিবর্তে জৈব সার ব্যবহার করে একদিকে যেমন উৎপাদন বৃদ্ধি পাচ্ছে তেমনি অন্যদিকে খরচ কম হওয়ায় আর্থিকভাবে বেশি লাভবান হচ্ছে এবং পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। মাচা পদ্ধতিতে উন্নত জাতের ছাগল ব্লাক বেঙ্গল পালনে ৪০ জনকে কারিগরি ও আর্থিক সহায়তা প্রদান করার ফলে ছাগলের রোগ-বালাই আগের তুলনায় অনেক কমে গিয়েছে এবং ছাগল মৃত্যুর হার হ্রাস পাওয়ার পাশাপাশি বাচ্চা উৎপাদনের হার বৃদ্ধি পেয়েছে।

Enhancing Resources and Increasing Capacities of Poor Households Towards Elimination of Their Poverty (ENRICH)- সমৃদ্ধি কর্মসূচি

২০১৩ - ২০১৭

মাইক্রো-ফ্যাইন্যান্স কর্মসূচি প্লাস হিসেবে একটি ইউনিয়নের সমন্বিত উন্নয়নের রোল মডেল নিয়ে ENRICH প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য ২০১৩ সালে প্রথম পর্যায়ে এবং ২০১৪ সালে দ্বিতীয় পর্যায়ে এনডিপি'র সাথে পিকেএসএফ-এর সমঝোতা স্বাক্ষরের মাধ্যমে কার্যক্রম শুরু করে। স্বাস্থ্য, পুষ্টি, শিক্ষাসহ দরিদ্র মানুষের জীবন ও জীবিকা সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়গুলো নিয়ে পাবনা জেলার বেড়া উপজেলায় চাকলা ইউনিয়নে এবং নাটোর জেলার গুরুদাসপুর উপজেলার মুশিন্দা ইউনিয়নে 'সমৃদ্ধি' নামে একটি সমন্বিত কর্মসূচি শুরু হয়। কর্মসূচির প্রধান প্রধান কাজের মধ্যে স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষা, কমিউনিটি উন্নয়ন, বিশেষ স্বাস্থ্য ক্যাম্প, চোখের ছানী অপারেশন, ভিক্ষুক পূনর্বাসন, ভার্মি কম্পোষ্ট, যুব প্রশিক্ষণ, ঔষধি গাছ চাষ, বিশেষ সঞ্চয়, সমৃদ্ধি ওয়ার্ড এবং সমৃদ্ধি বাড়ী তৈরী উল্লেখযোগ্য। এ কার্যক্রমের ফলে এলাকার সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলোতে টিউবওয়েল ও স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা নির্মান করা হয়েছে, ৪০০ পরিবার স্যানিটারী ল্যাট্রিনের উপকরন সহায়তা পেয়েছে। ১২ জন ভিক্ষুক প্রতি জন ১.০০ লক্ষ টাকা করে অনুদান পেয়ে ভিক্ষাবৃত্তি ছেড়ে বিকল্প আয়ের মাধ্যমে সন্মানজনক জীবিকা নির্বাহ করছে। সরকারের শিক্ষা কার্যক্রমকে গতিশীল করতে ৬০টি শিক্ষা সহায়তা কেন্দ্রের মাধ্যমে দরিদ্র পরিবারের শিশুদের বৈকালীন শিক্ষা ও নৈতিক শিক্ষা প্রদান করার কাজ চলমান আছে। এতে করে ঝড়ে পরা রোধ হচ্ছে এবং পরবর্তীতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হয়ে অন্য শিশুদের তুলনায় ভাল ফলাফল করছে। স্বাস্থ্য সেবা সহজলভ্য হওয়ার ফলে মাতৃ ও শিশু মৃত্যুর হার হ্রাস পেয়েছে। ২০১৩ সাল থেকে চলমান এ প্রকল্পটি অত্র অঞ্চলে উন্নয়নের রোল মডেল হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে।

Developing Inclusive Insurance Sector Project (DIISP)

২০১৪ - ২০১৪

পল্লী কর্মসহায়ক ফাউণ্ডেশনের অর্থায়নে পরিচালিত এই প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য এনডিপি'র সাথে ২০১৪ সালে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। সিরাজগঞ্জ জেলার সদর উপজেলার ফুলকোচা ও বাগবাটি শাখার মাধ্যমে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হয়। স্বাস্থ্য সেক্টরে উপযুক্ত স্থায়ী বীমাসেবা প্রমোশনের লক্ষ্যে মাইক্রোফাইন্যান্স কর্মসূচির উপকারভোগিদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে প্রকল্প কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে। প্রকল্পের প্রধান প্রধান কাজের মধ্যে স্বাস্থ্য, পুষ্টি, প্রজনন স্বাস্থ্য শিক্ষা, বিশেষজ্ঞ ডাক্তার দ্বারা চিকিৎসা ও গবাদি পশু বীমা উল্লেখযোগ্য। কর্মসূচি বাস্তবায়নের ফলে প্রকল্প এলাকার ৫,৫০০ জন উপকারভোগিদের মাঝে স্বাস্থ্য সচেতনতা বিষয়ে ব্যপক পরিবর্তন এসেছে। তাছাড়া ১২০টি স্বাস্থ্য বিষয়ক ক্যাম্প করার ফলে পিছিয়ে পড়া মানুষগুলোর মধ্যে অন্তত ৫০ ভাগ চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া ঔষধ সেবন করে না।

Development of Climate Resilient Community (DCRC) Project

২০১৩ - ২০১৬

এনডিপি পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউণ্ডেশন-এর সহযোগিতায় "জলবায়ু পরিবর্তন সহনশীল জনগোষ্ঠী উন্নয়ন (ডিসিআরসি) প্রকল্প" ২০১৩ সাল থেকে বাস্তবায়ন করছে। প্রকল্পটির কর্মএলাকা নাটোর সদর উপজেলার ০৪ টি ইউনিয়নের ৩৬ টি খরা প্রবণ গ্রাম। ২০১৩ সাল থেকে ২০১৬ সাল পর্যন্ত চলমান প্রকল্পের আওতায় ৪০০টি পরিবেশ বান্ধব চুলা (বন্ধু চুলা) স্থাপন, ১১৩ টি নিরাপদ পানীয় জল প্রাপ্তি নিশ্চিত করার জন্য গভীর নলকূপ স্থাপন, ১৬২ টি স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন স্থাপন, ২১০ টি নলকূপের প্লাটফর্ম নির্মাণ, ৭৩১ টি মাচাবিশিষ্ট ছাগলের ঘর নির্মাণ ও ৫ টি পুকুর পুনঃসংস্কার করা হয়। উল্লেখিত কার্যক্রমসমূহের ইতিবাচক ফলাফলস্বরূপ বায়ুমন্ডলে কার্বন নিঃসরনের পরিমান ও জ্বালানী ব্যবহারের পরিমান হ্রাস পেয়েছে, রাধুনীর শ্বাসতন্ত্র সংক্রান্ত রোগ কমেছে। মাচা বিশিষ্ট ঘরে ছাগল পালনের ফলে ছাগলের মৃত্যুর হার ১৮ শতাংশ থেকে ৩ শতাংশে কমে এসেছে। নলকূপ স্থাপন ও নলকূপের প্লাটফর্ম নির্মানের ফলে খরা মৌসুমসহ সাড়া বছর জুড়ে ২,৩৮১ পরিবারে ১০০ ভাগ বাড়িতে বিশুদ্ধ পানীয় জল প্রাপ্তি নিশ্চিত হয়েছে এবং পানিবাহিত রোগের প্রাদূর্ভাব ৮ শতাংশ থেকে ২ শতাংশে নেমে এসেছে। স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন উপকারভোগীদের আচরনের ইতিবাচক পরিবর্তনে দারুণ প্রভাব ফেলেছে। প্রকল্পের সবচেয়ে বড় অর্জন হলো- কর্ম এলাকার ভিন্ন ভিন্ন সামাজিক গোষ্ঠীকে জলবায়ুর নেতিবাচক প্রভাব মোকাবেলায় একসঙ্গে কাজ করতে শিখিয়েছে, এর ফলে সামাজিক বন্ধন আরও সুদৃঢ় হয়েছে এবং জলবায়ুর নেতিবাচক প্রভাব মোকাবেলায় ও অভিযোজনে তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

Kuwait Goodwill Fund (KGF) Project

২০১৪ - ২০১৭

২০১৪ সালে Kuwait Goodwill Fund (KGF) প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য এনডিপি'র সাথে পিকেএসএফ-এর সমঝোতা চুক্তি সম্পাদন হয়। সিরাজগঞ্জ জেলার সদর উপজেলায় কার্যক্রমটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে ১০জন কৃষককে মানসম্মত ধান বীজ উৎপাদনে কারিগরি ও আর্থিক সহায়তার পাশাপাশি গুটি ইউরিয়া দেওয়া হয়েছে যার ফলে কৃষক নিজেদের বীজ নিজেরা সংরক্ষন করতে সক্ষম হয়েছে এবং পরবর্তী বছর ঐ বীজ তারা ব্যবহার করতে পারে। অন্যদিকে এই প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে রাসায়নিক সার ব্যবহারের পরিমান কমে এসেছে। আবার ফসল চাষ ব্যবস্থাপনায় প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সরকারি কর্মকর্তা দিয়ে কৃষি বিষয়ক পরামর্শ প্রদান করে আধুনিক কৃষির সাথে সম্পৃক্ত করা হচ্ছে। ফলে কৃষক আধুনিক প্রযুক্তির সাথে অভ্যস্ত হয়ে আসছে এবং আর্থিকভাবে লাভবান হচ্ছে। এই প্রযুক্তিটি খুবই কার্যকরি হওয়ায় অন্যান্য কৃষকরাও অনুসরন করছে। ২৬ জন কৃষককে বসতবাড়ীতে সবজি চাষের উপর প্রশিক্ষন প্রদান করায় তারা মাসিক কমপক্ষে ১,৫০০-২,০০০ টাকা বাড়তি আয় করছে। সবজি চাষে প্রকল্প থেকে কারিগরি সহযোগিতায় ১৬ জন কৃষককে উদ্বুদ্ধ করা হয়। ফলে কৃষকরা তুলনামুলক বেশি দাম পাওয়ায় আর্থিকভাবে লাভবান হচ্ছে। ১,০৮০ জন কৃষককে সেক্স ফেরোমন পদ্ধতির আওতায় এনে সবজি ও ফসলের উপর বিভিন্ন প্রশিক্ষন ও উপকরন সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। ফলশ্রুতিতে তারা জমিতে ফেরোমন ফাঁদ ও গুটি ইউরিয়া ব্যবহার করে আগের তুলনায় অধিক লাভ করছে।

Food Security Bangladesh-2012 - উজ্জীবিত প্রকল্প

২০১৪ - ২০১৭

মাইক্রো-ফাইন্যান্স প্লাস কর্মসূচির বৃহৎ একটি উদ্যোগ হলো উজ্জীবিত প্রকল্প। ২০১৪ সাল হতে এনডিপি পিকেএসএফ এর সহায়তায় ও ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের অর্থায়নে এ প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করছে। এ প্রকল্পের উদ্দেশ্য হলো টেকসই ভাবে বাংলাদেশের ক্ষুধা ও দারিদ্র হ্রাস করা। প্রকল্পটি সিরাজগঞ্জ, নাটোর ও পাবনা জেলার ১৩টি উপজেলায় ৩০টি শাখা অফিসের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হচ্ছে। উপকারভোগীর সংখ্যা প্রায় ১২,৫০০ জন। এই প্রকল্পের মাধ্যমে ৫০০জন নারীকে সেলাই ও ব্লক বাটিকের কাজের উপর প্রশিক্ষন, ৮০ জন অতিদরিদ্র পরিবারের বেকার যুবাদের ইলেকট্রিক হাউস, মোটর সাইকেল মেরামত, মোবাইল সার্ভিসিং এর উপর প্রশিক্ষন দেওয়া হয়েছে। যার ফলে উপকারভোগী নারী পুরুষ নিজস্ব কর্মসংস্থানের মাধ্যমে সমাজে নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠিত করছে। এদের আয় কর্মসংস্থানভেদে মাসিক ৫,০০০ টাকা থেকে ১৫,০০০ টাকা পর্যন্ত। অন্যদিকে ক্ষুদ্র ব্যবসায় ৬জন প্রতিবন্ধিকে আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা প্রদান করায় তারা নিজেদের ভাগ্য পরিবর্তন করেছে। তাদের মাসিক আয় ৫,০০০ থেকে ৮,০০০ টাকা পর্যন্ত। এছাড়াও আর্থিক সহায়তা প্রদান করার পাশাপাশি কারিগরি সহায়তা প্রদান করা হয়েছে ৩৭৫ জন কেচো সার উৎপাদনকারীকে, বয়লার পালনে ২ জনকে, গরু মোটাতাজাকরণে ২ জনকে, উজ্জীবিত বাড়ী তৈরিতে ১৪ জনকে, জমি বন্ধকীতে ১৪ জনকে এবং সবজি বীজ ১২,০০০ জনকে। প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে অতিদরিদ্র নারী-উপকারভোগীরা তাদের জীবনযাপনের অবলম্বন/উপায় খুজে পেয়েছে, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি টেকসই উন্নয়ন হচ্ছে এবং সর্বোপরি সমাজে তাদের ক্ষমতায়ন হচ্ছে এবং সামাজিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

UN Organizations: UNICEF, UNDP and WFP'র সাথে পথ চলা

১৯৯২ ২০১৭

বন্যার্তদের মাঝে ত্রাণ বিতরণ কার্যক্রমের মাধ্যমে এনডিপি'র পথচলা শুরু হয় আর সেই ত্রাণ সহযোগিতা ছিল জাতিসংঘের অন্যতম প্রতিষ্ঠান বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচির। ১৯৯২ সালে ডাব্লিউএফপি'র সহায়তায় ত্রাণ কার্যক্রমের মাধ্যমে জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠানের সাথে পথচলা শুরুর মধ্য দিয়েই সামনে এগিয়ে যাওয়ার অনুপ্রেরণা পেয়েছিল এনডিপি। সেদিন এনডিপি'র কলেবর ছিল খুবই ছোট। আজ এনডিপি'র কলেবর যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে, তবে দীর্ঘ ২৫ বছরের পথ পরিক্রমায় এনডিপি-কে এ পর্যায়ে আনতে যে সকল প্রতিষ্ঠানের অবদান অনস্বীকার্য তাদের মধ্যে জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠান গুলোর মধ্যে ডাব্লিউএফপি, ইউএনডিপি ও ইউনিসেফ অন্যতম। এ পর্যন্ত ১৫টিরও বেশি প্রকল্পে এনডিপি ও জাতিসংঘের সংস্থাগুলি একসাথে কাজ করেছে। সৃষ্টিলগ্ন থেকে ধারাবাহিকভাবে আজ অবধি এনডিপি জাতিসংঘের প্রতিষ্ঠান গুলোর সাথে হাতে হাত রেখে কাজ করে চলেছে, যা এনডিপি'র জন্য অত্যন্ত গৌরবের।

Emergency Response

একেবারে জন্মলগ্নেই জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠানের পৃষ্ঠপোষকতায় এনডিপি'র যাত্রা শুরু হয়। ১৯৯২ সালে বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচির একটি জরুরী ত্রাণ সহায়তা কার্যক্রমের মধ্যে দিয়ে এই যাত্রার সুত্রপাত। মূলত: এই ত্রাণ কার্যক্রমে অংশগ্রহনের মধ্যে দিয়ে এনডিপি'র ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হতে শুরু করে। অদ্যবধি ত্রাণ কার্যক্রমের মাধ্যমে মোট ২,১৮,৪৩৬টি পরিবারকে ত্রাণ সহযোগিতা প্রদান করা হয়েছে। এর ফলে দুর্যোগে আক্রান্ত গরীব পরিবারগুলি ঘুরে দাঁড়ানোর সুযোগ পেয়েছে, পেয়েছে বেঁচে থাকার অনুপ্রেরণা। নিচে ছকের মাধমে ত্রাণ কার্যক্রমের একটি সংক্ষিপ্ত চিত্র তুলে ধরা হলো:

সাল	*প্রতিষ্ঠানের নাম*	*পরিবার প্রতি ত্রাণ সামগ্রীর বিবরণ*	*পরিবার সংখ্যা*
১৯৯২	বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি	চাল- ১০ কেজি, ডাল -১ কেজি	৩,০০০
২০০৪	বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি	চাল- ১৫ কেজি, ডাল -২ কেজি, লবণ - ১ কেজি ও তেল- ১ লিটার	৩০,০০০
২০০৪	বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি	HE-Biscuit -18 packets	৩৫,০০০
২০০৫	বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি	ভেজিটেবল ওয়েল -২ লিটার	৬৭,৬০০
২০০৭	ইউএনডিপি	চাল- ১২ কেজি, ডাল -২ কেজি	৫,৫০০
২০০৭	ইউনিসেফ ও বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি	HE-Biscuit -20 packets and BP-5 Biscuits – 2 packets	১৯,৬০০
২০০৭	ইউনিসেফ ও বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি	HE-Biscuit -40 packets and BP-5 Biscuits – 3 packets	৫,৭৬০
২০০৭	বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি	চাল- ১৫ কেজি, HE-Biscuit -4 packets	৪৮,৭২০
২০০৭	ইউনিসেফ	HE-Biscuit -3 packets	১,০৫৬
২০১৫	বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি	HE-Biscuit -6 packets	৮০০
২০১৬-১৭	বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি ও ইউনিসেফ	BDT 12,000 per family	১,৪০০

১৯৯২ - ২০১৭

Road Side Tree Plantation Project

১৯৯৪ - ২০০১

Road Side Tree Plantation প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য ১৯৯২ সালে ডব্লিউএফপি'র সাথে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এ প্রকল্পের আওতায় সিরাজগঞ্জ জেলার সিরাজগঞ্জ সদর, রায়গঞ্জ, কামারখন্দ, উল্লাপাড়া ও বেলকুচি উপজেলাকে কর্মএলাকা হিসেবে নির্ধারন করা হয়। এ প্রকল্পটির আওতায় ১৫০ কিলোমিটার রাস্তায় বনায়ন পূর্বক ২,১৭,০০০টি গাছ রোপন করা হয়। রোপনকৃত গাছ দেখাশুনা ও পরিচর্যা করার জন্য ৪৩৪ জন নারী কেয়ারটেকার কর্মী নিয়োগ দেয়া হয়। এ প্রকল্পের অধীনে প্রায় ১৩,০০০ ম্যানমান্থ কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়, যা নিয়োগপ্রাপ্ত নারীদের এবং তাদের পরিবারের দারিদ্র বিমোচনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। রাস্তার দু'ধারে রোপনকৃত গাছগুলো অর্থ ও জ্বালানির উৎস এবং পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

Food Security For Ultra Poor Project (FSUP)

২০০৯ - ২০১১

হত-দরিদ্রদের জন্য খাদ্য নিরাপত্তা প্রকল্প (এফএসইউপি) এনডিপি কর্তৃক বাস্তবায়িত প্রকল্প গুলোর মধ্যে অন্যতম বৃহৎ এবং সফল প্রকল্প। ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের অর্থায়নে বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচির সহযোগিতায় এনডিপি, সিরাজগঞ্জ জেলার সিরাজগঞ্জ সদর, শাহজাদপুর ও বেলকুচি উপজেলার ১৮টি ইউনিয়নের ২১৭টি গ্রামের এ প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করে। অত্র প্রকল্পের আওতায় ১১,৯২৯টি দরিদ্র পরিবারের প্রত্যেকে ২০ মাস, প্রতি মাসে ৫০০ টাকা এবং ৪ মাস ১,০০০ টাকা করে ভাতা প্রদান করা হয়। এছাড়া আয়বর্ধনমূলক কাজ করার জন্য প্রত্যেক উপকারভোগীকে ব্যবসা কর্মপরিকল্পনা তৈরী বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান এবং পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য এককালীন ১৪,০০০ টাকা করে প্রদান করা হয়। উক্ত অর্থ তারা গরু মোটা তাজাকরণ, ছাগল পালন, হাঁস মুরগী পালন, দর্জির কাজ, ক্ষুদ্র ব্যবসা, বাঁশ বেতের কাজ, শস্য উৎপাদন, তাঁতের কাজ, খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরন ইত্যাদি আয়বৃদ্ধিমূলক খাতে ব্যবহার করে।

ফলাফল			
নির্দেশক	২০১০	২০১২	পরিবর্তন
উপকারভোগীদের গড় আয় (টাকা)	৩৩০	১,৭৬০	অংশগ্রহনকারী উপকারভোগীদের গড় আয় ৪০০ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে
গৃহস্থলীর সম্পদের গড় মূল্য (টাকা)	২১,১০০	৬৭,৯৬০	গৃহস্থলীর সম্পদের মূল্য তিনগুন বৃদ্ধি পেয়েছে
প্রতি উপকারভোগীর গড় সঞ্চয় (টাকা)	৯৫০	৪,৪০০	গড় সঞ্চয় ৪৫০ ভাগ পর্যন্ত্ম বৃদ্ধি পেয়েছে
আয়ের উৎসের গড় সংখ্যা	৩	৫	গড় আয়ের উৎস অন্তত ২টি ক্ষেত্রে বৃদ্ধি পেয়েছে
খাদ্যে গ্রহনের ধরনের গড় সংখ্যা (সাপ্তাহিক)	৭	১০	অংশগ্রহনকারী পর্যায়ে খাদ্য গ্রহনের পরিমান বেড়েছে

২০০৯ থেকে ২০১১ সাল পর্যন্ত বাস্তবায়িত প্রকল্প শেষে দেখা যায় প্রত্যেক উপকারভোগীর গড়ে ৭২,০০০ টাকা সমপরিমান সম্পদের মালিক হয়েছে এবং তাদের মাসিক আয় গড়ে ৩,২৫০ টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং ৮৭ শতাংশ পরিবার হতদরিদ্র থেকে দারিদ্র সীমার উপরে উঠে আসে। এছাড়াও সচেতনতা বৃদ্ধির ফলে পুষ্টি ও স্বাস্থ্যগত উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। এফএসইউপি প্রকল্পটি ১১,৯২৯টি লক্ষিত পরিবারে খাদ্য নিরাপত্তা ও নারীর ক্ষমতায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

Enhance Resilient Capacities of the Community of the People in Disaster Risk Reduction Project

২০১০

দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্থ জনপদের দারিদ্র ও ঝুকি কমিয়ে আনা এবং দুর্যোগ থেকে প্রাণ ও সম্পদ রক্ষায় সহায়তার লক্ষ্য নিয়ে প্রকল্পটি কার্যক্রম শুরু করে। OREDAR (Organizational of Rural Economic Development and Rehabilitatio) and PARAS (Palli Rakkha Sangthsa) প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য সহযোগি হিসাবে কাজ করে। ইউরোপীয়ান ইউনিয়ন এর আর্থিক সহায়তায় এনডিপি কর্তৃক বাস্তবায়িত প্রকল্পটি ২০১০ সালে চুক্তি স্বাক্ষর হয় এবং ২০১৩ সাল পর্যন্ত তা বাস্তবায়ন চলে। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে সিরাজগঞ্জ জেলার দুর্যোগ প্রবন এলাকার মানুষ তাদের দুর্যোগ ঝুকি অনেকখানি কমিয়ে আনতে সক্ষম হয় যা দারিদ্রতার হার কমাতেও সহায়ক হিসাবে কাজ করে।

Food Security For Ultra-poor Nutrition Project (FSUP-N)

২০১১ - ২০১৪

এফএসইউপি প্রকল্পের উপকারভোগীদের অপুষ্টি দুর করার জন্য এফএসইউপি-এন প্রকল্পটি প্রনয়ন করা হয়। এনডিপি ২০১১ সালে বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচির সহায়তায় এবং ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের অর্থায়নে এ প্রকল্পটি বাস্তবায়ন শুরু করে। এ প্রকল্পের কর্মএলাকা ছিল সিরাজগঞ্জ সদর উপজেলার ছনগাছা, রতনকান্দি, খোকসাবাড়ী, সয়দাবাদ ও কালিয়াহরিপুর ইউনিয়ন। প্রকল্পের ২টি কম্পোনেন্টের একটি ফুড সিকিউরিটি এবং অপরটি ডাইরেক্ট নিউট্রিশন ডেলিভারি। নিউট্রিশন কম্পোনেন্টের অধীনে অপুষ্টিতে আক্রান্ত শিশু, কিশোরী এবং গর্ভবতী ও প্রসূতি নারীদের বাছাই করে তাদের পুষ্টি আটা প্রদান, পুষ্টি বিষয়ক পরামর্শ প্রদান এবং কমিউনিটি ক্লিনিকে চেক-আপ। ফুড সিকিউরিটি কম্পোনেন্টের অধীনে দীর্ঘমেয়াদী পুষ্টির চাহিদা পূরনের লক্ষ্যে উপকারভোগীদের সবজি চাষ ও হাঁস-মুরগী পালনের জন্য সবজি বীজ, কৃষি যন্ত্র/উপকরণ এবং হাঁস-মুরগী প্রদান এবং প্রশিক্ষণ ও কারিগরি পরামর্শ প্রদান করা হয়। ২০১১ সাল থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত চলমান এ প্রকল্পের অধীনে ৮,৭৪৯ জন শিশু, ১১,২৬৮ জন কিশোরী ও ৫,৫১১ জন গর্ভবতী ও প্রসূতি ভর্তি হয়ে সুস্থ্য হয় যথাক্রমে ৮,১৪১ জন শিশু, ৯,৩৩৫ জন কিশোরী ও ৩,৬৩২ জন গর্ভবতী ও প্রসূতি মা যার হার ছিল যথাক্রমে ৯৩ ভাগ, ৮৩ ভাগ এবং ৪১ ভাগ। এছাড়াও ১৪,০০০ কিশোরী, ৭,৩০০ শিশু ও ৩,৩০০ গর্ভবতী মাকে প্রত্যেক মাসে ৬.১৬ কেজি আটার প্রদান করার পাশাপাশি সবজি চাষের উপর প্রশিক্ষন দেওয়া হয়। আবার লীন পিরিয়ডে ৬-২৪ মাস বয়সী ধনী-দরিদ্র সকল শিশুর জন্য পুষ্টি বিতরণ করা হয়, ফলে অপুষ্টিতে আক্রান্ত হবার সম্ভবনা হ্রাস পায়। অত্র প্রকল্পের অধীনে পুষ্টি সেবা গ্রহনের ফলে সুস্থ্য হবার হার ছিল শতকরা ৯৯ ভাগ।

Fish Culture Programme

১৯৯৭ -২০০৩

১৯৯৭ সালে এনডিপি মৎস্য চাষ প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি'র সাথে চুক্তি স্বাক্ষর করে। পুকুর পুনঃখনন কাজে কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা এবং খননকৃত পুকুরে মৎস্য চাষের মাধ্যমে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি ও আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন করা এ প্রকল্পের অন্যতম লক্ষ্য। এ প্রকল্পের আওতায় ১১ হেক্টর জলাশয় খনন করা হয়। ৩৩ টি সমিতিতে মোট ৮৭৫ জন সদস্য মৎস্য চাষ প্রকল্পের উপকারভোগী অন্তর্ভূক্ত করা হয়। ১৯৯৭ সালে থেকে ২০০৩ সাল পর্যন্ত সিরাজগঞ্জ জেলার সিরাজগঞ্জ সদর, রায়গঞ্জ, কামারখন্দ ও উল্লাপাড়া উপজেলায় মোট ৫৭টি পুকুর খনন করে ৭৫৬ জন মৎস চাষীকে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী করা হয়। এ প্রকল্পের খননকৃতি পুকুরগুলোতে প্রতি বছর প্রায় ৭০০ মে. টন মাছ উৎপাদিত হচ্ছে, যা চাষীদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের পাশাপাশি প্রোটিন চাহিদা পুরন করছে।

Supplementary Feeding Programme

২০০৪ -২০০৬

ইউনিসেফ ও বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি'র সহযোগিতায় বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থ গরীব-দুঃস্থ পরিবারের নারী ও শিশুদের পুষ্টির ঘাটতির পূরণের জন্য এনডিপি Supplementary Feeding Programme প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করে। প্রকল্পটি সিরাজগঞ্জ জেলার ৯টি উপজেলার ৮২টি ইউনিয়নের মোট ২০৫টি গ্রামে বাস্তবায়িত হয়। ২০০৪ সাল থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্তচলমান এ প্রকল্পটির আওতায় ৬৪,৫০০ উপকারভোগীকে কে মাসিক রেশন হিসেবে পুষ্টি আটা বিতরণ করা হয়। উপকারভোগীদের মধ্যে ৫৫% জন ৬-২৩ মাস বয়সের শিশু এবং ৪৫% জন প্রসুতি মা। পুষ্টি আটা বিতরনের পাশাপশি ৭,৭৪০ টি সেসন আয়োজনের মাধ্যমে মা'দেরকে স্বাস্থ্য ও পুষ্টি, শিশুর যত্ন ইত্যাদি বিষয়ে সচেতন করা হয়। অত্র প্রকল্পের ফলে ৩৫,৪৭৫ জন শিশুর এবং ২৯,০২৫ জন গর্ভবতী ও প্রসূতি মাতার পুষ্টি অবস্থার উন্নতি হয়। ফলে তাদের স্বাভাবিক বৃদ্ধি হতে থাকে এবং রোগের প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।

Flood Recovery Programme

২০০৪ -২০০৫

২০০৪ সালের বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থ দরিদ্র মানুষদের জীবিকা স্বাভাবিক করার জন্য সিরাজগঞ্জ জেলার সিরাজগঞ্জ সদর, কাজিপুর, রায়গঞ্জ, বেলকুচি ও উল্লাপাড়া উপজেলায় প্রকল্পটি UNDP'র অর্থায়নে বাস্তবায়িত হয়। প্রকল্পটির আওতায় ২২টি ইউনিয়নে মোট ৭২ কি.মি. রাস্তা মেরামত করা হয়, ২৭৪টি বাড়ীভিটা, ৭৯ টি কমিউনিটি প্লেস, ১,৭৮৮টি বাড়ীর ভিত্তিমূল ও ২২টি হাট বাজার উঁচু করা হয় ও ৫৭৪টি হত-দরিদ্র পরিবারকে ৫৭৪টি ঘর প্রদান করা হয়। । অত্র কাজের মাধ্যমে প্রায় ৬,০০০ পরিবার বন্যার ঝুঁকি মুক্ত হয় এবং ৭২,০০০ কর্ম-দিবস কর্মসংস্থার সুযোগ সৃষ্টি করা হয়, যা বন্যায় আক্রান্ত ৪,২৫০ পরিবারের জীবনযাত্রা স্বাভাবিক করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

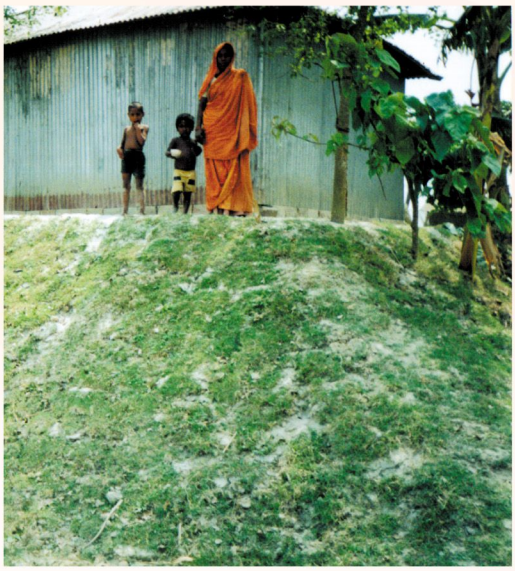

Community Empowerment in Disaster Risk Reduction Project (CEDRRP)

২০০৬ -২০০৯

UNDP'র অর্থায়নে বাংলাদেশ সরকারের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যুরো/অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত Comprehensive Disaster Management Programme (CDMP)-এর সহযোগিতায় এনডিপি Community Empowerment in Disaster Risk Reduction Project (CEDRRP) সিরাজগঞ্জ জেলার কাজিপুর উপজেলাতে বাস্তবায়ন করে। এ প্রকল্পের কৌশল ছিল স্থানীয় জনসাধারনের অংশগ্রহনের মাধ্যমে দূর্যোগ ঝুকি হ্রাস পরিকল্পনা তৈরি ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে টেকসইভাবে ঝুকি হ্রাস করা। প্রকল্পের উল্লেখযোগ্য কাজগুলোর মধ্যে রয়েছে ১৩টি ইউনিয়নের ঝুঁকিহ্রাস পরিকল্পনা তৈরি করা এবং অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে পরিকল্পনা বাস্তবায়নের মাধ্যমে দৃষ্টান্ত তৈরী করা। CEDRRP প্রকল্পটি ছিল দুর্যোগের ঝুঁকিহ্রাস করার রোল মডেল প্রকল্প। কারন এ প্রকল্পটি ছিল দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় রিলিফ কালচার থেকে রিক্স রিডাশন কালচারের প্রবেশের কৌশলগত দিক পরিবর্তনের বাস্তব নিদর্শন। এই প্রকল্পের আওতায় ১৩টি কাষ্টারে মোট ১৭০টি বসতভিটা উঁচু করা হয় এবং ১৭০টি পরিবারকে জীবিকা উন্নয়নের জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়। এছাড়াও ক্লাষ্টার গুলোতে প্রয়োজনমত টিউবওয়েল ও সেনিটারী ল্যাট্রিন স্থাপনের মাধ্যমে ব্যন্যাকালীন সময়সহ সারাবছর সুপেয় পানি ও সেনিটেশনের সুবিধা নিশ্চিত করা হয়। CEDRRP প্রকল্পটি এনডিপি কর্তৃক বাস্তবায়িত প্রকল্পগুলোর অন্যতম সফল প্রকল্প এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় ঝুঁকিহ্রাসের রোল মডেল হিসেবে দেশে বিদেশে সমাদৃত হয়। ২ নভেম্বর ২০০৯ সালে জাতিসংঘের মহাসচিব মিষ্টার বান-কি মুন এ প্রকল্পটি পরিদর্শন করে যা ছিল এনডিপি'র জন্য অত্যন্ত আনন্দের ও গৌরবের।

Community Risk Assessment (CRA)

২০০৭ -২০০৮

UNDP'র অর্থায়নে বাংলাদেশ সরকারের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যুরো/অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত Comprehensive Disaster Management Programme (CDMP)-এর সহযোগিতায় এনডিপি Community Risk Assessment (CRA) প্রকল্পটি সিরাজগঞ্জ জেলার রায়গঞ্জ এবং উল্লাপাড়া উপজেলার ২২টি ইউনিয়নে বাস্তবায়ন করে। এ প্রকল্পের মূল কাজ ছিল সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নের সকল স্টেহোল্ডারদের অংশগ্রহন নিশ্চিতকরনের মাধ্যমে অত্র এলাকার ঝুঁকি চিহ্নিতকরণ, ঝুঁকি বিশ্লেষণ, অগ্রাধিকারকরণ এবং ঝুঁকিহ্রাস কারার জন্য পরিকল্পনা প্রস্তুত করা। স্থান, সম্পদ, সময় ও দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যাক্তি/প্রতিষ্ঠান চিহ্নিতকরণ ঝুঁকিহ্রাস পরিকল্পনার অন্যতম অংশ। এনডিপি সফলতার সাথে ২টি উপজেলার ঝুঁকিহ্রাস পরিকল্পনা এবং ২২টি ইউনিয়নে ঝুঁকিহ্রাস পরিকল্পনা তৈরী করার পর সংশ্লিষ্ট দপ্তরে জমা দেয় এবং পরবর্তীতে বাস্তবায়নের জন্য ফলো-আপ করে।

Early Recovery Initiative (community restoration work and family shelter construction)

২০০৮ -২০০৮

Early Recovery Initiative প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য এনডিপি ২০০৮ সালে UNDP'র সাথে চুক্তি স্বাক্ষর করে। এ প্রকল্পে মূল উদ্দেশ্য ছিল ২০০৭ সালের ভয়াবহ বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থ দরিদ্র মানুষদের জীবিকা দ্রুত স্বাভাবিক করা। প্রকল্পটি সিরাজগঞ্জ জেলার সিরাজগঞ্জ সদর, রায়গঞ্জ, বেলকুচি ও কামারখন্দ উপজেলায় প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হয়। Early Recovery Initiative প্রকল্পটির আওতায় ৫৭৪টি হত-দরিদ্র পরিবারকে ৫৭৪টি ঘর প্রদান করা হয়। এছাড়া ১৩টি ইউনিয়নে মোট ১৪ কি.মি. রাস্তা মেরামত করা হয়, ১১৪টি বাড়ীভিটা, ১৮ টি কমিউনিটি প্লেস এবং ৬টি হাট বাজার উঁচুকরা হয়। অত্র কাজের মাধ্যমে প্রায় ২,৫০০ পরিবার বন্যার ঝুঁকি মুক্ত হয় এবং ৩৪,০০০ কর্ম-দিবস কর্মসংস্থার সুযোগ সৃষ্টি করা হয়, যা বন্যায় আক্রান্ত ২,৪৬০ পরিবারের জীবনযাত্রা স্বাভাবিক করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

Enterprise Recovery Initiative

২০০৮ -২০০৮

সিরাজগঞ্জ জেলার বেলকুচি উপজেলা তাঁতশিল্পের জন্য বিখ্যাত। ২০০৭ সালের ভয়াবহ বন্যায় এই তাঁতশিল্প আক্রান্ত হয়। দীর্ঘদিন পানির নীচে নিমজ্জিত হয়ে তাঁতশিল্পের সারঞ্জাম নষ্ট হয়। ফলে দরিদ্র তাঁতীগণ নিঃস্ব হবার উপক্রম হয়। হত-দরিদ্র তাঁতীদের জীবনযাত্রা দ্রুত স্বাভাবিক করা এবং উৎপাদনে ফিরিয়ে আনার জন্য এনডিপি ২০০৮ সালে UNDP'র সহায়তায় Enterprise Recovery Initiative প্রকল্পটি বাস্তবয়ন করে। অত্র প্রকল্পের আওতায় ৬৬০ জন হত-দরিদ্র তাঁতীদের প্রত্যেকে ১০,০০০ টাকা এবং তাঁত সরঞ্জাম প্রদান করা হয়। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে ৬৬০ তাঁতীরা দ্রুত তাঁত চালুকরতে সক্ষম হয়, যা তাদের স্বাভাবিক জীবিকায় ফিরে আসতে এবং আবার নিজের পায় দাড়াতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে।

Community Risk Assessment (CRA)

২০১২ -২০১৩

UNDP'র অর্থায়নে বাংলাদেশ সরকারের দুর্যোগ ব্যবস্থাপন ব্যুরো/অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত Comprehensive Disaster Management Programme (CDMP)-এর সহযোগিতায় এনডিপি Community Risk Assessment (CRA) প্রকল্পটি জামালপুর জেলার মেলানদহ ও ইসলামপুর উপজেলাতে বাস্তবায়ন করে। এ প্রকল্পের মূল কাজ ছিল সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নের সকল স্টেহোল্ডারদের অংশগ্রহন নিশ্চিতকরনের মাধ্যমে অত্র ইউনিয়নের ঝুঁকি চিহ্নিতকরণ, ঝুঁকি বিশ্লেষণ, অগ্রাধিকারকরণ এবং ঝুঁকিহ্রাস কারার জন্য পরিকল্পনা প্রস্তুত করা। স্থান, সম্পদ, সময় ও দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যাক্তি/প্রতিষ্ঠান চিহ্নিতকরণ ঝুঁকিহ্রাস পরিকল্পনার অন্যতম অংশ। এনডিপি সফলতার সাথে ১৪টি ইউনিয়নে ঝুঁকিহ্রাস পরিকল্পনা তৈরী করার পর সংশ্লিষ্ট দপ্তরে জমা দেয় এবং পরবর্তীতে বাস্তবায়নের জন্য ফলো-আপ করে।

Upazila Disaster Management Plan Development

২০১৩ -২০১৪

Community Risk Assessment (CRA) প্রকল্পটির অনুরুপ উপজেলা পর্যায়ে ঝুঁকিহ্রাস পরিকল্পনা তৈরীর জন্য Upazila Disaster Management Plan Development প্রকল্পটি তৈরী করা হয়। UNDP'র অর্থায়নে বাংলাদেশ সরকারের দুর্যোগ ব্যবস্থাপন ব্যুরো/অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত Comprehensive Disaster Management Programme (CDMP)-এর সহযোগিতায় এনডিপি অত্র প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করে। Upazila Disaster Management Plan Development প্রকল্পটি জামালপুর জেলার ইসলামপুর ও মেলানদহ এবং সিরাজগঞ্জ জেলার রায়গঞ্জ, উল্লাপাড়া, বেলকুচি ও কামারখন্দ উপজেলার দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা তৈরী করে। ২০১৩ সাল থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত চলমান এ প্রকল্পের মূল কাজ ছিল সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন ও উপজেলার সকল স্টেকহোল্ডারদের অংশগ্রহন নিশ্চিতকরনের মাধ্যমে অত্র উপজেলার ঝুঁকি চিহ্নিতকরণ, ঝুঁকি বিশ্লেষণ, অগ্রাধিকারকরণ এবং ঝুঁকিহ্রাস কারার জন্য পরিকল্পনা প্রস্তুত করা। স্থান, সম্পদ ও দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যাক্তি / প্রতিষ্ঠান চিহ্নিতকরণ ঝুঁকিহ্রাস পরিকল্পনার অন্যতম অংশ। এনডিপি সফলতার সাথে ৬টি উপজেলার ঝুঁকিহ্রাস পরিকল্পনা তৈরী করার পর সংশ্লিষ্ট দপ্তরে জমা দেয়, উপজেলার ওয়ের সাইটে আপলোড করে এবং পরবর্তীতে বাস্তবায়নের জন্য ফলো-আপ করে।

Investment Component for Vulnerable Group Development-ICVGD

২০১৫ -২০১৭

এফএসইউপি প্রকল্পের সাফল্যের ধারাবাহিকতায় এবং শিক্ষনের উপরে ভিত্তি করে বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি ইনভেষ্টমেন্ট কম্পোনেন্টে ফর ভালনারেবল গ্রুপ ডেভেলপমেন্ট (আইসিভিজিডি) প্রকল্পটি প্রনয়ন করে। অত্র প্রকল্পটি বাস্তবায়নে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান এবং এনডিপি মাঠ পর্যায়ে সহযোগী প্রতিষ্ঠান হিসেবে দায়িত্ব পালন করে। সিরাজগঞ্জ জেলার চৌহালি ও বেলকুচি উপজেলার ৪,১২৪ জন ভিজিডি কার্ডধারী নারীদের মধ্যে থেকে ২,০০০ জন দুঃস্থ নারীকে এ প্রকল্পের উপকারভোগী হিসেবে নির্বাচন করা হয়। এফএসইউপি প্রকল্পের মতোই এ প্রকল্পের উপকারভোগীদের আয়বর্ধনমূলক কাজ করার জন্য প্রত্যেক উপকারভোগীকে ব্যবসা কর্মপরিকল্পনা তৈরী বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান এবং নির্বাচিত ব্যবসার উপর ৩ দিনের প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য এককালীন ১৫,০০০ টাকা প্রদান করা হয়। উক্ত অর্থ তারা গরু মোটা তাজাকরণ, ছাগল পালন, হাঁস মুরগী পালন, দর্জির কাজ, ক্ষুদ্র ব্যবসা, বাঁশ বেতের কাজ, তাঁতের কাজ ইত্যাদি আয়বৃদ্ধিমূলক খাতে ব্যবহার করে। তবে দেখা যায় উপকারভোগীদের বেশির ভাগ অর্থাৎ ৯০ শতাংশের উপরে গরু পালন বা গরু মোটাতাজাকরণ খাতে ব্যবহার করেছে। অতি স্বল্প সময়ের মধ্যে অর্থাৎ ২০১৫ সাল থেকে ২০১৬ সাল পর্যন্ত দেখা যায় প্রত্যেক উপকারভোগী গড়ে ৫০,০০০ টাকার সমপরিমান সম্পদের মালিক হয়েছে এবং তাদের মাসিক আয় গড়ে ৩,০০০ টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং ৯০ শতাংশ পরিবারে সচ্ছলতা ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছে।

DFID: CLP-SHIREE-CLS এর সাথে পথ চলা

২০০৫ ২০১৭

DFID বাংলাদেশের জন্য একটি বৃহৎ উন্নয়ন সহযোগি প্রতিষ্ঠান। জন্মলগ্ন থেকেই এনডিপি DFID'র অর্থায়নে অনেক প্রকল্প বাস্তবায়ন করে আসছে । তবে কিছু প্রকল্প DFID কর্তৃক উদ্ভাবিত হয়ে জাতীয় পর্যায়ের প্রকল্প হিসেবে মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়িত হয় তার মধ্যে CLP, SHIREE, CLS প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এ সকল প্রকল্প বাস্তবায়নে অংশীদার হওয়া যে কোন প্রতিষ্ঠানের জন্য গর্বের। ২০০৫ সাল থেকে আজ পর্যন্ত ডিএফআইডি'র অর্থায়নে পরিচালিত এ সকল জাতীয় পর্যায়ের প্রকল্প বাস্তবায়নে অংশীদার হয়ে থাকা এনডিপি'র জন্য সত্যই গৌরবের বিষয়।

CLP-SHIREE-CLS এর সাথে পথ চলা সংক্ষিপ্তভাবে তুলে ধরা হলোঃ

Chars Livelihoods Programme (CLP)

২০০৫ - ২০১০

চর জীবিকায়ন কর্মসূচি বাংলাদেশ সরকারের স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রনালয়ের পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সার্বিক সহযোগিতায় এবং যুক্তরাজ্য সরকারের ডিপার্টমেন্ট ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট (ডিএফআইডি) এর অর্থায়নে Maxwell Stamp ম্যানেজমেন্ট এজেন্সি কর্তৃক বাস্তবায়িত দারিদ্র বিমোচন কর্মসূচি। এনডিপি ২০০৫ সালে এ প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য সিএলপি কতৃপক্ষের সাথে চুক্তি স্বাক্ষর করে। প্রকল্পটি সিরাজগঞ্জ জেলার সিরাজগঞ্জ সদর, বেলকুচি ও শাহজাদপুর উপজেলার ৮টি রিমোট চরে বাস্তবায়িত হয়। সিএলপি চরাঞ্চলের দারিদ্র বিমোচনের জন্য একটি সমন্বিত কর্মসূচি। এ প্রকল্পের অধিনে এনডিপি যে সকল কম্পোনেন্ট বাস্তবায়ন করে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: লাইভলিহুড, ইনফ্রাষ্ট্রাকচার, সামাজিক উন্নয়ন, প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা ও পুষ্টি এবং ভিলেজ সেভিংস এন্ড লোন। এছাড়াও অত্র প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন সময়ে আক্রান্ত জনগোষ্ঠীকে ত্রাণ সহযোগিতা প্রদান করা হয়। ২০০৫ সাল থেকে ২০১০ সাল পর্যন্ত চলমান এ কর্মসূচি আওতায় ৪,৫৮৬ হত-দরিদ্র পরিবারকে খানা প্রতি ১৪,০০০ টাকা সম্পদ ক্রয়ের জন্য এককালীন অর্থ প্রদান করা হয়। এছাড়াও ৫,১৭১ টি বসতবাড়ীর ভিটা উঁচু করা হয় এবং ৪,৫৭৭ টি সেনিটারী ল্যাট্রিন স্থাপন করা হয়। প্রকল্প শেষে দেখা যায় প্রত্যেক উপকারভোগীর গড়ে ৭২,০০০ টাকা সমপরিমান সম্পদের মালিক হয়েছেন এবং তাদের মাসিক আয় গড়ে ৩,৮৫০ টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং ৯১ শতাংশ পরিবার হতদরিদ্র থেকে দারিদ্র সীমার উপরে উঠে আসে। এছাড়াও সচেতনতা বৃদ্ধির ফলে পুষ্টি ও স্বাস্থ্যগত উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। সিএলপি প্রকল্পটি ৪,৫৮৬টি লক্ষ্যিত পরিবারে খাদ্য নিরাপত্তা ও নারীর ক্ষমতায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।

SHIREE:Improved Nutrients Intake through Crop Variety and Supplemetnation

২০০৯ - ২০১২

হত-দরিদ্র নিমূল করার জন্য SHIREE (stimulating household improvements resulting in economic empowerment) -এর তত্বাবধানে এবং ডিএফআইডি'র অর্থায়নে এনডিপি কর্তৃক বাস্তবায়িত Improved Nutrients Intake through Crop Variety and Supplemetnation প্রকল্পটি একটি উদ্ভাবনীমূলক প্রকল্প। বগুড়া জেলার ধুনট উপজেলার ৩ টি ইউনিয়নের ১,০৫৫ উপকারভোগীর মধ্যে এ প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হয়। অত্র প্রকল্পের আওতায় উপকারভোগীদের বিশেষত: শিশু ও নারীদের অপুষ্টি অবস্থা জানার জন্য হিমোগ্লোবিন টেষ্ট করা এবং অপুষ্টি ও রক্ত শূন্যতা দূর করার জন্য ফর্ট্রিফাইড নিউট্রিশন মাইক্রো-নিউট্রিয়েন্ট পাউডার প্রদান করা হয়। জমি লীজ নিয়ে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে

সবজি চাষ করার জন্য আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা প্রদান করা হয়। ফলে উপকারভোগীগন সবজি গ্রহনের ফলে তাদের পুষ্টির উন্নতি হয় এবং একই সাথে অতিরিক্তি সবজি বিক্রয় করে আর্থিকভাবে লাভবান হয়, যা তাদের পরিবারের আয় বৃদ্ধিতে সহায়ক হয়। ২০০৯ থেকে ২০১২ পর্যন্ত বাস্তবায়নকৃত প্রকল্পের শেষে দেখা যায় উপভোগীদের মধ্যে রক্ত শূণ্যতার হার ৫৩% কমেছে, তাদের বাৎসরিক গড় আয় ৩৭,৩৬৩ টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং ঐ সময়ে তাদের সম্পদের গড় মূল্য ছিল ২৩,০৭৬ টাকা।

Chars Livelihoods Programme (CLP)-2

২০১১ - ২০১৩

চর জীবিকায়ন কর্মসূচি ডিএফআইডি'র একটি ফ্লাগশিপ প্রকল্প। প্রথম পর্বের সফলতার জন্য ২০১১ সাল থেকে প্রকল্পটি চর জীবিকায়ন কর্মসূচি-২ নতুন নামকরণের মাধ্যমে শুরু হয়। এনডিপি অত্যন্ত সফলভাবে এবং স্বচ্ছতার সাথে প্রথম পর্বের প্রকল্প বাস্তবায়ন করায় দ্বিতীয় পর্যায়ে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করার জন্য সিএলপি কর্তৃপক্ষের সাথে আবারো চুক্তিবদ্ধ হয়। পাবনা জেলার বেড়া উপজেলাধীন যমুনা নদীর অভ্যন্তরীন ৫টি ইউনিয়নের মোট ১৩টি গ্রামে প্রকল্পের উপকারভোগীদের মাঝে অবকাঠামো উন্নয়ন ও সম্পদ হস্তান্তরের পাশাপাশি বিভিন্ন সামাজিক ও উন্নয়নমূলক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেছে। ২০১১ সাল থেকে ২০১৩ সাল পর্যন্ত চলমান এ কর্মসূচি আওতায় ১,৯২০ টি হত-দরিদ্র পরিবারকে খানা প্রতি ১৭,৫০০ টাকা সম্পদ ক্রয়ের জন্য নগদ অর্থ প্রদান করা হয়। ১,৫২০ টি বসতবাড়ীর ভিটা উঁচু করা হয় এবং ১,১২০ টি সেনিটারী ল্যাট্রিন স্থাপন করা হয়। নগদ অর্থ বেশীরভাগ উপকারভোগী গরু পালনের জন্য ব্যবহার করে। প্রকল্পের পক্ষ থেকে গরু ক্রয় ও পালন বিষয়ক প্রশিক্ষণ, খাদ্য, পরিচর্যা, চিকিৎসা সহ বিভিন্ন বিষয়ে কারিগরি সহায়তা প্রদান করা হয়।

সিএলপি প্রকল্পটি ১,৯২০ টি লক্ষ্যিত পরিবারে খাদ্য নিরাপত্তা ও নারীর ক্ষমতায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। প্রকল্প শেষে সিএলপি'র একটি সমীক্ষায় দেখা যায়, প্রত্যেক উপকারভোগীর গড়ে ৭৮,৫৩২ টাকা সমপরিমান সম্পদের মালিক হয়েছে এবং তাদের মাসিক আয় গড়ে ৩,৯৪৫ টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং ৮৮ শতাংশ পরিবার (গ্রাজুয়েশনের ৬ অথবা অধিক ক্রাইটেরিয়া) হতদরিদ্র থেকে দারিদ্র সীমার উপরে উঠে এসেছে। এছাড়াও সচেতনতা বৃদ্ধির ফলে উল্লেখযোগ্যভাবে ক্ষমতায়ন, পুষ্টি ও স্বাস্থ্যগত উন্নতি হয়েছে।

CLS: Improved Justice And Legal Services (IJLAS)

২০১৩ - ২০১৭

Community Legal Services (CLS) ডিএফআইডি'র অর্থায়নে পরিচালিত আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প। এনডিপি লাইট হাউস কনসোর্টিয়ামের অধীনে এই প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য ২০১৩ সালে চুক্তিবদ্ধ হয়। সিরাজগঞ্জ জেলার বেলকুচি ও কাজিপুর উপজেলায় সমাজের নিপীড়িত ও নির্যাতিত জনগোষ্ঠী বিশেষত: নারীদের আইনি সহায়তা প্রদানের লক্ষ্য নিয়ে ইজলাস প্রকল্পটি কার্যক্রম শুরু করে। প্রকল্প কার্যালয়টি একটি আইনি সহায়তা কেন্দ্র হিসাবে কাজ করে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে স্থানীয় প্রশাসন, পুলিশ বিভাগ, নামকরা উকিল এর সাথে সংযোগ ও সম্পর্ক উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন সংযোগ কর্মশালা, সচেতনতামূলক কর্মসূচি আয়োজন করে। ২০১৩ সাল থেকে ২০১৬ সাল পর্যন্ত প্রকল্পটির মধ্যেমে ৭৯৭ টি অভিযোগ বা কেস জেলা আইনগত সহায়তা কমিটি, গ্রাম আদালত, শালিসি পরিষদ ও থানায় রেফার করা হয়, যার মধ্যে ৪৯৪ টি কেস মিমাংসা হয় এবং ৯০ কেস অফিস পর্যায়ে প্যানেল আইনজীবির মধ্যস্থতায় মেডিয়েশন করা হয়। এছাড়াও কমিউনিটি পর্যায়ে প্যানেল আইনজীবির মাধ্যমে বিনামূল্যে কমিউনিটি এলাকার ২,৯৮৩ জনকে আইন বিষয়ে পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে । ফলস্বরূপ বেলকুচি ও কাজিপুর উপজেলার নিপীড়িত ও নির্যাতিত মানুষ আজ সচেতনতার পাশাপাশি বিভিন্ন ধরনের আইনী পরামর্শ ও অধিকার প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে অবগত হওয়ার কারণে তারা এর সুফল ভোগ করছে।

Chars Livelihoods Programme (CLP) 2.6

২০১৪ - ২০১৬

সফলতার হাত ধরে ২০১৩ সালে এনডিপি সিএলপি কর্মসূচি টাঙ্গাইল জেলার ভূয়াপুর উপজেলাধীন চরাঞ্চলে বাস্তবায়নের জন্য চুক্তিবদ্ধ হয়। সিএলপি-২ কর্মসূচির অনুরুপ এ প্রকল্পটির উল্লেখযোগ্য কম্পোনেন্ট গুলো হলো: লাইভলিহুড, ইনফ্রাস্ট্রাক্চার, সামাজিক উন্নয়ন, প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা ও পুষ্টি এবং ভিলেজ সেভিংস এন্ড লোন। লাইভলিহুড ইউনিটের অধীনে উপকারভোগীদের সম্পদ ক্রয়ের জন্য ১,১৭৪ পরিবারের প্রতি জনকে ১৮,০০০ টাকা এবং ২৪ মাসে প্রত্যেকে ৫০০ টাকা করে ভাতা প্রদান করা হয়। অধিকাংশ উপকারভোগী এ অর্থ দ্বারা পশুসম্পদ ক্রয় করে। প্রকল্প হতে পশুসম্পদ ক্রয় ও পালন বিষয়ক প্রশিক্ষণ, খাদ্য, পরিচর্যা, চিকিৎসা সহ বিভিন্ন বিষয়ে কারিগরি সহায়তা প্রদান করা হয়। ইনফ্রাষ্ট্রাক্চার ইউনিটের অধীনে ১,৭১৭ টি বাড়ীভিটা উঁচু করা হয়, ৫৩৯ টি টিউবয়েল এবং ১,২৩৩ টি সেনিটারী ল্যাট্রিন স্থাপন করা সহ অনেক স্বাস্থ্য ও পুষ্টি ইউনিটের আওতায় স্বাস্থ্য ক্যাম্প, স্যাটেলাইট ক্যাম্প, হেলথ সেশন পরিচালনা করা হয়। সামাজিক উন্নয়ন ইউনিটের আওতায় সামাজিক বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। ভিলেজ সেভিংস এন্ড লোন ইউনিটের আওতায় দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে সঞ্চয় ও পুঁজি গঠন এবং নিজেদের মধ্যে ঋণ গ্রহনে উদ্বুদ্ধ করা হয়। ২০১৪ সাল থেকে শুরু করে ২০১৬ সাল পর্যন্ত চলমান প্রকল্পটি শেষে দেখা যায় ১,১৭৪টি পরিবার (সিপিএইচ) প্রত্যেকে গড়ে ৬২,৪০০ টাকা সমপরিমান সম্পদের মালিক হয়েছে । তাদের মাসিক আয় গড়ে ৩,২৫০ টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে ও ৭৯ শতাংশ পরিবার হতদরিদ্র থেকে দারিদ্র সীমার উপরে উঠে আসে। এই প্রকল্পটি ভূয়াপুর উপজেলার ১,১৭৪ টি লক্ষিত পরিবারে দারিদ্র বিমোচনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।

CARE-Bangladesh-এর সাথে পথ চলা

১৯৯৬ ২০১৭

যে সকল সহযোগি প্রতিষ্ঠানের হাত ধরে এনডিপি'র যাত্রা শুরু তাদের মধ্যে CARE-Bangladesh অন্যতম। এনডিপি'র সূচনালগ্নের বয়স যখন মাত্র চার বছর অর্থাৎ ১৯৯৬ সালে কেয়ার-বাংলাদেশের একটি ত্রাণ কার্যক্রমের মধ্যে দিয়ে এই যাত্রার সুত্রপাত হয়। মূলত: এই পার্টনারশীপের মধ্যে দিয়ে এনডিপি'র ভিত্তি বীজ রোপিত হয়। অংশীদারিত্বের সম্পর্কের বয়স ২১ বছর পেরিয়ে গেছে।

CARE-Bangladesh-এর সাথে পথ চলা সংক্ষিপ্তভাবে তুলে ধরা হলোঃ

Emergency Response

১৯৯৬ - ২০০৭

সিরাজগঞ্জ দুর্যোগ কবলিত একটি জেলা। শৈত্য প্রবাহ, বন্যা, নদী ভাঙ্গন ইত্যাদি দুর্যোগ যেন নিত্য সঙ্গী। এনডিপি বিভিন্ন সময়ে কেয়ার-বাংলাদেশের সহযোগিতায় দুর্যোগে আক্রান্ত জনগোষ্ঠীর প্রতি সাহায্যের হাত বাড়িয়েছে। ত্রাণ সামগ্রী বিতরণের মাধ্যমে দুঃস্থ জনগোষ্ঠীর পাশে দাঁড়িয়েছে। ফলে আক্রান্ত জনগোষ্ঠী নতুন করে বাঁচার স্বপ্ন দেখেছে। Emergency Response -এর একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস তুলে ধরা হলোঃ

	দুর্যোগের ধরন	*ত্রাণ সামগ্রীর বিবরণ*	*পরিবার সংখ্যা*
১৯৯৬	শৈত্য প্রবাহ	কম্বল	৫,৫০০
১৯৯৭	বন্যা	চাল, ডাল, লবণ ও তেল (১৫ আইটেম)	৫,০০০
১৯৯৮	বন্যা	চাল- ১৫ কেজি, ডাল -২ কেজি, লবণ - ১ কেজি ও তেল- ১ লিটার	৬,০০০
১৯৯৯	বন্যা	ধান ও সবজি বীজ	৭,০০০
১৯৯৯	বন্যা	ল্যাট্রিন স্থাপন	২,০০০
১৯৯৯	বন্যা	টিউবওয়েল স্থাপন	১,৩৫০
১৯৯৯	বন্যা	ঘর নির্মান/ মেরামত	১,৩৫০
২০০৪	বন্যা	চাল- ১৫ কেজি, ডাল -২ কেজি, লবণ - ১ কেজি ও তেল- ১ লিটার	১৭,০৯৫
২০০৫	বন্যা	ধান ও সবজি বীজ	৫,৩৫০
২০০৭	বন্যা	BP-5-Biscuit 3 packets	১,০৫৬
২০০৭	বন্যা	চাল- ১০ কেজি, ডাল -১ কেজি, লবণ - ১ কেজি ও তেল- ১ লিটার	১,০০০

Inter-Fish Project

১৯৯৯ - ২০০১

Inter-Fish প্রকল্পটি হলো কেয়ার বাংলাদেশের সাথে এনডিপি'র প্রথম উন্নয়ন প্রকল্প। অত্র প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য কেয়ার-বাংলাদেশ ও এনডিপি'র মধ্যে ১৯৯৯ সালে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। প্রকল্পটি সিরাজগঞ্জ জেলার রায়গঞ্জ উপজেলাতে বাস্তবায়িত হয়। ধানক্ষেতে মাছ চাষ ও সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা হলো এ প্রকল্পের অন্যতম কাজ। ১৯৯৯ সাল থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত ৩ বছর ব্যাপী চলমান প্রকল্পটির সহযোগিতায় ৬০০ জন কৃষকের আয় ২০ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। সমন্বিত বালাই নাশক ব্যবস্থাপনার ফলে বিষমুক্ত সবজি ও ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি পায় এবং পরিবেশের উন্নয়ন ঘটে।

Flood Proofing Project

১৯৯৯ - ২০০১

ত্রাণ কার্যক্রম ও Inter-Fish প্রকল্পটির সফলভাবে বাস্তবায়নের পর এনডিপি Flood Proofing Project (FPP) টি সিরাজগঞ্জ সদর উপজেলায় বাস্তবায়নের জন্য কেয়ার-বাংলাদেশের সাথে সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষর করে। FPP ছিল তৎকালীন বাংলাদেশ প্রেক্ষাপটে প্রথম বন্যার ঝুঁকিহ্রাস প্রকল্প। সিরাজগঞ্জ সদর উপজেলার বন্যা আক্রান্ত জনগোষ্ঠীর বন্যার বিপদাপন্নতা, ঝুঁকিহ্রাস ও তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এ প্রকল্পটি ২০০২ সাল থেকে ২০০৪ সাল পর্যন্ত বাস্তবায়িত হয়। অত্র প্রকল্পের আওতায় ২০৫ টি ল্যাট্রিন, ১৪ টি প্রস্রাবখানা, ৫ টি ফ্লাড শেল্টার, ২০ টি কমিউনিটি প্লেস নির্মাণ করা হয় এবং ৩৩৩ টি বসতবাড়ী উঁচু করা হয়। এ সকল অবকাঠামো চরাঞ্চলের বিপদাপন্নতা বহুলাংশে হ্রাস করে। দুর্যোগ বিষয়ক সচেতনতা বৃদ্ধির সাথে সাথে তাদের আয় বৃদ্ধিমূলক কাজে অংশগ্রহনের মধ্য দিয়ে চরাঞ্চলের ১৫,০০০ পরিবারের দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস পায় এবং তারা টেকসই উন্নয়নের পথে চলা শুরু করে।

SHOUHARDO কর্মসূচি

২০০৬ - ২০১০

Strengthening Respond to Household Abilities to Development Opportunities (SHOUHARDO) কর্মসূচিটি সমসাময়িক সময়ের USAID কর্তৃক অর্থায়নকৃত সবচেয়ে বড় উন্নয়ন প্রকল্প গুলোর অন্যতম। Flood Proofing Project এর সফল সমাপ্তির পর এনডিপি কেয়ার-বাংলাদেশের সহযোগিতায় SHOUHARDO কর্মসূচি বাস্তবায়ন শুরু করে। ৪টি সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য- কৃষি, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি, নারীর ক্ষমতায়ন ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কে সামনে রেখে সিরাজগঞ্জ জেলার সিরাজগঞ্জ সদর ও কাজিপুর উপজেলার সুবিধা বঞ্চিত অঞ্চলে এ প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হয়। সৌহার্দ্য-১ কর্মসূচির আওতায় ৩,৩৩৯ জন গর্ভবতী নারী ও প্রসূতি মা-দের মাঝে ৩০ মাস ব্যাপী প্রত্যেক মাসে একবার রেশন বিতরণ করা হয়; ৪,০৩৩ টি পরিবারকে আয় বৃদ্ধির জন্য আর্থিক ও কারিগরি সহযোগিতা প্রদান করা হয়; ৮৪৬টি পরিবারকে সমন্বিত বসতবাড়ী উন্নয়নের জন্য সহযোগিতা করা হয়; ৩১৪ টি টিউবওয়েল স্থাপন করা হয়। এছাড়াও নারীদের ক্ষমতায়নের জন্য ৩৫টি একতা দল গঠন করা করা হয়। ২০০৬ সাল থেকে ২০১০ সাল পর্যন্ত চলমান প্রকল্পটি এ অঞ্চলের মানুষের জীবন-মান উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটাতে সক্ষম হয়। অত্র প্রকল্পের ফলে ৭৮ শতাংশ পরিবারের খাদ্যের অনিরাপত্তা স্থায়ীভাবে হ্রাস পায়; ১০০ ভাগ পরিবারে সুপেয় পানি ও সেনিটেশন সুবিধা নিশ্চিত হয়; ৮৫ শতাংশ শিশুর স্বাভাবিক বৃদ্ধি ঘটে; মা ও শিশু মত্যুর হার হ্রাস পায় এবং নারীদের ক্ষমতায়নের পথ সুদৃঢ় হয়। দরিদ্র জনগোষ্ঠীর স্থানীয় সম্পদে অধিগম্যতা বৃদ্ধি পায়। শিশু শিক্ষার হার ৯০ শতাংশে উন্নীত হয়। এছাড়াও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে আর্থ-সামাজিকসহ বিভিন্ন বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি পায়।

SHOUHARDO-II কর্মসূচি

২০১১ - ২০১৫

USAID-CARE-Bangladesh SHOUHARDO-II কর্মসূচির সাফল্যের আলোকে SHOUHARDO-II কর্মসূচি প্রনয়ন করে। সারা বাংলাদেশের যে সকল স্বনামধন্য এনজিও এই কর্মসূচি বাস্তবায়নের সুযোগ পায় তার মধ্যে এনডিপি অন্যতম। কর্মসূচিটি ২০১১ সাল থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত পাবনা জেলার বেড়া ও ভাঙ্গুড়া উপজেলার ১২টি ইউনিয়নের ১১৮টি গ্রামের ২১,১২৯ হতদরিদ্র পরিবারের জন্য খাদ্য নিরাপত্তাহীনতা হ্রাস করার জন্য কাজ করেছে। সৌহার্দ্য-২ কর্মসূচির আওতায় ১২,৪৯৩ গর্ভবতী নারী ও প্রসূতি মা-দের মাঝে ২,০৫৯ মেট্রিক টন রেশন বিতরণ করা হয়; ২০,৯০৩ পরিবারকে আয় বৃদ্ধির জন্য আর্থিক ও কারিগরি সহযোগিতা প্রদান করা হয়; ১,৩০০ পরিবারকে সমন্বিত বসতবাড়ী উন্নয়নের জন্য সহযোগিতা করা হয়; নারীদের ক্ষমতায়নের জন্য ৩৪টি একতা দল গঠন করা করা হয়; শিশু শিক্ষার জন্য ৩৫ টি ইসিসিডি, ৩০টি এসবিকে এবং ৩০টি প্রি-স্কুল পরিচালনা করা হয়। ২০১১ সাল থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত পরিচালিত প্রকল্পটি ২১,১২৯ টি হত-দরিদ্র মানুষের জীবন-মান উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে; ১০০ ভাগ পরিবারে সুপেয় পানি ও সেনিটেশন সুবিধা নিশ্চিত করা, ৮৫ শতাংশ শিশুর স্বাভাবিক বৃদ্ধি নিশ্চিত করা এবং শিশু শিক্ষার হার ৯০ শতাংশে উন্নীত করা। এছাড়াও এ কর্মসূচির অন্যান্য

অর্জনগুলোর মধ্যে রয়েছে মা ও শিশু মৃত্যুর হার হ্রাস,নারীদের ক্ষমতায়ন, দরিদ্র জনগোষ্ঠীর স্থানীয় সম্পদে অধিগম্যতা সৃষ্টি এবং তাদের মধ্যে আর্থ-সামাজিকসহ বিভিন্ন বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি। সামগ্রিকভাবে অত্র প্রকল্পের উল্লেখযোগ্য অর্জন হলো ৮৩ শতাংশ পরিবারের খাদ্যের অনিরাপত্তা স্থায়ীভাবে কমিয়ে আনা।

SHOUHARDO-III কর্মসূচি

দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় পার্টনারশিপের হাত ধরে ও সাফল্যের সূত্র ধরে এনডিপি বর্তমানে SHOUHARDO-III কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। ২০১৬ সালের জানুয়ারী মাসে সৌহার্দ্য-৩ কর্মসূচির যাত্রা শুরু হয়, যা আগামী ৫ বছর অর্থাৎ ২০২০ সালের জুন পর্যন্ত চলবে। প্রকল্পটি সিরাজগঞ্জ জেলার বেলকুচি, চৌহালি, শাহজাদপুর উপজেলার ১৬টি ইউনিয়নের ১৪০টি গ্রামের মোট ৩৩,২৫৮টি হতদরিদ্র ও দরিদ্র পরিবারের উন্নয়নে বাস্তবায়িত হবে। কর্মসূচির লক্ষ্য হলো আগামী ২০২০ সালের মধ্যে Improved gender equitable food security, nutrition and resilience of vulnerable people living in Sirajganj district in Char region in Bangladesh. প্রকল্পের প্রধান প্রধান কাজসমূহের মধ্যে কৃষি ও জীবিকায়ন, স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও পরিচ্ছন্নতা, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, নারীর ক্ষমতায়ন, সুশাসন প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি। ইতোমধ্যে উপকারভোগী নির্বাচন এবং ভিডিসি কমিটি গঠন শেষে বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ ও সচেতনতামুলক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। এছাড়া ১,৭৮৯টি উপকারভোগী পরিবারকে আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ড অংশগ্রহনের জন্য আর্থিক সহযোগিতা প্রদান করেছে এবং ৫,৯৯৫ জন গর্ভবতী ও প্রসূতি মা'দের মাঝে মাসিক রেশন হিসাবে প্রায় ৭ কেজি গম, ১ কেজি ফর্টিফাইড তেল ও ১.৫ কেজি ডাল বিতরণ করছে।

২০১৬ - ২০১৭

SDC-Inter Cooperation-Swisscontact-এর সাথে পথ চলা

১৯৯৬ ২০১৭

যে সকল প্রতিষ্ঠানের হাতে হাত রেখে এনডিপি'র যাত্রা শুরু হয় তাদের মধ্যে Swiss Agency for Development Cooperation (SDC)-'র আর্থিক সহায়তায় Inter Cooperation (IC) কর্তৃক পরিচালিত Village Farm and Forestry Project (VFFP) প্রকল্প অন্যতম। ১৯৯৪ সালে VFFP প্রকল্পের মধ্যে দিয়ে এসডিসি'র অর্থায়নে পরিচালিত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে এনডিপি'র যাত্রা শুরু হয়, পরবর্তীতে LEAF, SHAKTI, Samriddhi, M4C প্রভৃতি প্রকল্পের মধ্যে দিয়ে অদ্যবধি সে ধারা অব্যহত রয়েছে যা এনডিপি'র জন্য নিঃসন্দেহে একটি গৌরবের বিষয়।

Inter Cooperation-Swisscontact-এর সাথে পথ চলা সংক্ষিপ্তভাবে তুলে ধরা হলোঃ

Village Farm and Foresty Project

১৯৯৪ - ২০০৪

এনডিপি প্রতিষ্ঠার মাত্র দুই বছরের মাথায় এসডিসি'র আর্থিক সহযোগিতায় Inter Cooperation (IC) কর্তৃক পরিচালিত Village Farm and Forestry Project (VFFP) প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য পার্টনারশীপ এগ্রিমেন্ট স্বাক্ষরিত হয়। ১৯৯৪ সাল থেকে ২০০৪ সাল পর্যন্ত প্রকল্পটি সিরাজগঞ্জ জেলার সিরাজগঞ্জ সদর, কামারখন্দ, রায়গঞ্জ ও বেলকুচি উপজেলায় বাস্তবায়িত হয়। এই প্রকল্পের আওতায় ৪,৪৯৫ জন কৃষক ১২,৬০,৫১২টি গাছ তাদের বাড়ীতে এবং ৯,৯৯,০৮০টি গাছ শস্য জমির পাশে রোপন করে। এছাড়া ৪৮ জন নার্সারী মালিক ৬৮,২৫,০০০টি গাছের চারা উৎপাদন করে বাজারজাত করে। অত্র প্রকল্পের ফলে এলাকাতে বনায়ন বৃদ্ধি পায় এবং কৃষকেরা আর্থিকভাবে লাভবান হয়। নার্সারি মালিকগণ উন্নত পদ্ধতিতে গাছের চারা উৎপাদন করে আর্থিকভাবে লাভবান হয়। সার্বিকভাবে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় এ প্রকল্প গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে।

Livelihood Empowerment and Agro Forestry (LEAF) and SHAKTI Project

২০০৪ - ২০১০

VFFP প্রকল্পটির সাফল্যের ধারাবাহিকতায় Livelihood Empowerment and Agro Forestry (LEAF) প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য এনডিপি পূনরায় Inter Cooperation (IC) এর সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়। পরবর্তীতে SHAKTI নামে আরো একটি কম্পোনেন্ট অত্র প্রকল্পের সাথে যুক্ত হয়। লীফ ও শক্তি প্রকল্পটির কর্মএলাকা ছিল সিরাজগঞ্জ জেলার সিরাজগঞ্জ সদর, কামারখন্দ ও রায়গঞ্জ উপজেলার ৭টি ইউনিয়ন। ২০০৪ সাল থেকে ২০১০ সাল পর্যন্ত বাস্তবায়নকৃত প্রকল্পটির আওতায় ২৬০ টি সিবিও এবং ৮৪টি কাস্টার গঠন করা হয়। ২১৬ জন স্থানীয় সেবাদানকারী ব্যক্তির (এলএসপি'র) দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে সিবিও এবং কাষ্টার পর্যায়ে বিভিন্ন সেবা নিশ্চিত করা হয়। অত্র প্রকল্পের ফলে ২,৭৫৩ জন ব্যক্তির কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়। সিবিও কর্তৃক উৎপাদিত পণ্য বাজারে প্রবেশগম্যতা এবং ইনপুট ও আউটপুট মার্কেটের সাথে সংযোগ তৈরী হবার ফলে এ প্রকল্পের সদস্যদের আয় গড়ে ৮৫ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। এছাড়াও এনডিপি Inter Cooperation (IC) এর সহযোগিতায় ২০০৭ ও ২০০৮ সালে বন্যা পরবর্তী পূনর্বাসন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে।

The honorable Switzerland Ambassador visited NDP's LEAF Project

Samriddhi Project

২০১০ - ২০১৩

সমৃদ্ধি (Samriddhi) প্রকল্পটি মূলতঃ LEAF and SHAKTI প্রকল্পের একটি সম্পুরক প্রকল্প। এনডিপি SDC'র অর্থায়নে HELVETAS Swiss Inter Cooperation এর সহযোগিতায় অত্র প্রকল্পটি ২০১০ সাল থেকে ২০১৩ সাল পর্যন্ত বাস্তবায়ন করে। প্রকল্পটি সিরাজগঞ্জ জেলার সিরাজগঞ্জ সদর, কামারখন্দ ও রায়গঞ্জ উপজেলার ৭টি ইউনিয়নে বাস্তবায়িত হয়। বেশ কিছু ভ্যালুচেইন উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রকল্পটি কাজ করে, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- ডেইরী, ঔষধি গাছ, শিতলপাটি, কটনক্রাফ্‌ট, জুটক্রাফ্‌ট, ইত্যাদি। দুগ্ধ গ্রাম তৈরী, রাশি গ্রাম তৈরী, শীতল পাটি গ্রাম তৈরী, ঔষধি গাছ উৎপাদন গ্রাম এবং কারচুপি গ্রাম তৈরী এ প্রকল্পের অন্যতম সাফল্য কাহিনী। ইনপুট ও আউটপুট মার্কেটের সাথে সংযোগ তৈরীর ফলে সমৃদ্ধি প্রকল্পের ৪,৫৮৫ সদস্যদের আয় গড়ে ৯০ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। এছাড়াও অত্র প্রকল্পের আওতায় দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসের জন্য কমিউনিটি অবকাঠামো তৈরী ও দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

Making Markets Work for the Jamuna, Padma and Teesta Chars (M4C)

২০১২ - ২০১৯

২০১২ সালে এনডিপি SDC এর অর্থায়নে এবং Swisscontact বাংলাদেশ কর্তৃক পরিচালিত M4C প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য চুক্তিবদ্ধ হয়। প্রাথমিক পর্যায়ে প্রকল্পটির মেয়াদ ৩০ মাস হলেও পরবর্তীতে প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধি হতে থাকে এবং আগামী ২০১৯ সাল পর্যন্ত প্রকল্পটির কার্যক্রম অব্যহত থাকবে। বিগত বছরগুলোতে এনডিপি-এমফোরসি প্রকল্পটি সিরাজগঞ্জ জেলার কাজিপুর, সিরাজগঞ্জ সদর, বেলকুচি ও চৌহালী, পাবনা জেলার বেড়া, টাঙ্গাইল জেলার ভূঞাপুর ও টাঙ্গাইল সদর, জামালপুর জেলার সরিষাবাড়ী, ইসলামপুর, দেওয়ানগঞ্জ ও বক্সীগঞ্জ এবং কুড়িগ্রাম জেলার রৌমারী ও রাজিবপুর সহ ৫টি জেলার ১৩টি উপজেলায় কার্যক্রমটি বাস্তবায়িত হয়। বর্তমানে এ প্রকল্পের কার্যক্রম সিরাজগঞ্জ জেলার মধ্যে সীমাবদ্ধ রয়েছে। ২০১২ সাল থেকে শুরু করে অদ্যবধি এ প্রকল্পের অর্জন অনেক। এ প্রকল্পটি চরাঞ্চলের উৎপাদন ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন এনেছে। চরাঞ্চলে ভূট্টার ব্যাপক চাষ এবং চরের মরিচ প্রাণ কোম্পানীর হাত ধরে বিদেশে রপ্তানী এ প্রকল্পের অন্যতম সাফল্য। প্রায় ১২,০০০ কৃষক সরাসরি উপকৃত হয়েছে এবং ফসল উৎপাদন, মান নিয়ন্ত্রন, বাজারজাতকরন নিশ্চিত হয়েছে। চরাঞ্চলের কৃষকদের সাথে সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা'র কর্মকর্তা/প্রতিনিধির সম্পর্ক দৃঢ় হয়েছে। বিভিন্ন কোম্পানীর প্রায় ৪০০ রিটেইলার, ৪০টির মতো ডিলারশীপ ব্যবস্থার পাশাপাশি ৫টি বিক্রয় ও সেবা কেন্দ্র ছাড়াও চরে চলাচলের উপযোগি চরের গাড়ী, আদর্শ নৌকা ও নৌকা ঘাট, পাকা রাস্তা নির্মান, নৌকায় উঠার জন্য ভাসমান ল্যান্ডিং ষ্টেশন সহ বিভিন্ন স্থায়ী স্থাপনা তৈরি করা হয়েছে। ফলে বাজার ব্যবস্থা আগের চেয়ে অনেক সহজতর হয়েছে।

Rural Training and Production Center (RTPC) Project

২০১৩

ইতোমধ্যে এনডিপি SDC'র অর্থায়নে এবং Swisscontact-এর সহযোগিতায় Rural Training and Production Center (RTPC) প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করেছে। সিরাজগঞ্জ জেলার কাজিপুর উপজেলার যমুনা তীরবর্তী চরাঞ্চলে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হয়। চরাঞ্চলের নারীদের কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে ৪০০ জন নারীকে হস্তশিল্প তৈরি বিষয়ক ২ মাস ব্যাপী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। প্রশিক্ষণ শেষে নারীরা বিভিন্ন ধরনের হস্তশিল্প তৈরী করতে সক্ষমতা অর্জন করে। হাতে বুনানো প্রশিক্ষণ সোসাইটি নামক একটি প্রতিষ্ঠান এ প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য কারিগরি সহায়তা প্রদান করে ও যাবতীয় মালামাল সরবরাহ করে। নারীরা প্রতিটি হস্তশিল্প তৈরীর জন্য একটি নির্দিষ্ট হারে মজুরি পেয়ে থাকে। অত্র প্রকল্পের ফলে চরাঞ্চলের নারীদের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। প্রতিটি নারী গড়ে প্রতি মাসে ২,০০০-৩,০০০ টাকা আয় করছে, যা তাদের জীবন-মান উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে।

Char Micro-finance Project

২০১৫-২০১৮

চরাঞ্চলের কৃষকরা ঋণ সুবিধা থেকে বঞ্চিত, কারন সেখানে কোন ক্ষুদ্রঋণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান কৃষকদের উপযোগী ঋণ প্রদান করছে না। SDC এর অর্থায়নে এবং Swisscontact বাংলাদেশ কর্তৃক পরিচালিত M4C প্রকল্প এনডিপি-কে সহযোগিতা প্রদান করেছে চরাঞ্চলে ব্রাঞ্চ স্থাপনের মাধ্যমে চরাঞ্চলের কৃষকদের ঋণ প্রাপ্তি সহজলভ্য করার লক্ষ্যে এবং কৃষকদের উপযোগি ঋণ প্রদান করতে। চরের কৃষকগণ মূলত: ফসল চাষের উপর তাদের জীবিকা নির্বাহ করে। তাই তাদের ফসল উৎপাদন বৃদ্ধিসহ ভালোমানের সার-বীজ ব্যবহারের জন্য সময়মত টাকা দরকার। এজন্য তাদের সময়মত টাকার জন্য প্রয়োজন কৃষি ঋণ। কারণ তারা ফসল উত্তোলন ছাড়া ঋণের টাকা পরিশোধ করতে সক্ষম নয়। এই প্রয়োজনের কথা বিবেচনায় নিয়ে ২০১৫ সাল থেকে প্রকল্পের আওতায় ২,০০০ চরের কৃষকের সহজ শর্তে কৃষি ঋণ প্রাপ্তি নিশ্চিত করা হয়েছে। এর ফলে তারা তাদের উৎপাদন আগের তুলনায় দেড় থেকে দুইগুন বৃদ্ধি পেয়েছে এবং আর্থিকভাবে বেশি লাভবান হচ্ছে।

European Union (EU) এর সাথে পথ চলা

২০১৩ ২০১৭

এনডিপি ইউরোপীয়ান ইউনিয়ন (ইইউ)- এর অর্থায়নকৃত বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করলেও সরাসরি ইইউ-এর ফান্ড প্রাপ্তি এবং সাথে কাজ করার কোন অভিজ্ঞতা ছিল না। সাধারনত: দেশের বৃহৎ প্রতিষ্ঠান অথবা আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলো ইউরোপীয়ান ইউনিয়ন থেকে সরাসরি ফান্ড পেয়ে থাকে। Enhance Resilient Capacities of the Community People in Disaster Risk Reduction প্রকল্পের মাধ্যমে এনডিপি ইউরোপীয়ান ইউনিয়ন (ইইউ)-এর সাথে সরাসরি কাজ করার সুযোগ পায়। প্রিপট্রাস্ট-এর স্মাইলিং প্রজেক্ট এনডিপি'কে ইউরোপীয়ান ইউনিয়নের সাথে সংযোগ স্থাপনে ক্যাপাসিটি বিল্ডিং করেছে। ২০১০ সাল থেকে ২০১৩ সাল পর্যন্ত ইউরোপীয়ান ইউনিয়নের সাথে পথ চলা ছিল এনডিপি'র জন্য একটু ভিন্নরকম অভিজ্ঞতা। বাংলাদেশে নিযুক্ত ইউরোপীয়ান ইউনিয়ন-এর ততকালীন হাই কমিশনার/ এ্যাম্বাসেডর মিষ্টার উইলিয়াম হানা প্রকল্পটির কার্যক্রম পরিদর্শন করে, সে দিনটি ছিল এনডিপি'র জন্য একটি উল্লেখযোগ্য স্মরনীয় দিন। প্রকল্পটির একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ তুলে ধরা হলোঃ

Enhance Resilient Capacities of the Community People in Disaster Risk Reduction Project

২০১০ - ২০১৩

Enhance Resilient Capacities of the Community People in Disaster Risk Reduction Project বা দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসে জনগণের সক্ষমতা বৃদ্ধি প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য এনডিপি ২০১০ সালে European Union (EU) এর সাথে চুক্তি স্বাক্ষর করে। সিরাজগঞ্জ জেলার কাজিপুর, সিরাজগঞ্জ সদর, বেলকুচি, শাহজাদপুর ও চৌহালি উপজেলার ৪৮টি ইউনিয়ন ও ৪ টি পৌরসভাতে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হয়। OREDAR and PARAS নামে ২টি স্থানীয় সংস্থা প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য সহযোগি হিসাবে কাজ করে।

২০১০ সাল থেকে ২০১৩ সাল পর্যন্ত চলমান এ প্রকল্পের আওতায় ৪,৬৮০ জন ব্যক্তিকে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ, ৩,০০০ জনকে দুর্যোগকালীন সময়ে পশুসম্পদ পরিচর্যা বিষয়ক প্রশিক্ষণ, ৩০০ জন কৃষককে বন্যা ও খরা সহনশীল ধান চাষ বিষয়ক প্রশিক্ষণ, ২২ টি বন্যা সহনশীল ধান চাষ বিষয়ক প্রদর্শনী প্লট এবং ৩২৪ টি পথ নাটক আয়োজন করা হয়। এছাড়াও অত্র প্রকল্পে মাধ্যমে ৫১ টি ইউনিয়নের ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির পূনঃগঠন করা এবং ৫,৩৩৭ জন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যকে তাদের দায়িত্ব-কর্তব্য বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। ১৫৬টি ওয়ার্ড, ৫২টি ইউনিয়ন এবং ৫টি উপজেলা রিস্ক এবং রিসোর্স ম্যাপ তৈরী করে বিভিন্ন স্থানে স্থাপন করা হয়। এছাড়াও দুর্যোগ কালীন সময়ের জন্য ৫২টি ইউনিয়নে ৫২টি কনটিনজেন্সি প্লান তৈরীতে সহায়তা প্রদান করা হয়।

২০১০ সাল থেকে ২০১৩ সাল পর্যন্ত চলমান এ প্রকল্পের ফলে দুর্যোগের ফলে মানুষ মৃত্যুর হার কমে আসে। ৭৯% পরিবার দুর্যোগ পূর্বপ্রস্তুতি গ্রহন করে, ১৫টি ইউনিয়নে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি দুর্যোগ তহবিল গঠন করে, ৮০ শতাংশ ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি প্রতিনিয়ত মিটিং করে। এই প্রকল্পের ফলে ৯৮ শতাংশ বন্যাজনিত ক্ষয়ক্ষতি কমে আসে যা দারিদ্র বিমোচনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

Manusher Jonno Foundation (MJF) এর সাথে পথ চলা

২০১৩ ২০১৭

মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন (এমজেএফ)-এর সাথে এনডিপি'র পথ চলা শুরু হয় ২০১৩ সালে 'জনগণের ক্ষমতায়নের মাধ্যমে নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধ প্রকল্প' এর মাধ্যমে। পথ চলার ৬ মাসের কম সময়ের মধ্যে 'সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী প্রকল্প' বাস্তবায়নের জন্য এমজেএফ-এর পক্ষ থেকে এনডিপি-কে দ্বিতীয় একটি প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য সহযোগি হিসেবে অন্তর্ভূক্ত করা হয়, যা ছিল এনডিপি'র জন্য সাফল্যের ধারাবাহিকতার একটি নিদর্শন। এমজেএফ-এর সহযোগী প্রতিষ্ঠান হিসেবে এনডিপি'র পথচলার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণী তুলে ধরা হলোঃ

জনগনের ক্ষমতায়নের মাধ্যমে নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধ প্রকল্প

২০১৩ - ২০১৭

Community Empowerment in Combating Violence Against Women and Girls প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনের সাথে চুক্তির পর ৩ বছর মেয়াদী প্রকল্পটির মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়ন শুরু হয় ২০১৩ সালের অক্টোবর মাস থেকে। উন্নয়ন সহযোগি সংস্থা DFID মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনকে অর্থায়ন করছে। সিরাজগঞ্জ জেলার তাড়াশ উপজেলার ২টি ইউনিয়ন তাড়াশ সদর ও মাধাইনগর ইউনিয়ন প্রকল্পটির কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ প্রকল্পের অন্যতম কাজ হলো সমাজে বসবাসরত নারী, কিশোর-কিশোরী, স্বামী-স্ত্রী, অভিভাবকদেরকে নারীর প্রতি সহিংসতার কারণ, এর প্রতিকার ও প্রতিরোধে অংশগ্রহণ করার জন্য সচেতন করা। প্রকল্পটির আওতায় ১৮টি ওয়ার্ডে ১৮টি টি কিশোর-কিশোরী দল এবং ৪৯টি নারী নির্যাতন প্রতিরোধ দল গঠন করা হয়েছে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে উল্লেখযোগ্য দৃশ্যমান অর্জন গুলোর মধ্যে রয়েছে ৯১টি বাল্যবিবাহ বন্ধ, ৬৪টি যৌতুক বিহীন বিয়ে, ৪৬২টি যৌতুক প্রতিরোধ, ১,৫৩৬টি বাল্য বিবাহ প্রতিরোধ, ৪০টি পারিবারিক কলহ নিরসন, ২টি হিন্দু বিবাহ নিবন্ধন, ৯৮ জন নারী নেতৃত্ব তৈরি সহ সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির সুবিধা পেতে সহযোগিতা, ভিকটিম ক্ষতিপূরণ, দেনমোহর আদায়, ভিকটিম চিকিৎসা সেবা, আইনি সহায়তা ইত্যাদি। প্রকল্পটি নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে।

সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী প্রকল্প

২০১৪ - ২০১৭

বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বাস্তবায়নকৃত সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্ঠনী কার্যক্রম সমূহের কার্যকারীতা তুলনামূলক কম। Civic Engagement in Sustainable Management of Social Safety Net Program (SSNP) প্রকল্পটি সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্ঠনী কার্যক্রম সমূহের কার্যকারীতা বৃদ্ধির জন্য কাজ করছে। মূলত: সুশীল সমাজের অংশগ্রহনের মাধ্যমে সামাজিক পরিবীক্ষণ জোরদার করা এ প্রকল্পের অন্যতম কৌশল। ২০১৪ সালে মার্চ মাসে ৩ বছরের জন্য এ প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনের সাথে এনডিপি'র চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসুচিতে দরিদ্র জনগোষ্ঠির অধিকার ও প্রাপ্যতা নিশ্চিতকরণ, জনগন কর্তৃক সামাজিক নিরীক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করা, যাতে প্রকৃত উপকারভোগী স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার সাথে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী সেবা লাভ করে। সিরাজগঞ্জ জেলার কাজিপুর উপজেলার ১২টি ইউনিয়ন ও পৌরসভাতে প্রকল্পটি কাজ করছে। প্রকল্পটির উল্লেখযোগ্য অর্জনগুলোর মধ্যে রয়েছে ৪৩৮টি সোসাল অডিট, ১৪টি সিটিজেন চার্টার, ১০টি পাবলিক হিয়ারিং, ২৪টি কমিউনিটি স্কোর কার্ড ও ১টি অভিযোগ ব্যবস্থাপনা কর্মসূচির মাধ্যমে ১৫,৬১০ জনকে সামাজিক সুরক্ষা নীতিমালা, বয়স্ক ভাতা, জনপ্রতিনিধিদের দায়িত্ব কর্তব্য সম্পর্কে ধারনা প্রদান করা হয়েছে। যার ফলে উপকারভোগী সদস্যরা তাদের অভিযোগসহ অন্যান্য সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর বিষয়গুলো সঠিক জায়গায় উপস্থাপন করে নিজেদের সমস্যার সমাধান করতে পারছে।

Sights Savers International এর সাথে পথ চলা

২০০৪ ২০১৩

এনডিপি প্রতিবন্ধীদের সামাজিক পূন:বাসন ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সৃষ্টিলগ্ন থেকে কাজ করে চলছিল। চলার পথে Sight Savers International ২০০৪ সালে পথের সাথি হয়। এনডিপি Sight Savers International এর সাথে ২০০৪ সাল থেকে শুরু করে ২০১৩ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ একযুগ ২টি প্রকল্প বাস্তবয়ন করে। প্রকল্প দু'টির মাধ্যমে সিরাজগঞ্জ জেলার প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছে, যা এনডিপি'র জন্য পরম আনন্দের এবং গৌরবের। উক্ত প্রকল্পদ্বয়ের সংক্ষিপ্ত চিত্র উল্লেখ করা হলো:

CBR for the Visually Impaired People

২০০৪ - ২০১০

দৃষ্টি প্রতিবন্ধিদের সংখ্যা কমিয়ে আনা ও তাদের জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে Sight Savers International এর অর্থায়নে ২০০৪ সাল থেকে এনডিপি প্রকল্পটি বাস্তবায়ন শুরু করে। দৃষ্টি প্রতিবন্ধিদের জন্য বিএনএসবি হাসপাতালের সহযোগিতায় চক্ষু ক্যাম্পের আয়োজন করা হয়। সচেতনতামূলক কর্মসূচি ছাড়াও সামাজিক স্বীকৃতি, পূনর্বাসন বিষয়ক মিটিং কর্মশালার আয়োজন করা হয়। প্রকল্পটি সিরাজগঞ্জ জেলার সিরাজগঞ্জ সদর, কাজিপুর, রায়গঞ্জ, কামারখন্দ, বেলকুচি এবং চৌহালি উপজেলাতে বাস্তবায়িত হয়। ২০০৪ সাল থেকে ২০১০ সাল পর্যন্ত চলমান প্রকল্পের আওতায় ৭৫০ জন দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে ৪০টি সেল্ফ হেল্প দলে সংগঠিত করে নিজেদের অধিকার আদায়ে সচেষ্ট করা, ১২,০০০ জন ক্ষীণদৃষ্টি সম্পন্ন ব্যক্তিকে অপারেশনের মাধ্যমে দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দেয়া, ৮,০০০ জন দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে এডিএল/ওএন্ডএম প্রশিক্ষণ প্রদান এবং ৫,০০০ জন দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে সহায়ক উপকরন প্রদানের মাধ্যমে স্বাধীনভাবে চলাচল এবং নিজ কাজকর্ম করতে সক্ষমতা তৈরী করতে সহযোগিতা করা এবং তাদের সামাজিক পূণ:বাসন এই প্রকল্পে অন্যতম সফলতা।

CBR for the Person with Disability

২০১১ - ২০১৩

CBR for the Visually Impaired People প্রকল্পটির সাফল্যের ধারাবাহিকতায় CBR for the Person with Disability প্রকল্পটি ডিজাইন করা হয়। প্রকল্প দুটির মধ্যে প্রধান পার্থক্য হলো প্রথম প্রকল্পটির লক্ষিত জনগোষ্ঠী ছিল শুধুমাত্র দৃষ্টি প্রতিবন্ধী তবে ২য় প্রকল্পটির লক্ষিত জনগোষ্ঠী ছিল সকল প্রকার প্রতিবন্ধী ব্যক্তি। প্রকল্পটি সিরাজগঞ্জ সদর, রায়গঞ্জ, কামারখন্দ, বেলকুচি, তাড়াশ এবং উল্লাপাড়া উপজেলার ৫০টি ইউনিয়ন এবং ৪টি পৌরসভাতে বাস্তবায়িত হয়। ২০১১ থেকে ২০১৩ সাল পর্যন্ত চলমান প্রকল্পের আওতায় ৪৭টি সেল্ফ হেল্প দল গঠিত হয়। দলগুলো তাদের সদস্যদের অধিকার আদায়ে সক্ষমতা অর্জন করে। উল্লেখ্য যে, ২,৭০০ ব্যক্তি প্রতিবন্ধী সমাজসেবা অধিদপ্তর কত"ক প্রতিবন্ধী কার্ড পায়, ৪৮৫ জন প্রতিবন্ধী সরকারী সহযোগিতা, ৮৮৬ জন বিভিন্ন সংগঠন ও ব্যক্তি পর্যায়ের সহযোগিতা পায়। এছাড়াও ১,৫৩৮ জন ক্ষীণদৃষ্টি সম্পন্ন ব্যক্তিকে অপারেশনের মাধ্যমে দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দেয়া, ৬,৬৪৫ জন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে এডিএল/ওএন্ডএম প্রশিক্ষণ প্রদান এবং ২,২৪৩ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে সহায়ক উপকরনপ্রদান করা হয়। ফলে উক্ত প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণ স্বাধীনভাবে চলাচল এবং নিজ কাজকর্ম করতে সক্ষমতা অর্জন করে এবং তারা অন্যের বোঝা না হয়ে আত্ম-নির্ভরশীল হয়ে ওঠে।

Campaign for Popular Education (CAMPE) এর সাথে পথ চলা

২০১৩ ২০১৭

ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম-এনডিপি সূচনালগ্ন থেকেই গণসাক্ষরতা অভিযান-এর একজন সক্রিয় সদস্য হিসেবে প্রতিষ্ঠানটির পাশে থেকে দেশে নিরক্ষরতাদূরীকরণে এবং শিক্ষার মান উন্নয়নে অবদান রাখছে। গণসাক্ষরতা অভিযান শিক্ষাক্ষেত্রে ভূমিকা পালনকারী এনজিওদের একটি সক্রিয় নেটওয়ার্ক এবং বাংলাদেশের একটি স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠার পর থেকে গণসাক্ষরতা অভিযান সকলের জন্য শিক্ষা, বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রভৃতি শিক্ষা আন্দোলনকে গতিশীল করতে পার্টনার এনজিওদের সাথে নিয়ে কাজ করছে। অভিযানের এসকল গুরুত্বপূর্ণ অগ্রযাত্রায় সাথী হতে পারা এনডিপি'র গর্বের বিষয়। এনডিপি ২০১৩ সাল থেকে গণসাক্ষরতা অভিযান-এর 'প্রত্যাশা প্রকল্প' বাস্তবায়ন করছে। গণসাক্ষরতা অভিযান-এর মত একটি স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠানের সাথে কাজ করা সত্যিই আনন্দের বিষয়।

প্রত্যাশা প্রকল্প

২০১৩ - ২০১৭

ডিএফআইডি-এর অর্থায়নে গণসাক্ষরতা অভিযান কর্তৃক পরিচালিত প্রত্যাশা প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য ২০১৩ সালে এনডিপি চুক্তিবদ্ধ হয়। প্রকল্পটি সিরাজগঞ্জ জেলার রায়গঞ্জ উপজেলার ধানগড়া ও পাঙ্গাসী ইউনিয়নে এবং কামারখন্দ উপজেলার ঝাঐল ও ভদ্রঘাট ইউনিয়নে বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পের লক্ষ্য হলো- প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শতভাগ উপস্থিতি নিশ্চিত করা ও ঝরে পড়া রোধ করা ও প্রাথমিক শিক্ষাচক্র শেষে ষষ্ঠ শ্রেণীতে ভর্তি নিশ্চিত করা। উক্ত লক্ষ্যদ্বয় অর্জন করার জন্য কমিউনিটি গ্রুপ অর্থাৎ সিভিল সোসাইটি গ্রুপ গঠন করে শিক্ষাক্ষেত্রে জন অংশগ্রহন এবং সামাজিক পরিবীক্ষণ বৃদ্ধি করা অত্র প্রকল্পের অন্যতম কৌশল। ২০১৩ সাল থেকে ২০১৬ সাল পর্যন্ত চলমান এ প্রকল্পের আওতা ৪ টি ইউনিয়নে ৪টি এডুকেশন ওয়াচ কমিটি গঠন, ৫৬টি ওয়াচ কমিটির দ্বি-মাসিক সভা, ১২০ টি অভিভাবক সমাবেশ, ১৭৩টি মা সমাবেশ, ৫৮টি এসএমসি সভা, ৭টি শিক্ষা সফর, ইউনিয়ন শিক্ষা কমিটির সাথে ২৪টি মত বিনিময় সভা, ৬৬ টি বিদ্যালয় ভিত্তিক সামাজিক মূল্যায়ন কমিটি গঠন/পূনঃগঠন সভা, ১৩টি বিদ্যালয় ভিত্তিক সামাজিক নিরীক্ষা কমিটির কার্যক্রম বিষয়ক কর্মশালা, ১টি কেমন বই চাই ক্যাম্পেইন, ৬টি প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়নে জন অংশগ্রহন বিষয়ক মত বিনিময় সভা, ২৪০ জনকে শিক্ষণ শিখন বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান, ২৪০ জনকে আনন্দদায়ক ও কর্মকেন্দ্রিক প্রশিক্ষণ প্রদান, ৮টি স্কোরকার্ড কর্মসূচির ইন্টারফেস সভা ইত্যাদি কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়। অত্র প্রকল্পের উল্লেখযোগ্য দৃশ্যমান পরিবর্তন হলো: স্কুলে ডেস নিশ্চিত হয়েছে, বিদ্যালয়ে পরিবেশ এবং পাঠদানের পরিবেশ উন্নত হয়েছে, বিদ্যালয়ে শিক্ষা উপকরনের ব্যবহার বৃদ্ধি পেয়েছে, বিদ্যালয়ে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বৃদ্ধি পেয়েছে, শ্রেণীকক্ষগুলো সুন্দর এবং আকর্ষনীয় হয়েছে, স্লিপের বরাদ্দকৃত অর্থের সঠিক ব্যবহার বেড়েছে, স্কুলে বরাদ্দ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং সকল ষ্টেকহোল্ডারদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে। সার্বিকভাবে দেখা যায় বিদ্যালয়ে উপস্থিতির হার বৃদ্ধি পেয়েছে এবং ঝরে পড়া কমে এসেছে।

Heifer International-Bangladesh এর সাথে পথ চলা

২০১৪ ২০১৭

যে সকল আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশে দারিদ্র বিমোচনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলছে তার মধ্যে Heifer International-Bangladesh অন্যতম। ২০১২ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে প্রতিষ্ঠানটি বাংলাদেশ সরকারের এনজিও বিষয়ক ব্যুরো থেকে নিবন্ধন লাভ করে। ২০১৪ সালে এনডিপি Ensuring Sustainable Livelihoods (ESL) for Small-holder Farmers through Dairy and Beef Value Chain Enterprise প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য Heifer International-Bangladesh এর পার্টনার হয়, যা এনডিপি'র জন্য যেমন আনন্দের তেমন গর্বের। পার্টনারশীপের বয়স খুব বেশী না হলেও Heifer International-Bangladesh এনডিপিকে আপন করে নিয়েছে, যা এনডিপি'র পথ চলাকে আরও সুগম করেছে। ২০১৪ সাল থেকে এনডিপি এবং হেইফার ইন্টারন্যাশনাল-বাংলাদেশ হাতে হাত রেখে যে পথ চলা শুরু করেছে, আশা করি এ পথচলা আরো সুদীর্ঘ হবে।

Ensuring Sustainable Livelihood (ESL)

২০১৪ - ২০১৮

২০১৪ সালের ১ জুলাই এনডিপি নাটোর জেলার লালপুর উপজেলার ওয়ালিয়া ইউনিয়নে Ensuring Sustainable Livelihoods (ESL) for Small-holder Farmers through Dairy and Beef Value Chain Enterprise প্রকল্পটি বাস্তবায়নের কাজ শুরু করে। গরু মোটাতাজাকরণ, গাভী পালন ও উন্নত পদ্ধতিতে ছাগল পালনের মাধ্যমে আয়বৃদ্ধিকরণ, দারিদ্র দূরীকরণ এবং টেকসই জীবিকায়ন নিশ্চিতকরা অত্র প্রকল্পের উদ্দেশ্য। প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে হেইফার ইন্টারন্যাশনাল-এর মূল্যবোধ গুলো হলো: উপহার প্রদান, জবাবদিহিতা, ভাবের আদান-প্রদান, স্থায়ীত্ব ও আত্ম-নির্ভরশীলতা, উন্নত পশুসম্পদ ব্যবস্থাপনা, পুষ্টি ও আয়, জেন্ডার ও পরিবারের প্রতি গুরুত্ব, প্রকৃত প্রয়োজন ও ন্যায় বিচার, পরিবেশের উন্নয়ন, সকলের অংশগ্রহন, প্রশিক্ষণ, শিক্ষা ও যোগাযোগ এবং আধ্যাত্মিকতা প্রভৃতি লালন করা হয়। প্রকল্পের প্রধান কাজ সমুহের মধ্যে Pass on Gift, উন্নত পদ্ধতিতে গরু ও ছাগল পালন আয় বৃদ্ধিমূলক কাজের মাধ্যমে উপকারভোগীদের আত্ম-নির্ভরশীল করে তোলা, সবজি চাষের মাধ্যমে পুষ্টির চাহিদা পূরণ করা, প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সদস্যদের জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধি করা, সদস্যদের সাথে ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা প্রাণীসম্পদ অফিস, উপজেলা কৃষি অফিস-এর সাথে যোগাযোগ বৃদ্ধি করা ও সেবা গ্রহনে সহায়তা করা। সমবায় সমিতি গঠনের মাধ্যমে সদস্যদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন সাধন, প্রকল্পের স্থায়ীত্বশীলতা বৃদ্ধি ও সর্বোপরি নারীদের ক্ষমতায়নে কাজ করা। ২০১৪ সাল থেকে চলমান এ প্রকল্পের আওতায় ৮টি অরিজিনাল গ্রুপ এবং ৩৯টি পাশ অন গ্রুপ গঠন করা হয়েছে। এ পর্যন্ত ৪২৮ টি ছাগল পর্যন্ত Pass on Gift করা হয়েছে। অত্র প্রকল্পের আওতায় ২,৩৫০ জনকে কর্ণারষ্টোন বিষয়ক প্রশিক্ষণ, ১,০৭৫ জনকে উন্নত প্রাণসম্পদ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান, ১,৩৭৫ জনকে জেন্ডার ও জাষ্টিস বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান এবং ১,১৭৫ জনকে সবজি চাষ বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ইতোমধ্যে উপকারভোগীদের নিয়ে একটি কো-অপারেটিভ গঠন করা হয়েছে এবং উপকারভোগীগন এ পর্যন্ত ৬,৪৪,৩৪৮ টাকা সঞ্চয় করেছে। উপকারভোগীদের গবাদি পশু পালনে ঋণ সহজলভ্য করার জন্য এনডিপি মাইক্রো-ফাইন্যান্সের একটি শাখার মাধ্যমে এ পর্যন্ত ৪৩২ জনকে ১,১৩,২৩,০০০ টাকা ঋণ প্রদান করেছে । প্রকল্পটির ফলে প্রকল্প এলাকাতে প্রাণিসম্পদ পালন এবং সঠিক পরিচর্যা বৃদ্ধি পেয়েছে, ফলে উপকারভোগী দরিদ্রজনগোষ্ঠীর আয় বৃদ্ধি পাচ্ছে, যা তাদের দারিদ্রতাকে ধীরে ধীরে দূরে ঠেলে দিচ্ছে।

NGO Forum এর সাথে পথ চলা

১৯৯২ ২০১৫

এনডিপি'র সাথে এনজিও ফোরামের সম্পর্ক যেন নাড়ীর। ১৯৯২ সালের প্রতিষ্ঠালগ্নের শুরুতেই সর্বপ্রথম যে প্রতিষ্ঠানটি এনডিপি-কে ফান্ড দেয় সে প্রতিষ্ঠানটি হলো এনজিও ফোরাম। মাত্র ৫০,০০০ টাকার সেদিনের অনুদানটি ছিল এনডিপি'র নিকট বিরাট পাওয়া এবং এনডিপি'র জীবনে ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলোর মধ্যে একটি অবিস্মরণীয় ঘটনা। ১৯৯২ সালের সেই দিন থেকে এনজিও ফোরাম কখনও প্রকল্প বাস্তবায়নে সহযোগি, কখনও টেকনিক্যাল সাপোর্ট অথবা কখনও ত্রাণ ও পূনর্বাসন কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য সহযোগিতার মাধ্যমে এনডিপি'কে তার পথের সাথী করে নিয়েছে। একটি প্রতিষ্ঠানের সাথে ২৫ বছর একটানা পথচলা সত্যিই অন্যরকম একটা অনুভূতি জাগায়। গৌরবের এই পথচলার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণী এখানে উল্লেখ করা হলো:

১৯৯২ - ২০০৫

Water and Sanitation Project

এ আজ থেকে ২৫ বছর পূর্বে সুপেয় পানির খুব অভাব ছিলো এবং সেনিটেশন সুবিধার অভাবে হাজার হাজার শিশু অকালে মারা যেত। এমনকি সুপেয় পানি ও সেনিটেশন সম্পর্কে বেশিরভাগ মানুষের ধারণাই ছিল না। এহেন পরিস্থিতিতে মানুষের সুপেয় পানি ও সেনিটেশন সম্পর্কে সতেচন করা, টিউবওয়েল স্থাপনের মাধ্যমে সুপেয় পানির ব্যবস্থা করা এবং ল্যাট্রিন স্থাপনের মাধ্যমে সেনিটেশন নিশ্চিত করা এনডিপি'র অন্যতম কাজ ছিল। মাঠ পর্যায়ে এ কাজগুলো করতে সার্বিক সহযোগিতা করতে এগিয়ে আসে এনজিও ফোরাম। সূদীর্ঘ ১৪ বছর পর্যায়ক্রমে সিরাজগঞ্জ জেলার সিরাজগঞ্জ সদর, রায়গঞ্জ, কামারখন্দ, উল্লাপাড়া, বেলকুচি ও কাজিপুর উপজেলা এবং সিরাজগঞ্জ পৌরসভা এলাকার বিভিন্ন স্থানে টিউবওয়েল এবং সেনিটারী ল্যাট্রিন স্থাপন করা হয়। ১৯৯২ সাল থেকে ২০০৫ সাল পর্যন্ত চলমান এ কার্যক্রমের আওতায় ১,২৫৭টি টিউবওয়েল এবং ২৩,৬৮৫টি সেনিটারী ল্যাট্রিন বিতরণ করা হয়। এ প্রকল্পের ফলে সেনিটেশন ব্যবহার বৃদ্ধি পায়, ফলশ্রুতিতে ডাইরিয়ার প্রকোপ দ্রুত হ্রাস পায় এবং শিশু মৃত্যুর হার কমে আসে।

১৯৯৮ - ১৯৯৯

ত্রাণ ও পূনর্বাসন প্রকল্প

সৃষ্টিলগ্ন থেকেই এনডিপি বন্যায় আক্রান্ত ক্ষতিগ্রস্থদের মাঝে ত্রাণ ও পূনর্বাসন কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছিল। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৯৮ সালের বন্যার সময় এনজিও ফোরাম বন্যায় আক্রান্তদের পাশে দাড়ান এবং এনডিপি'র সাথে বন্যার্থদের মাঝে ত্রাণ বিতরণ করে। পরবর্তীতে বিভিন্ন সময়ে ত্রাণ কার্যক্রম পরিচালনা করতে সহযোগিতা করে, যার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিচে উল্লেখ করা হলো:

সাল	*দুর্যোগের ধরন*	*ত্রাণ সামগ্রীর বিবরণ*	*পরিবার সংখ্যা*
১৯৯৮	শৈতপ্রবাহ	চাল- ১০ কেজি, ডাল -১ কেজি	১,০০০
১৯৯৯	বন্যা	ল্যাট্রিন স্থাপন	১,০০০
১৯৯৯	বন্যা	টিউবয়েল স্থাপন	৬৫০
২০১৩	বন্যা	স্যালাইন, ব্লিচিং পাউডার, ইত্যাদি।	৩,০০০
২০১৫	বন্যা	ল্যাট্রিন স্থাপন, টিউবওয়েল স্থাপন, স্যালাইন, ব্লিচিং পাওডার, ইত্যাদি।	২,০০০

Village Sanitation Center (VSC)

২০০৫ - ২০০৮

সেনিটারী ল্যাট্রিন সহজলভ্য করার জন্য স্থানীয় পর্যায়ে উৎপাদন করা অত্যন্ত জরুরী। ডিমান্ড ড্রাইভেন সেনিটেশন সরবরাহ অত্র প্রকল্পের অন্যতম কৌশল। এনডিপি এনজিও ফোরাম-এর সহযোগিতায় ৩টি ভিলেজ সেনিটেশন সেন্টার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে স্থানীয়ভাবে সেনিটারী ল্যাট্রিনের রিং ও স্লাব উৎপাদন এবং বিতরন করা শুরু করে। সিরাজগঞ্জ জেলার সিরাজগঞ্জ সদর, রায়গঞ্জ এবং কামারখন্দ উপজেলায় এ প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হয়। ২০০৫ সাল থেকে ২০০৮ সাল পর্যন্ত চলমান প্রকল্পের আওতায় ৪৯৬ টি টিউবওয়েল এবং ৮২০টি আর্সেনিক টেষ্ট করা হয়। এছাড়াও ৪২টি আর্সেনিক ফ্রি বাকেট ফিল্টার, ২টি রেইন ওয়াটার হারভেষ্টার এবং ২১টি এআইআরপি স্থাপন করা হয়। ৩টি ভিলেজ সেনিটেশন সেন্টার থেকে ৬,৮৫৫টি স্লাব এবং ২০,৫৬৫টি রিং উৎপাদন করা হয় এবং বিতরণ করা হয়। ২০০৮ সালের মধ্যে ১০টি গ্রামকে শতভাগ স্যানিটেশন কাভারেজের আওতায় আনা হয়।

NGO and Civil Society Networking Project

২০০৯ - ২০১২

NGO and Civil Society Networking প্রকল্পটি রায়গঞ্জ উপজেলার ঘুরকা ইউনিয়নে বাস্তবায়িত হয়। ৩ বছরের প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য এনজিও ফোরামের সাথে ২০০৯ সালে এনডিপি'র চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। কমিউনিটি লেড টোটাল সেনিটেশন (সিএলটিএস) অত্র প্রকল্পে অন্যতম এ্যাপ্রোচ/কৌশল। সিভিল সোসাইটি সক্রিয়করণের মাধ্যমে সেনিটেশন কার্যক্রমকে গতিশীল করা এবং জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধকরনের মাধ্যমে আর্সেনিক মুক্ত সুপেয় পানি এবং সবার জন্য সেনিটেশন নিশ্চিত করা এ প্রকল্পের লক্ষ্য। ২০০৯ সাল থেকে ২০১২ সাল পর্যন্ত চলমান প্রকল্পের আওতায় ২,২৪৭টি কমিউনিটি হাইজিন সেসন পরিচালনা করা হয়, ৪১১ টি টিউবওয়েল স্থাপন করা হয় এবং ৬৩০ টি ওয়াটার পয়েন্টে পানির আর্সেনিক টেষ্ট করা হয়। এছাড়াও ৪২টি আর্সেনিক ফ্রি বাকেট ফিল্টার, ২টি রেইন ওয়াটার হারভেষ্টার এবং ১৯টি এআইআরপি স্থাপন করা হয়। অত্র সময়ের মধ্যে এনডিপি'র ভিলেজ সেনিটেশন সেন্টারের মাধ্যমে ৬,৬৭৫টি স্লাব এবং ২০,০২৫টি রিং উৎপাদন করে বিতরণ করা হয়। স্বল্পমূল্যের সেনিটেশন প্রযুক্তি প্রদর্শন করাও এ প্রকল্পের অন্যতম কাজ, যাতে দরিদ্র জনগোষ্ঠী কম খরচে সেনিটেশন সুবিধা গ্রহন করতে পারে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে ঘুরকা ইউনিয়ন ১০০% সেনিটেশন কাভাজের আওতায় আসে, ফলশ্রুতিতে ডাইরিয়ার প্রকোপ দ্রুত হ্রাস পায় এবং শিশু মৃত্যুর হার কমে আসে।

Enhancing Governance and Capacity of Service Providers and Civil Society in Water Supply and Sanitation Sectors Project

২০১৩ - ২০১৬

NGO and Civil Society Networking প্রকল্পটির সাফল্যের ধারাবাহিকতায় এনডিপি সিরাজগঞ্জ জেলার শাহজাদপুর উপজেলায় এনজিও ফোরামের সহযোগিতায় সবার জন্য স্যানিটেশন সুবিধা নিশ্চিতকরনের লক্ষ্যে Enhancing Governance and Capacity of Service Providers and Civil Society in Water Supply and Sanitation Sectors প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করছে। ইউরোপীয়ান ইউনিয়ন প্রকল্পটিতে অর্থায়ন করছে। অত্র প্রকল্প ইউনিয়ন ওয়াটসান (ওয়াটার এবং সেনিটেশন) কমিটিকে শক্তিশালী ও সক্রিয় করা এবং প্রাইভেট সেক্টরকে সম্পৃক্তকরণের মাধ্যমে শাহজাদপুর উপজেলার সেনিটেশনের সার্বিক চিত্রের ব্যপক পরিবর্তন আনয়নে কাজ করে। এ প্রকল্পের আওতায় স্থানীয় সরকারের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি এবং স্থানীয় ওয়াট-স্যান কমিটির মাধ্যমে বিভিন্ন বিদ্যালয়সহ কমিউনিটির দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহারে নানামূখি সচেতনতা কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। এ পর্যন্ত অত্র প্রকল্পের অধীনে ৭,১২০টি সচেতনতামূলক সভা, ১,২১৫টি কমিউনিটি মিটিং এবং ১,২২,৪৭৭টি বাড়ী পরিদর্শন করা হয়। এ ছাড়াও অত্র প্রকল্পের আওতায় একটি ভিলেজ সেনিটেশন সেন্টার স্থাপনের জন্য প্রাইভেট সেক্টরকে সহযোগিতা করা হয়। উক্ত ভিলেজ সেনিটেশন সেন্টার থেকে এ পর্যন্ত ২,৮৯০টি স্বল্পদামী সেনিটারী ল্যাট্রিন উৎপাদন ও বিক্রয় করা হয়। এছাড়াও অত্র প্রকল্পের আওতায় ৩৭টি টিউবওয়েল ও ১২৮টি টিউবওয়েলের প্লাটফর্ম পাকা করা, ৪টি রেইন ওয়াটার হারভেষ্টার এবং ৫টি এআইআরপি স্থাপন করা হয়। প্রকল্পের ফলে অত্র উপজেলা খোলা পায়খানা মুক্ত হয়েছে, উপজেলার সেনিটেশন কাভারেজ ৯৮% এ উন্নীত হয়েছে এবং ৯৯.৬% পরিবার সুপেয় পানি পান করছে।

অন্যান্য সংস্থার সাথে পথ চলা

এনডিপি এ পর্যন্ত ছোট-বড় মিলিয়ে প্রায় ৫০টি প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে। সত্যিকার অর্থেই এতগুলো প্রকল্পের বিবরণ এই ছোট্ট পরিসরে তুলে ধরা অত্যন্ত কঠিন। অনেক প্রতিষ্ঠানের সাথে বর্তমানে কোন কার্যক্রম নেই, আবার অনেক প্রতিষ্ঠানের সাথে সবেমাত্র কার্যক্রম শুরু হয়েছে। তবে এনডিপি ছোট-বড়, নতুন-পুরাতন সকল প্রতিষ্ঠানকে অত্যন্ত গুরুত্ব প্রদান, সম্মান ও শ্রদ্ধা করে। এনডিপি বিশ্বাস করে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বালুকণা, বিন্দু বিন্দু জল, গড়ে তোলে মহাদেশ, সাগর অতল। সুতরাং সকলের ক্ষুদ্র প্রয়াসের ফলে এনডিপি'র আজকের এই অবস্থান। এখানে সকল সংস্থার অবদান বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা সম্ভব না হলেও তাদের স্মরণ করার চেষ্টা করা হয়েছে।

BSRM Foundation- এর সাথে পথ চলা

২০১৫- চলমান

BSRM বাংলাদেশের একটি অন্যতম বৃহৎ steel manufacturing company এবং নামকরা ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান। ২০১৫ সালে এনডিপি এ প্রতিষ্ঠানটির CSR ফান্ড সহায়তায় চরাঞ্চলের দরিদ্র মানুষদের সুপেয় পানির ব্যবস্থা করার জন্য Access to safe drinking water and sanitation facilities through community tube-wells in the chars প্রকল্প বাস্তবায়ন করে। অত্র প্রকল্পের আওতায় টাঙ্গাইল জেলার ভূয়াপুর উপজেলার অন্তর্গত অর্জুনা ইউনিয়নের রিমোট চরাঞ্চলে ১৭টি টিউবয়েল স্থাপন করা হয়। যা প্রায় ২০০ পরিবারের ১,০০০ মানুষের সুপেয় পানি প্রাপ্তি নিশ্চিত করে। ফলে পানিবাহিত রোগের প্রাদুর্ভাব হ্রাস পায়।

সিরাজগঞ্জ জেলার কাজিপুর উপজেলার প্রত্যন্ত চরাঞ্চলের মানুষের ঋণ সুবিধা নিশ্চিত করার জন্য এনডিপি 'BSRM-NDP livelihood programmes to support and empower the displaces landless in the remote chars of Sirajgonj district' সংক্ষেপে BSRM মাইক্রো-ফাইন্যান্স কর্মসূচি নামে আরো একটি কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। BSRM চরাঞ্চলে ক্ষুদ্রঋণ পরিচালনা করার জন্য এনডিপিকে ২৫,০০,০০০ (পঁচিশ লক্ষ) টাকার তহবিল প্রদান করে। এনডিপি এই তহবিল ঘূর্ণায়মান ফান্ড হিসেবে ব্যবহার করে এ পর্যন্ত ৬৫০ পরিবারকে ঋণ সহায়তা প্রদান করেছে। উপকারভোগী কৃষক এ ঋণ সহায়তা নিয়ে ফসল চাষ, প্রাণিসম্পদ পালনসহ বিভিন্ন আয়বৃদ্ধিমূলক খাতে ব্যবহার করছে, ফলে তাদের আয় বেড়েছে। প্রকল্পটি চরাঞ্চলের দারিদ্র বিমোচন এবং নারীর ক্ষমতায়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে।

অন্যান্য সংস্থার সাথে পথ চলা সংক্ষিপ্তভাবে তুলে ধরা হল

সাল	প্রতিষ্ঠানের নাম	প্রকল্পের বিবরণ
১৯৯৮ -২০১০	MCC	Agriculture Extension Project যে সকল প্রতিষ্ঠান এনডিপি'র সৃষ্টিলগ্নে সহায়তার হাত বাড়িয়ে দেয় তাদের মধ্যে এমসিসি অন্যতম। ১৯৯৮ সাল থেকে এনডিপি এমসিসি'র সহায়তায় Agriculture Extension Project এবং বন্যার্থদের জন্য ত্রাণ সহায়তা কার্যক্রম পরিচালনা করে।

সাল	প্রতিষ্ঠানের নাম	প্রকল্পের বিবরণ
১৯৯৮ -২০১০	MCC	Agriculture Extension Project যে সকল প্রতিষ্ঠান এনডিপি'র সৃষ্টিলগ্নে সহায়তার হাত বাড়িয়ে দেয় তাদের মধ্যে এমসিসি অন্যতম। ১৯৯৮ সাল থেকে এনডিপি এমসিসি'র সহায়তায় Agriculture Extension Project এবং বন্যার্তদের জন্য ত্রাণ সহায়তা কার্যক্রম পরিচালনা করে।
১৯৯৮ - ২০০১	VERC	Local Government Strengthening Project এনডিপি ১৯৯৮ সাল থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত ভার্কের সহায়তায় Local Government Strengthening প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করে। ব্যবস্থাপনা দক্ষতা বৃদ্ধি করা প্রকল্প অন্যতম কাজ। প্রকল্পের ফলাফলে সংস্থার কর্মকর্তা-কর্মচারী ও দলনেতাদের নেতৃত্বের বিকাশ ঘটে।
২০১৩ -২০১৩	ACF	COFRA-Rehabilitation Project এসিএফ ইন্টারন্যাশনাল এর আর্থিক সহায়তায় এনডিপি সিরাজগঞ্জ জেলার সদর উপজেলার ৪টি ইউনিয়নে ২০১২ সালের বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থ জনগোষ্ঠীকে পূনর্বাসনের উদ্যেশ্যে এ প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করে। প্রকল্পের আওতায় ৫০০ জনকে ২টি করে ছাগল এবং ১,০২২ জনকে ১০টি করে মুরগি প্রদান এবং ১৮,০০০ ম্যানডে কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা হয়।
২০১৩ -২০১৩	ACF	Aqua-Sure Project এসিএফ ইন্টারন্যাশনাল এর আর্থিক সহায়তায় এনডিপি বন্যাকালীন সময়ে সুপেয় পানি নিশ্চিত করার জন্য বৃহৎ পানি বিশুদ্ধকরণ ইউনিট স্থাপন করে।
২০১৩	IDCOL	Energy and Environment DeelopmentProject Energy and Environment Development প্রকল্পটির আওতায় এনডিপি বর্তমানে ৩টি কম্পোনেন্ট: (ক) বায়োগ্যাস (খ) সোলার হোম সিষ্টেম এবং (গ) উন্নত চুলা বাস্তবায়ন করছে। অত্র প্রকল্পে ঋণ ও কারিগরি সহায়তা দিচ্ছে Infrastructure Development Company Limited (IDCOL). ২০১৩ সালে এনডিপি বায়োগ্যাস কম্পোনেন্টের জন্য পার্টনার এবং পরবর্তীতে সোলার হোম সিসটেম ও উন্নত চুলা বাস্তবায়নের জন্য IDCOL এর পার্টনার নির্বাচিত হয়। এ প্রকল্পের আওতায় এ পর্যন্ত ১৩০ টি বায়োগ্যাস ও ৫০০টি সোলার হোম সিসটেম স্থাপন করা হয়েছে। নবায়নযোগ্য শক্তির ব্যবহার বৃদ্ধির মাধ্যমে পরিবেশ সংরক্ষন ও জলবায়ু পরিবর্তন রোধ প্রকল্পের অন্যতম লক্ষ্য।
২০১৪ -২০১৫	Keidenren Nature Conservation Fund, Japan	Bio-diversity Conservation Project KNCF-এর সহায়তায় এনডিপি ২০১৪-২০১৫ সালে Bio-diversity Conservation প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করে। এ প্রকল্পের আওতায় যমুনা নদীর চরাঞ্চলে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ করা উদ্দেশ্যে জনগণের অংশগ্রহনে বৃক্ষরোপন এবং বন সংরক্ষণ করা হয়।
২০০৬ -২০১৬	The Asia Foundation / EWG	Voter and Civic Education Project and Civic Engagement in Election Observation and Monitoring Project Project এনডিপি ২০০৬ সাল থেকে The Asia Foundation/ EWG এর সহযোগিতায় বিভিন্ন পর্যায়ে প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হলো- ভোটারদের ভোটাধিকার বিষয়ে সচেতন করা, সুষ্ঠু নির্বাচনী পরিবেশ তৈরীতে সহায়তা করা এবং গণতান্ত্রিক পরিবেশ উন্নয়নের জন্য সরকারের সাথে এডভোকেসি করা। প্রকল্পটির আওতায় বিভিন্ন সচেতনতামূলক কর্মসূচির পাশাপাশি সভা, সেমিনার, মাইকিং, র‍্যালি আয়োজন করা হয় এবং নির্বাচন পর্যবেক্ষণ, নির্বাচন পূর্ব এবং নির্বাচন পরবর্তী পরিবেশ পর্যবেক্ষণ করা হয়।
২০১১	INAFI	Gender Action Learning System (GALS) Project ২০১১ সালে INAFI'র সহযোগিতায় ও Oxfam-Novib এর অর্থায়নে ৪৫ জন মাইক্রো-ফাইন্যান্স কর্মসূচির নারী সদস্যকে নিয়ে প্রকল্প কার্যক্রম শুরু হয়। প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য অংশগ্রহনমূলক জেন্ডার বিশ্লেষণের মাধ্যমে নারী ক্ষমতায়ন ও সমতা নিশ্চিত করা। অংশগ্রহনমূলক জেন্ডার বিশ্লেষন টুলস ব্যবহারের মাধ্যমে স্বপ্ন তৈরী ও স্বপ্ন পূরনের অগ্রযাত্রায় তার দক্ষতা বৃদ্ধি করার মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করা এ প্রকল্পের অন্যতম কাজ।

সাল	প্রতিষ্ঠানের নাম	প্রকল্পের বিবরণ
২০১৬	INAFI	Weather Index-base Crop Insurance Project দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস করার জন্য বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত কোন শস্য বীমা নাই। এনডিপি ২০১৬ সালে INAFI ও সাধারন বীমা কর্পোরেশনের সহায়তায় পরীক্ষমূলকভাবে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করেছে। প্রকল্পের আওতায় ১,০০০ জন কৃষককে শস্য বীমা করতে উদ্বুদ্ধ করা হয়।
২০১৩-২০১৪	Albert Eintine College of Medicine, USA & ICDDR-B	Action to Improve Self Esteemed and Health Through Asset Building (ASHA Project) ASHA একটি গবেষণাধর্মী প্রকল্প। এ প্রকল্পের আওতায় সম্পদে মালিকানা কিভাবে মানুষিক স্বাস্থ্যর উপর ইতিবাচক প্রভাব ফেলে সে বিষয়ে ২৪ জন নারীর উপর গবেষণা করা হয়। এনডিপি মাঠ পর্যায়ে এ প্রকল্পটি বাস্তবায়নে সহযোগিতা করে।
২০০২-২০১৩	Bangladesh Bank	Housing Project সিরাজগঞ্জ জেলার দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে হাউজিং সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক এনডিপিকে ঋণ তহবিল প্রদান করে। এনডিপি উক্ত তহবিল থেকে এ পর্যন্ত ৫৩৫ জনকে হাউজিং ঋণ সুবিধা প্রদান করা হয়েছে।
২০০৬-২০১১	Center for Disability in Development and Leonard Cheshire Disability	Mainstreaming Empowerment of People with Disabilities প্রকল্পটি ২০০৬ সাল থেকে ২০১১ সাল পর্যন্ত সিরাজগঞ্জ জেলার সিরাজগঞ্জ সদর ও কামারখন্দ উপজেলাতে বাস্তবায়িত হয়।
২০০২-২০০৩	SAP Bangladesh	Good Governance Project এনডিপি স্যাপ বাংলাদেশের সহায়তায় অত্র প্রকল্পটি সিরাজগঞ্জ জেলার সদর এবং কামারখন্দ উপজেলার ৬টি ইউনিয়নে বাস্তবায়ন করেছে। ১৮০ জন জনপ্রতিনিধিকে অত্র প্রকল্পের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
১৯৯৮-২০০০	Save the Children Fund -UK	Women's Self-help Group Development Project এনডিপি ১৯৯৮ সাল থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত সেভ দ্যা চিলড্রেন ফান্ডের সহায়তায় সিরাজগঞ্জ সদর উপজেলায় অত্র প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করেছে। ৬০ জন হতদরিদ্র নারীকে ৪টি সেল্ফ হেল্প গ্রুপে সংগঠিত করা এবং আয় বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।
২০০১-২০০২	World Bank Dhaka Office	Awareness Raising on Disability and Development Project World Bank Dhaka Office -এর সহায়তায় এনডিপি ২০০১ সাল থেকে ২০০২ সাল পর্যন্ত অত্র প্রকল্পটি সিরাজগঞ্জ সদর এবং বেলকুচি উপজেলাতে বাস্তবায়ন করে। প্রকল্পের মাধ্যেমে সচেতনতা বৃদ্ধি কল্পে মিটিং, ৩,০০০ পোষ্টার, ৫,০০০ লিফলেট, ১,০০০ নিউজলেটার তৈরী ও বিতরণ করা হয়।
২০১৬	Faruk Fertilizer	PCA Project পিসিএ প্রকল্পের আওতায় এনডিপি প্লান্ট প্যাসিফিক সার ব্যবহার বৃদ্ধি এবং কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা এবং দরিদ্র কৃষকের উন্নয়নে কাজ করছে।
২০১৫- ২০১৬	Naripokkho-UNICEF	Women Friendly Hospital Programme (WFHP) এনডিপি Naripokkho-এর সহযোগিতায় অত্র প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করছে। সিরাজগঞ্জ সদর হাসপাতালে সেবার মান বৃদ্ধিতে সহযোগিতা করা, বিশেষত: নারীদের জন্য সেবা পেতে প্রতিবন্ধকতা দূর করা এবং সহযোগিতা করা এ প্রকল্পের অন্যতম লক্ষ্য।
২০১৫- ২০১৭	GIZ	Retained Heat Cooker Project জ্বালানী খরচ ও ব্যয় কমানো এবং কার্বন-ডাই-অক্সাইড নির্গমণ হ্রাস করার জন্য এনডিপি GIZ এর সহযোগিতায় Retained Heat Cooker (RHC) তৈরী, ব্যবহার শিক্ষা এবং উদ্বুদ্ধকরন করছে।
২০১৬- ২০১৭	winMiaki	GP e-Krishi Sheba এনডিপি ২০১৬ সাল থেকে winMiaki এর সহযোগিতায় এ কার্যক্রমটি বাস্তবায়ন করছে। সেল ফোনের মাধ্যমে ডিজিটাল পদ্ধতিতে যেন সকল কৃষক, বিশেষত: এনডিপি'র উপকারভোগীগণ কৃষি পরামর্শ পায় সে লক্ষ্যে অত্র প্রকল্পটি কাজ করছে।

নির্বাহী পরিচালক মহোদয় ১৯৯২ সাল থেকে বিভিন্ন সামাজিক উন্নয়ন কাজের সাথে জড়িত। এনডিপি'র কার্যক্রম সমূহ সিরাজগঞ্জ জেলা থেকে শুরু হয়ে বর্তমানে ৬টি জেলায় বিস্তার লাভ করেছে। তিনি বিভিন্ন সংস্থার সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে নানা কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছেন। সামাজিক ক্ষেত্রে অবদানের জন্য তিনি জাতীয় পর্যায়ে বিভিন্ন পুরস্কার/সম্মাননা অর্জন করেছেন। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি তুলে ধরা হলো।

সামাজিক ক্ষেত্রে অবদানের জন্য নির্বাহী পরিচালক, এনডিপি জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম পদক-২০১৫ গ্রহন করছেন।

সামাজিক ক্ষেত্রে অবদানের জন্য নির্বাহী পরিচালক, এনডিপি শেরে বাংলা একে ফজলুল হক গবেষণা পরিষদ কর্তৃক আয়োজিত গুনীজন সম্মাননা পুরস্কার-২০১৬ গ্রহন করছেন।

নির্বাহী পরিচালকের স্বীকৃতিসমূহ

ক্রঃ নং	স্বীকৃতি/সম্মাননা'র নাম	কর্মকান্ড	স্পন্সরকারী প্রতিষ্ঠান	সাল
১	শেরে বাংলা সম্মাননা পুরষ্কার	সামাজিক কর্মকান্ড	শেরে বাংলা একে ফজলুল হক গবেষণা পরিষদ	২০১৬
২	৭১ মিডিয়া শাইনিং পার্সোনালিটি এ্যাওয়ার্ড	সামাজিক কর্মকান্ড	৭১ মিডিয়া ভিশন	২০১৬
৩	ড. মুহাম্মদ শহিদুল্লাহ পদক	এনজিও সেক্টরে বিশেষ অবদানের জন্য	জ্ঞান তাপস ড. মুহাম্মদ শহিদুল্লাহ	২০১৬
৪	মানবাধিকার শান্তি পুরষ্কার	এনজিও সেক্টরে বিশেষ অবদানের জন্য	ইউনাইটেড মুভমেন্ট হিউম্যান রাইটস	২০১৬
৫	জাগো বাংলাদেশ সম্মাননা স্মারক	সমাজ সেবা	জাগো বাংলাদেশ শিশু-কিশোর ফেডারেশন	২০১৬
৬	জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম পদক	সমাজ সেবা	মানবাধিকার জোট	২০১৫
৭	সাহসী জনতা গুনীজন পদক	সামাজিক কর্মকান্ড	সাহসী জনতা	২০০২

আমরা যাদের হারিয়েছি

রেজাউল করিম
ট্রেইনার, মাইক্রোফাইন্যান্স

নওয়াব আলী সরকার
ভাইস চেয়ারম্যান, নির্বাহী পরিষদ

রেজাউল করিম খান চৌধুরী
সদস্য, নির্বাহী পরিষদ

মজিবর রহমান

আব্দুল মান্নান
শাখা ব্যবস্থাপক

মোঃ নেছাব উদ্দিন